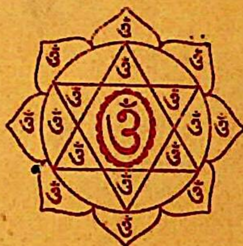
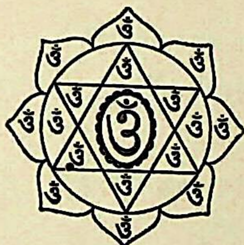
শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী



শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী



শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন

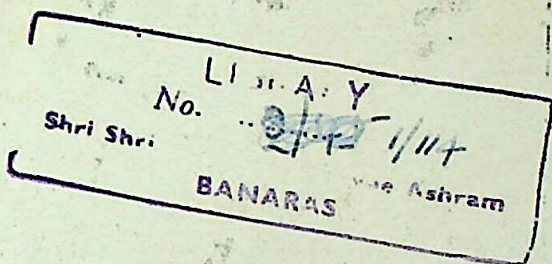
প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৪

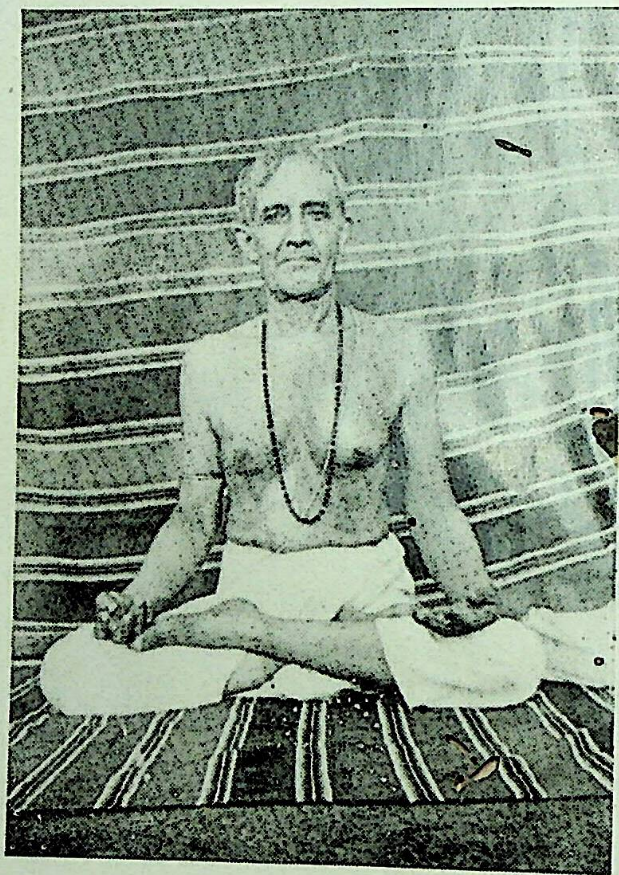
প্রাপ্তিস্থান :

১। দেবযান কার্য্যালয়, মগরা (হুগলী)
২। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ (হুগলী)
৩। মহেশ লাইব্রেরী,
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলি-১২
৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলি-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এল্‌ম প্রেস
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬।

মূল্য—২॥০, বাঁধাই ৩৲


LI . A Y
No. 1/114
Shri Shri
BANARAS
Ashram



শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু

দেব !

আপনি শিবকে ও মাকে বড় ভালবাসেন। আপনার শ্রীমুখে "শিব শিব দুর্গে" নামটী বড় মিষ্ট লাগে। এই 'শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী' আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

ওঙ্কারমঠ
পোঃ মান্ধাতা ওঙ্কারজী
জেলা—নিমাড়
(মধ্যপ্রদেশ)
২২।১২।৬০

আপনার—

সীতারাম

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ঠাকুরের কৃপায় আজ "শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী" প্রকাশিত হইতেছে।

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মাতৃসাধক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতার্থ (ভট্টাচার্য্য) মহাশয়ের নামে গ্রন্থখানি উপস্থত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়ের আলেখ্য গ্রন্থের প্রারম্ভে দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের "ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবা" হুগলীর জেলা শাসক, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-মহাধ্যক্ষ মহামনীষী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্. এ, আই. এ. এস্ মহোদয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

পরিশেষে, ELM-প্রেসের কর্ম্মিবৃন্দ এই গ্রন্থ-প্রকাশে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমের দ্বারা আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিলেন। ঠাকুরের কাজে তাহাদের এই প্রথম উদ্যমেই তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ অজস্রধারায় লাভ করিলেন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদান্ মহেশ্বরঃ॥

শ্রীরামাশ্রম,
১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৪
অক্ষয় তৃতীয়া

বিনয়াবনত
প্রকাশক

ভূমিকা

ভগবান্ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মহারাজের শিবনামামৃতলহরী পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিতে খুবই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধ ঠাকুরেরই কৃপা ভাবিয়া এই কার্য্যে সাহসী হইলাম। ভাবিলাম আমার মতো সংসার-আবর্ত্তে যাঁহারা ঘুরিতেছেন, তাঁহাদের কাছে এই পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা চলিতে পারে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা আমার সাধ্য নয়, ইহার প্রতিপাদ্য সত্য স্বয়ংসংবেদ্য—এবং নিজ গরিমায় প্রোজ্জ্বল। যাঁহাদের নিকট বহির্ম্মুখী জীবনের ছবি ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং অন্তর্ম্মুখী জীবনের পথ অস্পষ্ট অথচ সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার যাঁহাদের মন আকুতিতে ভরা, তাঁহারা ইহার মধ্যে সেই পথের সন্ধান পাইবেন।

ঠাকুর সীতারামদাস শুধু একালের একজন শ্রেষ্ঠ সিদ্ধযোগী নহেন, তিনি চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণ দেবের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। একদিকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত নাম প্রচার করা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং শত নরনারীকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন। অন্যদিকে ভারতীয় সনাতন সাধনার বিভিন্ন ধারাকে অসীম পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমাদের সাধন-শাস্ত্র জটিল ও দুরূহ। গুরুকৃপা ভিন্ন সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আজ আমরা সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাইতেছি। তত্ত্বকথা আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু তত্ত্ব যেখানে সাধন হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ

সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। অথচ ভারতীয় জীবনে সাধনার দ্বারাই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে হয়।

আজ আমাদের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এই যুগে আনুষ্ঠানিক সাধনার সময় ও অবসর স্বল্প। তাই নামকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়।

নামের দ্বারা সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা প্রাচীন মত। চৈতন্যদেব এক সময়ে বাংলাদেশকে হরিনামে প্লাবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নাম-রহস্য আমাদের এক রকম অজ্ঞাত ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, নাম করা ভক্তিমার্গের সহজতম পন্থা। যাহাদের কিছু সামর্থ্য নাই তাহাদের পক্ষেই ইহা প্রশস্ত। যাঁহারা শুধু সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে চাহেন না, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া চলিতে চাহেন. তাঁহাদের নিকট নাম-মাহাত্ম্য ততোটা প্রকট ছিল না। নামের সহিত বিভিন্ন যোগ-সাধনার নিগূঢ় সম্বন্ধ ঠাকুর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার বহু লেখার মধ্যে জগৎকল্যাণের জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

আমি যতোটুকু বুঝিয়াছি তাহা এইরূপ। জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তনের ও বিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছেন এক প্রাণ-চৈতন্য। মানুষের সাধনার উদ্দেশ্য সেই সমস্ত সৃষ্টি উৎস মূলে ফিরিয়া যাওয়া—সেই একের সহিত বিলীন ও পরে মিশ্রণ। এই প্রত্যাবর্ত্তন তখনই সম্ভব যখন মানুষের প্রাণ বিষয় হইতে প্রত্যাহারের দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধ হয় এবং স্বরূপ ফিরিয়া পায়। দেহ ও চিত্তের শোধন প্রথমেই প্রয়োজন। তারপর স্বতঃ অন্তর্মুখী আত্মার প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই প্রকাশের বিভিন্ন স্তরভেদ আছে। প্রাণের উর্দ্ধগতি আরম্ভ হইয়া গেলে সাধক জগৎকে নূতন করিয়া দেখে—অপূর্ব্ব আনন্দ ও জগৎপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই উর্দ্ধগতি অব্যাহত থাকিলে সাধক সত্যদর্শন করে।

ব্যবহারিক জীবনের গ্লানি মানুষকে এত চঞ্চল করিয়া রাখে যে,

তাহার পক্ষে মনস্থির করা অসম্ভব মনে হয়। অথচ তজ্জন্য যে প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, তাহা এ যুগে সব সময়ে সাধ্য নয়। অথচ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান প্রাণ স্থির করা। কর্ম্মব্যাকুল মানবের কাছে নাম হইতেছে মন স্থির করার প্রশস্ত উপায়। ঠাকুর উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, প্রাণী যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নাম করিতে করিতে সে পথ খুঁজিয়া পাইবে। নামের এমনি মাহাত্ম্য যে তদ্দ্বারা যথা সময়ে দেহ ও মনের শুদ্ধি হইবে, মনের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা বাড়িবে, মন অন্তর্মুখী হইবে, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে রুচি হইবে। একবার মন স্থির হইয়া গেলে, মনের মালিন্য নষ্ট হইলে, আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হইবে। তারপরে সদ্‌গুরু কৃপা হইলে মন্ত্রচৈতন্যের দ্বারা উর্দ্ধলোকের আকর্ষণ সুরু হইবে। তাহা হইলে সাধকের যোগমার্গে আরোহণ সুরু।

নামের সহিত যোগের এই সম্বন্ধ ঠাকুর তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বুঝাইয়া এই যুগের নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

ঠাকুর তাঁহার বিবিধ পুস্তকের ভিতর দিয়া সমস্ত সাধনার গন্তব্য পথ যে এক, নাম ও রূপ আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন বোধ হইলেও, চরম সত্য যে এক এবং চরম সত্যে পৌছাইলে সমস্ত বিভেদের অবসান ঘটে, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর ছলে তত্ত্ব-কথা বুঝাইবার ভঙ্গীটি অপূর্ব্ব। আধ্যাত্মিক তত্ত্বেতে অনির্ব্বচনীয় কাব্য রস আস্বাদন করা যায়—সত্যই ইহা নামামৃত লহরী।

উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে নামরসের প্লাবন মনকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঠাকুর একাধারে যোগী ও কবি। বোধ করি, যিনি জগতে প্রাণের ছন্দ ও সুরমাকে আয়ত্ত্ব করিয়াছেন তিনিই ত মহা কবি।

যে বাণী একদিন ভারতের তপোবনে ধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার বিরাম নাই। আবার আমরা সেই বাণী শুনিতেছি। বিশ্ব শুনিতেছে। ঠাকুর আমাদের অমৃতের সন্ধান দিয়াছেন, আলোর সন্ধান দিয়াছেন—তাঁহার ডাক শুনিয়া কি আমরা পিছাইয়া থাকিব ?

"ম্যাজিষ্ট্রেট্"-কুটীর
হুগলী, ২৫শে
চৈত্র, ১৩৬৩
রামনবমী

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

শ্রীগুরুদেব ৺দাশরথি দেব
যোগেশ্বরের আশীর্ব্বাণী

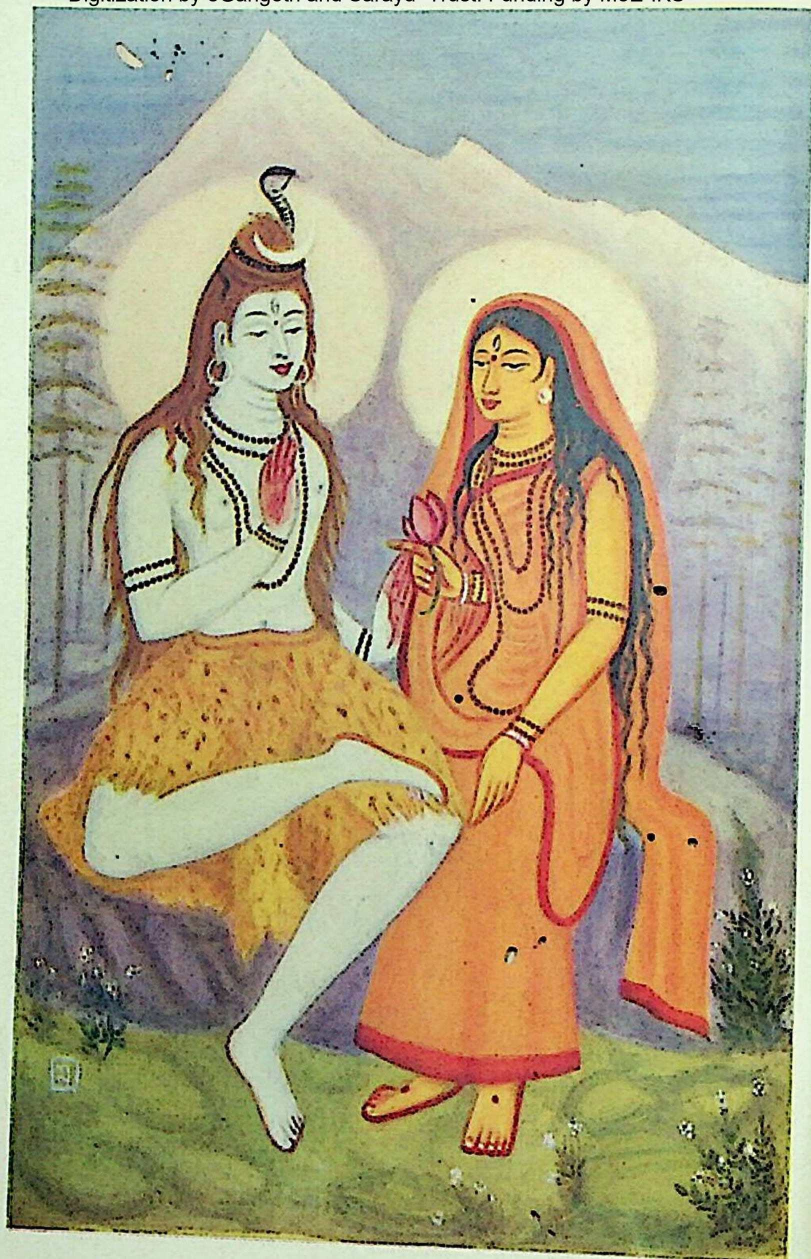


৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

........শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময় সমীপে প্রার্থনা করি, দীর্ঘজীবী হইয়া সত্যধর্ম্মপ্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিয়ত থাক, এবং শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময়ের বিশেষ কৃপাভাজন হও।

দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী

৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সন



শিবনামামৃত লহরী

প্রথম উচ্ছ্বাস

স্মেরাননং চন্দ্রকলাবতংসং গঙ্গাধরং শৈলসুতাসহায়ম্।
ত্রিলোচনং ভস্মভুজঙ্গভূষণং ধ্যায়েৎ পশূনাং পতিমীশিতারম্॥

বিশাল বিশ্বস্য বিধান বীজং
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণুসর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা বারি বিমান বহ্নি
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

ও গো! কে আছ অশরণ শরণ! আমার রক্ষা কর।

কে তুমি? কি চাও?

আমি সংসার পীড়িত, কাম ক্রোধের কিঙ্কর, বড় জ্বলছি—শেষের দিনের জন্য অত্যন্ত ভয় হচ্ছে।

শিব শিব, এই কথা জপ কর, শিব শিব জপ কর।

শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।
তস্মাচ্ছিব চিন্ত্যতাঞ্চ স্মর্য্যতাঞ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ॥ কেদার খণ্ড।

—"শিব" এই দ্ব্যক্ষর নাম মহা ভয় হতে ত্রাণ করে। সে জন্য শিবকে চিন্তা কর, স্মরণ কর।

চিন্তা করবার সামর্থ্য নাই। চঞ্চল মন পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। কি হবে—আমার, উপায় কি হবে!

ভয় নাই, ভয় নাই। ভগবান শঙ্কর আশুতোষ। কেবল "শিব" এই নাম উচ্চারণ কর্‌লেই সকল দুঃখের মূল দেহাত্মবোধতা নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্ব্যক্ষরং নাম যেষাংবৈ জিহ্বাগ্রে সংস্থিতং সদা।

তে বৈ মনুষ্যরূপেণ রুদ্রা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ কেদার খণ্ড।

—শিব এই দ্ব্যক্ষর নাম সতত যাঁদের জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান তাঁরা মানুষ নন, সাক্ষাৎ রুদ্র।

কেবল শিব শিব জপ কর্‌লেই হবে?

হাঁ শুধু শিব শিব জপ কর। আর কিছু কর্‌তে হবে না—ভাবতে হবে না, একেবারে শিব হয়ে যাবে।

কিন্তু বৈ বহুনোক্তেন শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ং।

উচ্চারয়ন্তি যে নিত্যং তে রুদ্রানাত্র সংশয়ঃ॥ কেদার খণ্ড।

বেশী কি বল্‌বো, যারা শিব এই অক্ষর দুটী নিত্য উচ্চারণ করেন —তাঁরা রুদ্র এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। [শিবনাম মনে মনে জপ কর্‌তে গেলে মন যে কোথায় চলে যায় খুঁজে পাইনে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জপ কর।

শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যৈরুদীরিত মুচ্চকৈঃ।

তে ধন্যাস্তে মহাত্মানঃ কৃতকৃত্যাস্ত এব চ॥ কেদার খণ্ড

—যাঁরা শিব এই দ্ব্যক্ষর নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন তাঁরা ধন্য, তাঁরা মহাত্মা, তাঁরাই কৃতকৃত্য। তাঁদের আর কর্‌বার কিছু নাই। শিব শিব শিব হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নেচে নেচে বল।

শিবনাম কর্‌লে মানুষ যা চায় তা পায়?

এতে আর সংশয় আছে? সংসারের ধন ধান্য পুত্র পৌত্র সম্পত্তি এতো অতি তুচ্ছ কথা।

শিবেতি দ্ব্যক্ষরং নাম ব্যাহরিষ্যন্তি যে জনাঃ।
তেষাং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ভবিষ্যতি ন চান্যথা॥ কেদার খণ্ড

—যাঁরা শিব এই দুটী অক্ষর উচ্চারণ করেন তাঁরা স্বর্গ অথবা মোক্ষ—যা চান তাই পান।

আর কোন সাধন ভজন কর্‌তে হবে না! কেবল শিব শিব জপ কর্‌লেই হবে?

এ কলি যুগে শিবনাম জপের তুল্য মহা সাধনা আর নাই। উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে কেবল বল—শিব শিব শিব।

অহো যদেষা শিবনামবাণী
প্রমাদতো বাপ্যসতী জগাদ।
তেনৈব ভূয়ঃ সুকৃতেন শম্ভোঃ
বিল্বাঙ্কুরারাধনা পুণ্যমাপ॥ ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে।

যদি কেউ প্রমাদ বশে শিব এই নাম উচ্চারণ করে তা হলে সেই সুকৃতের দ্বারা বিল্বপত্রের দ্বারা শিবপূজার ফল প্রাপ্ত হয়।

শিব শিব শিব এই নাম করলে সব হবে আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!

বিশ্বাস না করলেও নামের কৃপা লাভ করবে। এই শিব আশুতোষ, ইনি সাধন ভজনের অপেক্ষা রাখেন না, অহৈতুকী কৃপা করেন। তাঁর কৃপার কথা বলি শোন। একটী বালক বয়স ৬।৭ বৎসর হবে পিতামাতার কাছে শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার শিব এসে

সেই বালককে দর্শন দান কর্‌লেন। বালক দেখ্‌লে তার পায়ের দিকে শিব এসে দাঁড়িয়ে আছেন। সে পিতাকে বল্‌লে "বাবা বাবা শিব দেখ।" পিতা বল্লেন "কৈ বেটা শিব কৈ?" পিতা কিছুই দেখতে না পেয়ে বল্‌লেন "শিব কি রকম দেখ্‌তে বল দিকিনি?" বালক শ্বেতকায় ত্রিলোচন ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত ত্রিশূলধারী শিবের বর্ণনা কর্‌লো। পিতা শুন্‌লেন মাত্র—কিছু দেখতে পেলেন না। শিব অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

বালক এমন কি পুণ্য করেছিল যে দর্শন দান কর্‌লেন,—আচ্ছা শিব কোন কথা কননি?

—তাইতো বল্‌ছি তাঁর অহৈতুকী কৃপা। কোন কথা কন নাই, দেখা দিয়েই তিরোহিত হয়েছিলেন।

তারপর বালক আর তাঁর দেখা পেয়েছিল?

হাঁ, বালক সে কথা ভুলে যায়। যখন তার বয়স ২৬ বৎসর তখন নানা রকম রোগ তাকে আক্রমণ করে। সে জীবনে হতাশ হয়ে একান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় লয়। ভোরে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে মধ্যরাত্রে জপ কর্‌তে আরম্ভ করে। মর্‌বো তো ডাকৃতে ডাকৃতে মর্‌বো বলে সে ডাকৃতে থাকে।

সে কি কেবল শিব শিব জপ কর্‌তো?

না। ইষ্টমন্ত্র ও শ্বাসে প্রশ্বাসে "ওঁ গুরু" জপ কর্‌তো।

তারপর কি হলো?

একদিন মধ্যরাত্রে জপের পর যুবক চোখ বুজে বসেছে এমন সময় দেখ্‌তে পেলে—তার হৃদয়ের মধ্যে ডান হাতে ত্রিশূল—বাম হাতে ডমরু নিয়ে পঞ্চমুখে শিব দাঁড়িয়ে আছেন। যুবক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কে?

তিনি উত্তর দিলেন—আমি তোর গুরু, বাল্যকালে একবার দেখা দিয়েছিলাম—চিন্‌তে পারিস্‌ নি, আবার এসেছি।

যুবকের মনে সেই বাল্যের পুরাতন স্মৃতি উদিত হল। যুবক তখন বল্‌লে—আপনি যদি আমার গুরু তা হলে ইষ্ট দর্শন করান।

বলামাত্র শিব পঞ্চমুখে তার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে লাগ্‌লেন, যুবক দেখ্‌ল শিবের স্কন্ধে সতী দেহের মত একটী নারী মূর্ত্তি।

যুবক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি কে ?

তিনি বল্‌লেন—আমি তোর মা।

তিনি এই কথা বলে যুবকের হৃদয়স্থিত যুবকের দেহ কোলে করে তার কানে ইষ্টমন্ত্র শোনাতে লাগ্‌লেন, আর শিব পঞ্চমুখে ডমরু বাজিয়ে নেচে নেচে যুবকের ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ কর্‌তে লাগলেন।

তারপর—তারপর—

কতক্ষণ এভাবে চলে গেল—মন্ত্র আর রইল না—শিব শুধু রাম রাম জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কতক্ষণ জপের পর রাম নাম চলে গেল—শিব ওম্‌ ওম্‌ জপ কর্‌তে লাগলেন। ওঙ্কার চলে গেলে যুবকের ভিতরে সাপের মত গর্জ্জন হ'তে লাগলো। খানিক পরে যুবকের বোজা চোখ খুলে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, যুবক দেখ্‌লে একটী গোলাকার জ্যোতি।

তারপর তারপর—

যুবক প্রেমে পাগল হয়ে গেলো।

পাগল হয়ে গেল—তারপর কি হল ?

সে অনেক কথা, যাক্‌ কোন চিন্তা নাই, কেবল শিব শিব জপ কর। তুমি কৃতার্থ হবে। শিব আশুতোষ—অহৈতুকী তাঁর কৃপা—বল বল

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব . . . . . .

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব . . . .

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

শরচ্চন্দ্র প্রকাশেন বপুষা শীতলদ্যুতিম্
ধ্যায়েৎ সিংহাসনাসীনমুময়া সহিতং শিবম্।

তুমি এ যুগের কথা বল্‌ছো তো!

হাঁ এ যুগের কথা—৩৬ বৎসর আগেকার কথা। এ যুবক তো শিব নাম জপ করে নাই, "ওঁ গুরু" জপ করতো,—শিব যে জগদগুরু।

শিব জগদগুরু—এ তোমার মুখের কথা, না শাস্ত্রের কথা?

শাস্ত্রের কথা।

কোন্ শাস্ত্রে একথা আছে?

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে কথিত হয়েছে—মার্কণ্ডেয়মুনি সমাধিস্থ আছেন, সগণে উমার সহিত শিব তথায় উপস্থিত হন। ভবানী শিবকে বলেন—মুনিকে তপস্যার ফল দান করুন।

শ্রীভগবানুবাচ।

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষি মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥৬॥

এই ব্রহ্মর্ষি অভ্যুদয় লক্ষণ কোন বর—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত চান না। ভগবান অব্যয় পুরুষে ইনি পরাভক্তি লাভ করেছেন, তথাপি আমি সাধু সমাগম কর্‌বো এই পরম লাভ। তারপর শিব তাঁর নিকটস্থ হন, সমাধিস্থ মুনি তা জানতে পারেন না। শিব তখন তাঁর হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হলো—তিনি বিস্মিত হয়ে—একি কোথা থেকে ইনি এলেন। মনে কর্‌তেই তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়ে যায়—

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্।
রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং নমাম শিরসা মুনিঃ ॥১৪॥

তিনি নেত্র উন্মীলন করে সগণে উমার সহিত ত্রিলোকের একমাত্র গুরু রুদ্রকে দেখ্‌তে পেলেন, মুনি মস্তকের দ্বারা তাঁকে প্রণাম করলেন।

ত্রিলোকের একমাত্র গুরু শিব—একথা কি সকলে স্বীকার করেন ?

যাঁরা শ্রীভগবানের কথা না মানেন তাঁদের জয় হোক্। যাক তুমি কেবল জপ কর—শিব শিব শিব।

শিবপূজাপরা যে চ শিবনামপরায়ণাঃ ॥
তে এব শিব তুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ

বৃহন্নারদীয়ে

এই ঘোর কলিযুগে যাঁরা শিবপূজা পরায়ণ—শিব নামে রত—তারা শিব তুল্য।

পূজা কর্‌তে যে না পারে তার উপায় কি ?

কেবল শিব শিব জপ—

শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং নহিতান্ বাধতে কলিঃ ॥

বৃহন্নারদীয়ে

—শিব শঙ্কর রুদ্র ঈশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন এই সকল যাঁরা নিত্য কীর্ত্তন করেন কলি তাঁদের কোন বাধা দিতে পারে না।

সংসারের কত জ্বালা রোগ শোক অভাব—তার উপর কাম ক্রোধের ভীষণ পীড়ন—মাত্র শিব শিব জপ কর্‌লে দূর হবে কি করে—আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

শিবস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বারিষ্টাঃ পলায়িতাঃ।

সর্ব্ব সঙ্কটমুত্তীর্য্য কল্যাণং লভতে নরঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

—শিবকে স্মরণ করা মাত্রেই সমস্ত অশুভ পলায়ন করে, সকল বিপদ ও দুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ কল্যাণ লাভ করে থাকে।

স্মরণ কর্‌তে পার্‌লে তো হবে—স্মরণ যে হয় না—হাজার বার শিব শিব কর্‌লাম একবারও স্মরণ হোল না—বল দেখি আমার মত মহা-পাপীর উপায় কি আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে—

শিবেতি যদ্বাচি হি বর্ণযুগ্মং

প্রবর্ত্ততে নশ্যতে তস্য পাপম্।

স্বর্গস্য লাভঃ সুলভোঽন্যধর্ম্মাঃ

প্রত্যূহবন্তঃ কলিদোষদুষ্টাঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥

—শিব এই দুটী বর্ণ যে বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করে তার পাপ নাশ হয়। শিব নাম কীর্ত্তনকারীর স্বর্গলাভ অতি সুলভ, এ যুগে শিব নাম কীর্ত্তনই পরম ধর্ম্ম। কলিদোষ দুষ্ট অন্য ধর্ম্মসকল বিঘ্ন বিশিষ্ট। কেবল শিব শিব জপ কর।

জপ কর্‌তে গেলে যে আনন্দ পাই না—মন একাগ্র হয় না—শ্রদ্ধা ভক্তি নাই সে নাম জপে কি ফল হবে? শিব শিব। আরে, বস্তু শক্তি কখন শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ভক্তি অভক্তি একাগ্রতা চঞ্চলতার অপেক্ষা করে না—আপনার শক্তি সে অবাধে দেখায়।

বস্তুশক্তি কি?

ধর নাইট্রিক এ্যাসিডে বা আগুণে যদি কেউ অশ্রদ্ধা করে চঞ্চল মনে হাত দেয়—তা হলে কি তা পুড়ে যায় না?

তাতো যায়।

নাইট্রিক এ্যাসিড বা আগুন তার অশ্রদ্ধা বা অন্যমনস্কতার অপেক্ষা না করেই তার হাত পুড়িয়ে দেয়। এক ডেলা বিষ অশ্রদ্ধা করে খেলে মানুষ যখন মরে যায়—এই প্রাকৃত বস্তু যখন তার শক্তি ত্যাগ করে না—তখন অপ্রাকৃত নাম নামী অভিন্ন শিবের নাম কখন ভক্তি, শ্রদ্ধার একাগ্রতার অপেক্ষা করেন? না, তা করেন না। যেমন করে পার হেলায় শ্রদ্ধায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লয়ে বিক্ষেপে জপ কর—শিব শিব।

জপ যে কর্‌তে পারিনে।

শোন—

পরমং খলু কর্ণ ভূষণং
শিব নাম শ্রবণং মনোহরম্।
তদপার সুখাবহংসদা
ন কৃতং যৈন স যাতি যাতনাম্॥ আদিত্যপুরাণে।

মনোহর শিব নাম শ্রবণ কর্ণের ভূষণ—এ ভূষণের তুলনা ত্রিজগতে নাই। পরম ভূষণ ধারণে কোন কষ্ট হয় না। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ত্রিকালেই অপার সুখাবহ। যে শ্রবণ না করে সে যাতনা—তীব্র বেদনা পায়।

শিব নাম ত্রিকালে সুখজনক কি করে?

জাগ্রত কালে শিব শিব শিব শুন্‌তে শুন্‌তে বিষয় লোলুপ চঞ্চল চিত্ত শিব নামে রমণ কর্‌তে থাকে। সর্ব্বদা শ্রবণকারী নামেরই স্বপ্ন দেখে এবং সুষুপ্তিতে শিবের বুকে আপনাকে লয় করে দেয়, আবার স্বপ্ন জাগ্রতে শিব নাম শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়।

শিব নাম সংসার রোগনাশক—

শিব নামৈব সংসারমহারোগৈকশামকম্ ।
নান্যৎ সংসাররোগস্য নাশকং দৃশ্যতে ময়া ॥ শিবরহস্য ।

—কেবল শিব নামই সংসার মহারোগের একমাত্র উপশমকারক, সংসার রোগ নাশক আমি কিছু দেখিনা।

শিব নাম কর্‌লেই যদি ভবরোগ নষ্ট হয় তবে মানুষ কেন করে না ?

অনেকে জানে না ; আর যাঁরা শাস্ত্রপাঠী জানেন তাঁদের সুকৃত নাই। সুকৃত থাক্‌লে তো জিহ্বা শিব শিব বল্‌বে !

অনেকজন্মভির্নিত্যং পুণ্যং বহুকৃতং যদি ।
তদা শিবেতি শব্দোঽয়ং সাদরং নিঃসরিষ্যতি ॥ শিবরহস্য ॥

—অনেক জন্ম ধরে যদি কেউ বহু পুণ্য সঞ্চয় করে তা হলে তার মুখে শিব—এই মঙ্গলময় নাম সাদরে নিঃসৃত হয়—অতি পুণ্যবান ব্যতীত শিব নাম মুখ দিয়ে বেরোয় না।

শিবেতি নাম বিমলং যেনোচ্চরিতমাদরাৎ ।
তেন ভূয়ো ন সংসারসাগরঃ সমবাপ্যতে ॥ শিবরহস্য ।

—যিনি শিব এই বিমল নাম আদর সহকারে উচ্চারণ করেন, তিনি আর সংসার সাগরে পতিত হন না।

আমার মুখ দিয়ে শিব নাম বেরোয় না—আমার কোন আশা নাই।

মাভৈঃ খুব আশা আছে। তুমি শিব নাম মহিমা আদর করে শুন্‌তে চাচ্ছ এও পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ব্যতীত হয় না—শিবের কৃপা কোথা দিয়ে কি করে হয় তা বোঝা যায় না। শিবের দয়ার কথা শোন—

এক ব্যাধ শিকার কর্‌তে বনে গিয়ে হরিণ শূকর আদি অনেক জন্তু শিকার করে বাড়ী ফিরে আস্‌তে আস্‌তে রাত হয়ে যায়, তখন সে

অনন্যোপায় হয়ে একটা গাছে মরা জানোয়ারগুলো বেঁধে রেখে গাছে উঠে বসে। ফাল্গুন মাস হিম পড়্ছে। সমস্ত দিন ব্যাধ জল পর্য্যন্ত খায়নি—শীতে থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌লো। সে গাছটী বেল গাছ। হিম মাখানো বেল পাতাগুলি গাছ থেকে ঝরে ঝরে গাছের গোড়ায় পড়্‌তে লাগ্‌লো। দৈবক্রমে গাছের তলায় একটী শিবলিঙ্গ ছিল। সেদিন শিব চতুর্দ্দশী তিথি ছিল—ব্যস আর যায় কোথা! ব্যাধ উপবাসী এবং তার শরীর হতে হিম মাখা বেলপাতা শিবের মাথায় পড়েছে, আশুতোষ আমার স্থির থাকৃতে পার্‌লেন না, তখনই তুষার ধবল মনোহর রূপ ধারণ করে বল্লেন—ভক্তরে! আমি তোর পূজায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি—বর নে।

ব্যাধ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—আমি মহাপাপী ব্যাধ—আপনার পূজাতো করিনি।

ঠাকুর আমার বল্লেন—ওরে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসী থেকে বিল্বপত্রের দ্বারা আমার পূজা করেছিস্‌ এতেই আমি পরম সন্তুষ্ট, বিল্বপত্র পাত তোর অনিচ্ছাকৃত হলেও তোর পূজা করা হয়েছে। শিবের কৃপায় ব্যাধ সংসার সাগর হতে উদ্ধার হয়ে গেলো।

এ কি গল্প নয়?

না না, অতি সত্য।

কবে আমি একথা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো!

বিশ্বাস না কর্‌তে পার্‌লেও ক্ষতি নাই। শিব শিব জপ কর; বল—

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব।

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

উদ্যদ্ভাস্করকোটিপ্রকাশমাদীপ্ত দহন্ মূর্দ্ধানম্।
ভীষণভুজঙ্গভূষং ধ্যায়েদ্ বিবিধায়ুধং রুদ্রম্॥

শিব এবং গুরু—দুটীই এক ?

হাঁ।

একথা ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছি না। শিব এবং গুরু যেন আলাদা আলাদা মনে হয়, গুরু বললে যেন কাছে পাই আর শিব বল্‌লে দূর দূর মনে হয়।

শিবই তো ধরা দিবার জন্য গুরু সেজেছেন। আগেও শিব—শেষেও শিব, গুরু হয়ে বীজ দেন আবার তিনিই নাদরূপে লীলা কর্‌তে কর্‌তে আপনার সঙ্গে মিশিয়ে নেন।

আমি নাদ কি—বুঝি না। তুমি শিব নামের মহিমা বল।

তোমার আর কিছু বুঝতে হবে না—তুমি শিব শিব জপ কর।

অন্যানি শিবকর্ম্মাণি করোতু ন করোতু বা।
শিব নাম জপেদ্ যস্তু সর্ব্বদা মুচ্যতে তু সঃ॥ শিবগীতায়াং

—অন্য শিব কর্ম্ম করুন আর না করুন যিনি সর্ব্বদা শিব নাম জপ করেন তিনি মুক্ত হন।

শিবেতি নাম বিমলং শিবনামোত্তমোত্তমম্
তদ্ যেন স্মর্য্যতে নিত্যং তস্য দাসো ভবাম্যহম্॥

শিবরহস্য

—শিব এই নামটী নির্ম্মল। অতি সুন্দর শিব নাম উত্তমের উত্তম ; সেই নাম যিনি নিত্য স্মরণ করেন আমি তার দাস হব।

শিব নাম স্মরণকারীর দাস হয়ে কি লাভ ?

নিজে কিছু সাধন ভজন না কর্‌লেও সর্ব্বদা নাম শুন্‌তে শুন্‌তে মন প্রাণ সব শিবময় হয়ে যাবে। বহু ভাগ্য না থাকৃলে সেরূপ অবিরত শিবনামকারী ভক্তের দর্শন পাওয়া যায় না।

শিবনামামৃতপ্লুষ্টরসনাঃ শিবপূজকাঃ।
শিবধ্যানরতা নিত্যং সন্তি ধন্যা ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ শিবরহস্য॥

—শিব নাম অমৃতের দ্বারা দগ্ধ রসনা, শিবপূজক, সতত শিব ধ্যান রত ভাগ্যবান শ্লাঘ্য পুরুষকে কোথাও কোথাও দেখা যায়।

এরূপ শিবভক্ত অধুনা বড়ই দুর্লভ।

আগুনের দ্বারাই তো পোড়ে—অমৃতের দ্বারা রসনা দগ্ধ হয় কি করে ?

মিথ্যা কথা, বৃথা কথা, যথেচ্ছ ভোজনের দ্বারা জিহ্বা কলুষিত হয়ে যায়—সে বাইরের রসের লোভে প্রতি নিয়ত লাঞ্ছিত হতে থাকে। সুখ তো বাইরে নাই—সুখের স্থান হল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে জয় কর্‌তে হয়। দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা আর উপস্থ বড় ভীষণ—এদের জয় করা অতি কঠিন। এদুটীর মধ্যে আবার রসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রসনাকে জয় কর্‌তে পার্‌লে সকল ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। শিব নাম অমৃতের দ্বারা রসনার অকথ্য কথন—অভক্ষ্য ভক্ষণজনিত পাপ দগ্ধ হয়ে যায়—দগ্ধ হয়ে যায়। একথা বল্‌বার উদ্দেশ্য—তার চিহ্ন মাত্র থাকে না। সাত্ত্বিক ভোজনের দ্বারা দেহ রক্ষা করে।

তখন কি হয় ?

সাত্ত্বিক ভোজনের দ্বারা প্রাণ স্থির হয়—আর শিব শিব জপে মন

স্থির হয়ে যায়। মা আমার বৈখরী থেকে মধ্যমায় গিয়ে রাগরাগিণী আলাপ কর্‌তে থাকেন।

বৈখরী বৈখরী বল্‌ছো—বৈখরী কি ?

এই জগতের মূল উপাদান শব্দ। শব্দ থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জীব দেহে সেই শিব-অভিন্না মা আমার মূলাধার—গুহ্যদেশ, নাভি, হৃদয় ও জিহ্বায় পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপে লীলা করেন। জগতের যত কিছু কার্য্য বৈখরীরূপিণী বাকের দ্বারা সম্পাদিত হয়। হাঁসান কাঁদান—এমনকি জীবন নাশ সবই বৈখরীরূপিণী মা আমার করে থাকেন, জগৎ চক্র চল্‌ছে এই বৈখরী বাকের লীলায়।

শিব শিব জপ কর্‌লে কি হয় ?

বৈখরী মা আমার তখন অন্তর্মুখী হয়ে অনুলোমে মধ্যমায় এসে সুস্বরে কত রাগরাগিণী আলাপ কর্‌তে থাকেন।

রাগরাগিণী আলাপ করেন কেন ?

সবাই উৎপত্তি স্থানে ফিরে যেতে চায়—মা আমার আনন্দে গান কর্‌তে কর্‌তে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মেশাবার জন্য অগ্রসর হন।

তারপর—

পশ্যন্তীতে প্রিয়তমের দর্শন পান—তাঁকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনা হারা হয়ে তাতে মিশে যান। মিশে যাওয়াই হল পরাবস্থা।

প্রত্যেক মানুষের ভিতরই কি এই শিব শক্তির খেলা ?

তা নয় তো কি! মূল সূত্র "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বহুহব—জন্মাব। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। লীলা কর্‌বার জন্য অপৃথগ্‌ভূতা সঙ্গিনীকে নিয়ে বহু সাজে সেজেছেন।

তাঁরাই যদি খেলা কর্‌ছেন তা হলে আমি কে ?

"আমি কে" তাঁদের মধ্যে খুজে দেখ। সংসারের বৃক্ষের মূল

"অহংমম"—জপ তপ যোগ সাধনা যা কিছু ঐ অহং মম দূর কর্‌বার জন্য।

ও সব বড় কঠিন কথা—বুঝতে পারি না।

আচ্ছা শিব শিব জপ কর—

পরলোকস্য পাথেয়ং মোক্ষোপায়মনাময়ং।
পুণ্য সখৌখ নিলয়ঃ শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

পরলোকের পাথেয় অনাময় মোক্ষের উপায় অপরিমিত পুণ্যের নিলয় শিব এই অক্ষর দুটী। উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে শিব শিব জপ কর্‌লে কি ভাবে যে অহংমম—আমি আমার—দূর হয়ে যাবে জপকারী তা জান্তেও পার্‌বে না। দানব্রতাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ স্বর্গ-লোকে গমন করে এবং সৎকুলে জন্ম এবং উত্তম উত্তম ভোগ্য সামগ্রী লাভ করে পুণ্যক্ষয় হলে আবার দুঃখ ভোগ কর্‌তে থাকে। কিন্তু শিব-নাম জাপীর চরণে—না চাইলেও—ভোগ সকল এসে লুটিয়ে পড়ে, তিনি সে সব উপেক্ষা করে ভূমানন্দে মগ্ন হয়ে যান।

পাপীদের উপায় শিব নামে হয়?

হাঁ হাঁ—

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি পুরা কৃত্বাপি পুক্কসঃ।
শিবেতি নাম বিমলং শ্রুত্বা মোক্ষং গতঃ পুনঃ॥ শিবরহস্য

এক অপূর্ব্ব কথা শোন। একজন চণ্ডাল সে সহস্র ব্রহ্ম হত্যা করে তারপর দৈবক্রমে কোন শিব ভক্তের কাছে "শিব" এই বিমল নাম শুন্‌তে পায়, তাতেই সে মোক্ষ লাভ করেছিল। শিবের কৃপার কথা এখনও খুব শোনা যায়। একটী ঘটনা বলি, হুগলী জেলার দিগসুই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞাসা করেন—অমুক ধোবার বাড়ী কোথা? সকলে বলে—এ গ্রামে ঐ নামে কোন ধোবা নাই, হারা ধোবা ও তার মা আছে।

ব্রাহ্মণ নিরাশ হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন জনৈক বৃদ্ধ বল্লেন—"আপনি যে নাম কর্‌ছেন ঐ নাম হারা-ধোবার বাবার, এরা এ গ্রামের বাসিন্দা নয়—হারার মা এসে এ গ্রামে বাস করেছে তাই হারার বাবার নাম কেউ জানে না।"

ব্রাহ্মণ হারার মার নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"আমি কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে কোন উপায়ে আরোগ্য লাভ না কর্‌তে পেরে বাবা তারকেশ্বরের কাছে হত্যা দিই, তিনি আদেশ করেন যে দিগসুই গ্রামের অমুক ধোবার স্ত্রী তোর জন্মান্তরের মাতা। তুই তার সহিত অসদ্ব্যবহার করেছিলি বলে তোর এই রোগ হয়েছে, তার প্রসাদ খেলেই সেরে যাবে।

হারার মা শুনে অবাক! ব্রাহ্মণকে কি করে প্রসাদ দেবে ভেবেই আকুল। তারপর রসগোল্লা খেয়ে সেই প্রসাদ দেয়। সে যখন স্নান করে ভিজে কাপড়ে আসছিল ব্রাহ্মণ তার পদচিহ্নের জল মস্তকে ধারণ করেন, পান করেন। তারপরি হারা ধোবার মা তার সেই জন্মান্তরের ব্রাহ্মণ পুত্রটিকে ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসে।

এ রকম আজও হয়?

হাজার হাজার এরূপ ঘটনা হয়ে গেছে, হচ্ছে, হয় না হয় তারকেশ্বরে গিয়ে কিছু দিন থাকগে তা হলেই জান্‌তে পার্‌বে।

সমস্তবেদবেদান্তসারভূতং শিবপ্রদম।
শিবনামামৃতং দিব্যং ধ্যেয়ং সর্ব্বার্থসাধকম্॥ শিবরহস্য

সমস্ত বেদ বেদান্তের সারভূত মঙ্গলপ্রদ সর্ব্বার্থ সাধক দিব্য শিবনামামৃত ধ্যান করা কর্ত্তব্য। বল—

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

রুদ্রং সুরনিয়ন্তারং শূলং খট্টাঙ্গধারিণম্।
জ্বালামালাবৃতং ধ্যায়েদ্ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥
যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং স নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥

যোগরত বা ভোগরত সঙ্গরত অথবা সঙ্গবিহীন যার চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করে সে আনন্দিত হয়। নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করে। নামকর শিব শিব, জপ কর, পরমানন্দ সাগরে ডুবে যাবে।

শিব নাম কি ব্রহ্ম—যে শিব নাম জপ কর্‌লে পরমানন্দ লাভ কর্‌বো ?

হাঁ-হাঁ শিবনাম পরং ব্রহ্ম।

শিবেতি যঃ পরোমন্ত্রঃ স পরং ব্রহ্ম উচ্যতে।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং তজ্জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে॥ শিবরহস্য

—শিব এই যে পরম মন্ত্র তা পরম ব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ কেউ জান্‌তে পারে না।

কেউ জান্‌তে পারে না ?

যাঁরা শিব-গত-প্রাণ অনন্য শিবভক্ত তাঁরাই শিব মন্ত্রের স্বরূপ জেনে কৃতার্থ হন।

তত্ত্বং তু শিবমন্ত্রস্য যেন জ্ঞাতং ভবিষ্যতি।
তেন তীর্ণ ইতি জ্ঞেয়ো ঘোরঃ সংসার সাগরঃ ॥ শিবরহস্য

শিব মন্ত্রের রহস্য যিনি জ্ঞাত হতে পারেন তিনি ঘোর সংসার সাগর থেকে উত্তীর্ণ জান্‌বে।

ততস্তেনৈব মন্ত্রেণ পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ॥ শিবরহস্য

—সেই মন্ত্রের দ্বারাই সতত শিব পূজনীয়।

শিব মন্ত্রের তত্ত্ব কি ?

শিব মন্ত্রের তত্ত্ব মুখে শতবার বুঝিয়ে দিলেও তো ধর্‌তে পার্‌বে না। মানচিত্রে কাশী দেখা যেমন তেমনি শিবনাম ব্রহ্ম—শিবনাম ওঙ্কার একথা শোনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিব শিব জপ করে হৃদয়ে উপস্থিত হতে না পার্‌বে ততক্ষণ শিব নামের তত্ত্ব যথার্থ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

পরং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞেয়ং শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তদ ব্রহ্মেতি বিদিত্বৈব তদুপাস্যং মুমুক্ষুভিঃ॥ শিবরহস্য

—শিব এই অক্ষর দুটী পরব্রহ্ম, সেই নাম ব্রহ্ম—ইহা জেনে মুমুক্ষুগণ তাঁকে উপাসনা কর্‌বেন।

তদ্ধি ব্রহ্মেতুপাসীত ভবতি ব্রহ্মবাংস্ততঃ।
ব্রহ্মবান্ ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মভূতোহি জায়তে॥ শিবরহস্য

শিবনাম ব্রহ্ম এই বলে উপাসনা কর্‌বে। উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মবান হবে, ব্রহ্মবান ব্রহ্মবিৎ হয়ে তারপর ব্রহ্মভূত হয়ে যাবেন।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন।

অব্যক্তং পরমং ব্রহ্ম শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তদেব সর্ব্ববেদান্ত প্রতিপাদ্যং ন সংশয়ঃ॥ শিবরহস্য

—অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম শিব এই অক্ষর দুটী। তাহাই সর্ব্ব বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্ম ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম বল্‌ছো, ব্রহ্ম কে ?

পরে বল্‌ছি আরও শোনো—

শিব ইত্যস্তি মন্নাম তদ্ধি নামোত্তমোত্তমম্।
তদেব পরং ব্রহ্ম তদেবাহং বরাননে॥ শিবরহস্য

শিব—এই যে আমার নামটী সেটী উত্তমের উত্তম, জগতে যা কিছু উত্তম আছে শিব নামটী তার অপেক্ষা উত্তম। তাহাই পরম ব্রহ্ম। শিব পার্ব্বতীকে বল্‌ছেন—অয়ি সুবদনে! সেই "শিব" নামই আমি।

শিব নামই শিব ?

হাঁ, বৈখরীতে শিবনাম রূপে যিনি লীলা করেন তিনি পরায় গিয়ে শিব হন।

বুঝি না।

আচ্ছা শোনো, পরে বোঝাতে চেষ্টা করবো। শিব বল্‌ছেন—

শিবনামস্বরূপেণ ব্যক্তং ব্রহ্মাহমেব হি॥
শিবনামাহমেবেতি বিজানীহি যথার্থতঃ॥ শিবরহস্য

—শিবনাম স্বরূপে আমিই ব্যক্ত ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, শিব নাম আমিই—যথার্থভাবে বিশেষরূপে জান্‌বে।

মানুষ ও মানুষের নাম এদুটী এক কি করে হয়! দ্রব্য ও দ্রব্যের নাম স্বতন্ত্র—এ কথাইতো সকলে বলেন। কি জানি কেন শিব "আমিই শিব নাম" বল্‌ছেন।

দ্রব্য এবং দ্রব্যের নাম স্বতন্ত্র হতে পারে। শিব ভিন্ন জগতে আর যে কিছু নাই। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বহুহব জন্মাব, তিনিই বহু সেজে খেলা কর্‌ছেন। তিনি ভিন্ন কিছু নাই বলে শিব এবং শিব নাম এক। যেমন মাটী থেকে হাঁড়ী, কলসী, সরা, মালসা নানা আকারে নানা দ্রব্য তৈরী হলেও তা যেমন মাটী ভিন্ন কিছু নয়,—যেমন বালা, হার, মাকড়ী, অনন্ত

সোনা থেকে তৈরী হয়ে নামান্তর রূপান্তর মাত্র হয়েছে, কিন্তু সে সোনাই আছে, তেমনি এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে সব শিব। যত নাম আছে সবই তাঁরই নাম।

যদব্যক্তং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত প্রতিপাদিতম্।
তদেবেদং বিজানীহি শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ শিবরহস্য

বেদান্ত প্রতিপাদিত যে অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম তাহাই এই শিব নাম, এই অক্ষর দুটীকে বিশেষরূপে জান্‌বে।

ইদং বুৎপত্তিরহিতং শিবনাম নিরঞ্জনম্।
নিরাকারং পরং ব্রহ্ম নৈতস্মাদ্‌ব্রহ্ম ভিদ্যতে॥ শিবরহস্য

—এই বিশেষ উৎপত্তি রহিত নির্ম্মল নিরঞ্জন শিবনাম নিরাকার পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম আর শিব নামে কোন ভেদ নাই।

আমায় তুমি বুঝিয়ে দাও।

দিচ্ছি—আরও শোনো।

উপাসিতব্যমেতদ্ধি ব্রহ্মেত্যহরহমাদরাৎ।
শিব ইত্যক্ষরাকারমক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম॥ শিবরহস্য

—শিব নামই ব্রহ্ম এই স্থির জেনে প্রতিদিন আদর সহকারে উপাসনা কর্‌বে। শিব—এই অক্ষরের আকারে অক্ষর—শাশ্বত ব্রহ্ম।

তারকং ব্রহ্ম পরমং শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
নৈতস্মাদপরং কিঞ্চিৎ তারকং ব্রহ্ম সর্ব্বথা॥ শিবরহস্য

—শিব এই অক্ষর দুটী পরম তারক ব্রহ্ম, শিবনাম ভিন্ন সর্ব্বপ্রকারে তারক ব্রহ্ম অপর কিছু নাই।

ইদং মন্তারকং ব্রহ্ম শিবনামাভিধং শিবে।
এতস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রদ্ধা ন বিনা মদনুগ্রহম্॥ শিবরহস্য

—হে শিবে, "শিব" এই শিব নামটী আমার তারক ব্রহ্ম নাম, আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই শিব-নাম-ব্রহ্মে শ্রদ্ধা হয় না।

শিবনামের অপার মহিমা। শিবনাম ব্রহ্ম, শিবনাম পরম ব্রহ্ম—তা ঠাকুরটীতো নিজের মুখে বলেছেন। তবে সে নামে শ্রদ্ধা তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না। যদি কোনরূপে সকাম নিষ্কাম যে কোন ভাবে শিবের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বলবতী হয়, আশুতোষ সত্বর ফল দান করেন। একটী সত্য ঘটনা বলি শোন—

মধুপুরের কাছেতে তেতেরিয়া গ্রামে একটী ব্রাহ্মণ যুবকের অম্লশূল হয়। তিনি নানারূপ চিকিৎসা করান কোন ফল হয় না—তখন জীবনে হতাশ হয়ে যুবক শিবের কাছে হত্যা দেন, পরে ঠাকুর আর স্থির থাকতে না পেয়ে দর্শন দান করে ঔষধ প্রদান করেন। কঠিন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত একান্ত শরণাগত ভক্তগণকে ঔষধদানের কথা অনেক স্থানেই অনেকের মুখেই শুন্‌তে পাওয়া যায়। শিব আশুতোষ —মাত্র শিব নাম যে জপ কর্‌বে সে কৃতার্থ হবেই। বল—

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

মুক্তালঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গমিন্দু গঙ্গাধরং হরং।
ধ্যায়েৎ কল্পতরো মূলে সমাসীনং সহোময়া॥
সর্ব্বাণি শিবনামানি মোক্ষদান্যেব সর্ব্বদা।
তেষ্বপ্যত্যুত্তমং নাম শিবেতি ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্॥ শিবরহস্য

সমস্ত শিব নাম সতত মোক্ষদায়ক, তার মধ্যে শিব এই ব্রহ্ম আখ্যাত নামটী অতি উত্তম।

ব্রহ্ম কি?

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৮ম অনুবাক।

ওম্ ইহা ব্রহ্ম—চরাচর যা কিছু সব ওম্।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ ভবিষ্যদিতি।

সর্ব্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥১

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ॥

—ওম্ এই অক্ষরটী এই সমস্তই। তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যা কিছু সব ওঙ্কার—ত্রিকালের অতীত অন্য যা কিছু সব ওঙ্কারই।

সর্ব্বহ্যেতদ্ ব্রহ্ম। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

—এই সমস্তই ব্রহ্ম।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। নারায়ণোপনিষৎ।

—ওম্ এইটী একাক্ষর ব্রহ্ম

ওমিত্যেতদক্ষর মিদং সর্ব্বম্। নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিন্যুপনিষদ্।

—ওন্ এই অক্ষরটী এই সমস্ত

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং সর্ব্ব মুমুক্ষুভিঃ। ধ্যানবিন্দুপনিষৎ।

—ওম্ এই একাক্ষর ব্রহ্ম মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম॥ সূর্য্যোপনিষৎ।

ওমিত্যেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম। তার সারোপনিষৎ।

—ওন্ এই অক্ষরটী পরং ব্রহ্ম

এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্। হরিবংশ।

—প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণের ওন্ই পরমব্রহ্ম।

বুঝ্লে ওম্ই ব্রহ্ম—ওন্ই পরমব্রহ্ম—শিবনাম এবং ওঙ্কার অভিন্ন—শিব শিব জপ কর্তে কর্তে মানুষের মন যখন অন্তর্মুখ হয়ে যায় তখন ওঙ্কারকে পায়।

শিব নামই ব্রহ্ম মানে—ওঙ্কার, এই শিব নাম অবলম্বন কর্লেই মানুষ ভোগ মোক্ষ যা চায় তাই পায়—কেমন?

হাঁ—

শিব নাম সমবস্তু ন দৃষ্টং ক্কাপি ন স্মৃতম্।
গলরত্ন মিদং নূনং নাম রত্নমনুত্তমম্॥ শিবরহস্যে

—শিব নামের সমান বস্তু কোথাও দেখিনি—কোথাও স্মরণের বিষয় হয়নি—এই অত্যুত্তম নামরত্ন গলরত্ন, রত্নের মত গলায় ধারণ যোগ্য।

নিত্যং কণ্ঠে ধৃতো যেন শিবনাম মহামণিং।
সনীল কণ্ঠোভূত্বান্তে নীলকণ্ঠে বিলীয়তে॥ শিবরহস্য

—যে ভক্ত এই শিবনাম মহামণি নিত্য কণ্ঠে ধারণ করেন—অনুক্ষণ শিব শিব শিব নাম যাঁর জিহ্বায় উচ্চারিত হয়—তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে অন্তে নীলকণ্ঠে বিলীন হন।

মানুষ এই দেহেই নীলকণ্ঠ মানে শিব হয়?

তা হবে না কেন—সবই তো শিব—স্থূল দেহও শিবের। দেহ আত্মাও শিবের দেহ। মানুষ অজ্ঞানবশে "আমার দেহ" বলে। "অহং" এই সংসার রচনা করে, শিব শিব কর্তে কর্তে যখন অহং গলে যায় তখন শিবই হয়ে যায়। "অহং" "মম" আমি আমারই তো সংসার বৃক্ষের বীজ।

সাদরং ভস্ম দিগ্ধাঙ্গোবদেচ্ছিবশিবেতি যঃ।
স সংসারবিনির্মুক্তো ভবত্যেব ন সংশয়॥ শিবরহস্য

—আদরের সহিত অঙ্গে ভস্ম লেপন করে যিনি শিব শিব বলেন তিনি সংসার হতে বিশেষরূপে মুক্ত হন—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

গায়ে ছাই মাখ্‌তে হয়?

শিব ভক্তের ছাই মাখ্‌তে হয়। ঠাকুরটী আমার সকল বাসনায় সকল ঐশ্বর্য্যে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছাই করে সেই ছাই মেখে শ্মশানে বাস করেন। তাঁর ভক্তগণও ছাই মাখেন।

আচ্ছা, যে শিবভক্তগণ সব ত্যাগ করে শিব নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ান তাঁদের মৃত্যুকালে কে নাম শোনায়?

শিবই শোনান, শিবের যে আশ্রয় গ্রহণ করে তার কি কোন ভাবনা থাকে—শিব তার যোগক্ষেম—যা আছে তা রক্ষা করেন, যা নাই তা এনে দেন।

শিব বলেছেন—

মদ্ভক্তান্ বিমলান্ দৃষ্ট্বা মরণাসন্নজীবনান্।
মমৈবাঙ্কে সংনিবেশ্য শিবেত্যুপদিশাম্যহম্॥ শিবরহস্য

আসন্নমৃত্যু আমার বিমল ভক্তগণকে দেখে আমি আমার কোলে নিয়ে "শিব" এই নাম উপদেশ করি। যখন সব ছেড়ে ভক্ত একান্ত-ভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর পেছু পেছু বেড়ান। চোখ বুজে ছুটলেও কোন চিন্তা নাই তিনি রক্ষা করেন।

শিবেতি নাম বিমলং যদাদাবুক্তমাদরাৎ।
তেনৈবাখিলপাপানি নষ্টান্যত্র ন সংশয়ঃ॥ শিবরহস্য

—প্রথমে যে সাদরে "শিব" এই বিমল নাম উচ্চারণ করেছে তার দ্বারা তার অখিল পাপ নষ্ট হয়ে গেছে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পাপ নষ্ট হয়েছে কি করে বোঝা যায়?

যিনি নিষ্পাপ তাঁর আর জগতের কোন ভোগ্য দ্রব্য ভাল লাগে না, "অবসব বিষসম লাগই" সমস্ত বিষের মত বোধ হয়।

তা হলেও তো বিপদ, সমস্ত বস্তুই তাঁকে বিষের জ্বালা প্রদান যদি করে তাহলে তিনি শান্তি কি করে লাভ করেন?

জাগতিক পদার্থ ততক্ষণ দুঃখ প্রদান করে যতক্ষণ তা ভোগ্য বলে মনে হয়। শিব শিব কর্তে কর্তে জগৎ শিবময় হয়ে যায়, ভোগ্য আর থাকে না, উপাস্য হয়ে যায়। অন্ন বল—জল বল—বাতাস বল—যা কিছু বল উপাস্য বলে অনুভব হয়, তখন বিষয় জ্বালা দেয় না—আনন্দই প্রদান করে।

যা কিছু সবই শিব?

হাঁ শিবের অষ্ট মূর্ত্তির কথা শোনো।

বল—

সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। এক শিবই ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম যজমান চন্দ্র সূর্য্য সব সেজে লীলা কর্‌ছেন।

পাপী তাপীকে কি শিব দয়া করেন?

নিশ্চয়ই—

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যুক্তোবা সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বং নুদতি তৎপাপং ভাবয়ঞ্ছিবমাত্মনা॥ মহাভারত

সমস্তলক্ষণহীন অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত ব্যক্তিগণ-ও মনের দ্বারা শিবকে ভেবে সেই নিখিল পাপ ক্ষয় করে ফেলে। হাঁ ছাই হল শিব-ভক্তগণের কবচ।

যতো বিভূতিকবচাঃ শিবনামাস্ত্রপাণয়ঃ।
চত্বার এব যামীয়ৈশ্চক্রুর্যুদ্ধং পুরামুদা॥ শিবরহস্য

—পূর্ব্বে বিভূতি কবচ শিবনাম অস্ত্রধারী চারিজন শিবভক্ত যমদূত-গণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

বিভূতিবজ্রকবচৈর্মন্নামশরপাণিভিঃ।
বিজয়ঃ সর্ব্বতো লভ্যো ন তেষাং দৃশ্যতে ভয়ন্॥ শিবরহস্য

শিব বল্‌ছেন—যারা বিভূতি রূপ বজ্র কবচ ও আমার নাম শর হাতে ধারণ করেছে তারা সর্ব্ব বিষয়ে বিজয় লাভ কর্‌বে, তাদের কোন স্থানেও ভয় দেখি না।

ছাই হল শিব ভক্তের বজ্র কবচ—

হাঁ গায়ে ছাই মাখ্‌লে ভোগ সকল দূর থেকেই পলায়ন করে, মন আর ভোগের দিকে ছুটে না।

আচ্ছা শিবের অনুচর তো ভূত! শিব শিব করে শেষে দেহান্তে মানুষ ভূত হয়ে যায় তো!

না তা নয়—মুক্তিকামী মুক্তি লাভ করে। প্রমথগণই কি কম!

যে কেঽপি প্রমথাঃ শুদ্ধাঃ শিবনামামৃতাশনাঃ।
ইন্দ্রাদ্যর্চ্চিতপাদাব্জা বসন্তি শিবসন্নিধৌ॥ শিবরহস্য

শিব নাম অমৃত পান কারী শুদ্ধ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পাদপদ্ম যে কোন প্রমথগণ শিবের নিকটে বাস করে। প্রমথ হওয়াও ভাগেক্সর কথা। বল—

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

———

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

গৌরীকরাম্বুজন্যস্ত স্বর্ণ শৈল শরাসনম্।
ইষুহস্তং রথারূঢ়ং নরনারী তনুংস্মরেৎ ॥ ,
যস্য কস্যাপি বা জন্তোর্ম্মরণে সমুপস্থিতে।
কাশ্যাং শিব শিবেত্যেতন্নামৈবোপদিশাম্যহম্॥ শিবরহস্য

কাশীধামে যে কোন প্রাণীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে আমি শিব শিব এই নাম উপদেশ করি।

শিব স্বয়ং শিব নাম দান করেন ?

হাঁ শিব যে সকলের গুরু।

আচ্ছা কাশীধামের খুব মহিমা, কাশীতে শিব সর্ব্বদা থাকেন—কেমন ?

হাঁ কাশী হল শিবের রাজধানী, মা অন্নপূর্ণার সহিত বাবা বিশ্বনাথ নিয়ত তথায় বাস করেন।

আচ্ছা কাশীতে বিশ্বনাথ, শ্রীরঙ্গে রঙ্গনাথ, পুরীতে জগন্নাথ, তারকেশ্বরে তারকনাথ, ওঙ্কারেশ্বরে ওঙ্কারনাথ ইত্যাদি তীর্থক্ষেত্রে যে সব ঠাকুর আছেন এঁদের কি বলে ?

এঁদের নাম অর্চ্চাবতার। যেমন মৎস্যকূর্ম্ম রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার তেমনি এঁরাও অবতার। রামকৃষ্ণ আদি অবতারি দেহ পরিগ্রহ করে কিছুকাল জীবকুলকে উদ্ধার করেন, আর এই অর্চ্চাবতার-সকল প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করত কোটি কোটি পাপী তাপী উদ্ধার করেন। এঁদের দর্শনে স্পর্শনে নামশ্রবণে কীর্ত্তনে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

কাশীধামের খুব মহিমা—নয় ?

সে কথা আর বল্‌তে।

মোক্ষং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা সংসারং চাতিভীষণম্।
অশ্মনা চরণৌ হত্বা কালমত্র প্রতীক্ষয়েৎ॥ কাশীখণ্ড।

—মোক্ষ সুদুর্লভ, সংসার অতিভীষণ জেনে পাথর দিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে কাশীতে মরণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বে।

কাশী-নামের এমন মহিমা, অন্যত্র থেকেও যদি কেউ সতত কাশী কাশী জপ করে তার সুমুখে মুক্তি প্রকাশিত হয়।

কাশী কাশীতি কাশীতি জপতো যস্য সংস্থিতিঃ।
অন্যত্রাপি সতস্তস্য পুরো মুক্তি প্রকাশতে॥ কাশীখণ্ড।
গর্ভরক্ষামণিমন্ত্রঃ কাশীবর্ণদ্বয়াত্মকঃ।
যস্য কণ্ঠে সদাতিষ্ঠেৎ তস্যা কুশলং কুতঃ॥ কাশীখণ্ড। ৬৪ অঃ

—কাশী এই বর্ণদ্বয়াত্মক গর্ভরক্ষা মণি মন্ত্র যাঁর কণ্ঠে সর্ব্বদা অবস্থান করে তাঁর অমঙ্গল কোথায়! অমঙ্গল তাঁর ত্রিসীমানায় আস্‌তে পারে না। তিনি জীবনে মরণে মঙ্গলময় হয়ে থাকেন।

সুধাং পিবতি যো নিত্যং কাশীবর্ণদ্বয়াত্মিকাং।
সনৈর্জ্জরী দশাং হিত্বা সুধৈব পরিজায়তে॥ কাশীখণ্ড।

—কাশীবর্ণদ্বয়াত্মিকা সুধা যিনি নিত্য পান করেন তিনি দেবত্ব ত্যাগ করে সুধাই হয়ে যান।

কাশী নাম জপের এত ফল?

হাঁ, সাধনার অবলম্বন চারিটী—নাম, রূপ, লীলা, ধাম। প্রত্যেকটীরই মুক্তিদান করবার শক্তি যথেষ্ট আছে। আপনার অভিরুচি মত যে কোন একটী গ্রহণ করলেই মানুষ শান্তি লাভ করে। শেষ অবলম্বন ধাম। অন্য কোন সাধন ভজন না করে মাত্র যদি কেউ আমরণ ধামে পড়ে থাকে

তাতেই সে কৃতার্থ হয়। কাশীনাম উচ্চারণ তো দূরের কথা, কর্ণামৃত কাশীনাম যদি শোনে তাহলে তাকে আর পুনর্জন্মের কথা শুনতে হয় না।

শ্রুতং কর্ণামৃতং যেন কাশী ত্যক্ষরযুগ্মকম্।
নসমা কর্ণয়ত্যেব স পুন গর্ভজাৎ কথাম্॥ কাশীখণ্ড।

কিছু মনে করো না, আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—যদি মহাপাপী শিবনাম জপ করে তাকে কি শিব কৃপা করেন?

তাতে কোন সংশয় নাই। আশুতোষ আমার কৃপা করবার জন্য সতত উদ্‌যুক্ত হয়ে আছেন—শুধু চাইবার অপেক্ষা।

দ্বিজো হত্বাচ ভূতানি ভুক্ত্বা দ্যান্যায়তোঽপিবা।
শিবমেকং সকৃৎ স্মৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

শিবসর্ব্বস্বে।

দ্বিজ ভূতসকলকে হনন ও যথেচ্ছ ভোজন করেও একবার শিবকে স্মরণ করে সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়।

একবার শিবকে স্মরণ করে সর্ব্বপাপ হতে মানুষ মুক্ত হয়—একথা কবে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো?

বিশ্বাস না কর্‌তে পার্‌লেও ক্ষতি নাই—নাম আপনার শক্তি দেখাবেনই।

ব্রহ্মহা বা সুরাপাবা স্তেয়ীবা গুরুতল্পগঃ।
অন্তকালে শিবং স্মৃত্বা সাযুজ্যমাপ্নুয়ান্নরঃ॥ আদিত্যপুরাণ।

ব্রহ্ম হত্যাকারী বা সুরাপায়ী স্বর্ণাপহর্ত্তা কিংবা গুরুপত্নীগামী নরও অন্তকালে শিবকে স্মরণ করে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে।

পাপীদের অন্তকালে কি শিবের স্মরণ করার ক্ষমতা থাকে?

যদি কোন পূর্ব্ব সুকৃতের বশে মরণকালে শিবকে স্মরণ করতে পারে তার মুক্তিলাভ অনিবার্য্য। সর্ব্বদা নাম করার কথা শাস্ত্র ও সাধুগণ বার বার বলেন, তার কারণ আর কিছু নয়, সতত স্মরণ অভ্যাস হলে মরণ কালে স্মরণ স্বতই হবে।

শিব শিব শিব চেতি ব্যাহরন্ যস্ত্রিবারং
ত্যজতি নিজতনুর্যঃ স্বায়ুষোঽন্ত্যক্ষণেঽসৌ।
ভবতি ননু ভবস্য চ্ছেদকঃ পূর্ব্ব শব্দো
ন ভবতি ইতরৌ তৌ কল্পিতান্যোপকারৌ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

আপনার মরণকালে যে ব্যক্তি শিব শিব শিব এই নাম তিনবার উচ্চারণ করে স্বকীয় দেহ ত্যাগ করে তার উচ্চারিত প্রথম শিব নামটী তাকে সংসার সাগর উত্তীর্ণ করে দেন, শেষের দুটী শিব নাম অন্য কোন উপকার সম্পাদন করতে পারেন না। দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ, রসনা স্ববশে আছে, কেবল জপকর শিব শিব শিব, উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে বল শিব শিব।

নিত্যং শিবেতি মন্ত্রেণ পূজয়স্ব সদাশিবং।
নৈতস্মাদুত্তমো মন্ত্রঃ শ্রেষ্ঠো বেদেষ্বপি ধ্রুবম্॥ শিবরহস্য।

—নিত্য শিব এই মন্ত্রে সদা শিবকে পূজাকর, চতুর্বেদেও এ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম মন্ত্র আর নাই, এতে সংশয় নাই।

অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! শিব শিব শিব! বল—বল তুমি শিবমহিমা—আরও বল।

যে শিব শিব জপ করে একবার শিবনাম উচ্চারণে অখিল পাপ নষ্ট হয়ে যায়—

তদনন্তরমুক্তং যচ্ছিব নামাভিধং প্রিয়ে।
মুক্তিদন্তদ্ভবত্যেব মা কুর্ব্বন্তত্র সংশয়ঃ॥ শিবসর্ব্বস্ব

তারপর যে শিবনাম সে উচ্চারণ করে তা তাকে মুক্তিদান করে থাকে, এতে কোন সংশয় নাই।

যস্যাসং শিবনাম কেবলমিদং প্রাত স্তরাংগায়তি।
তেনাহোস্বিদথর্ব্ব বেদ সহিতা বেদা অধীতাস্তদা॥
পাপন্যাস্ত লয়ং প্রয়ান্তি তপনে প্রাপ্তোহদ্রৌ যথা।
সত্বস্ত্বন্ধ তমাংসি তচ্ছিব শিবে তুচ্চৈ স্তরাং কীর্ত্তয়েৎ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

—যাঁর মুখ প্রাতে কেবল এই শিবনাম গান করে তৎক্ষণাৎ তাঁর অথর্ব্ববেদের সহিত ঋক যজুঃ সাম বেদ অধ্যয়ন করা হয়। যেমন সূর্য্যোদয়াচলে উদিত হলে সত্ব অন্ধকার সকল লয়প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ শিব নাম উচ্চারণে নিখিল পাপ সত্বর বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই শিবনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর।

চতুর্ব্বেদ পাঠের ফল শিব শিব কীর্ত্তন কর্‌লে হয়—তবে লোক বেদ পড়ে কেন?

বেদ পড়ে—নামে শ্রদ্ধা আনবার জন্য। কোনটী কি অবলম্বন কর্‌লে আমি কৃতার্থ হব তাই জানবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র পাঠ কর্‌তে হয়। শাস্ত্র সহায়ে জ্ঞেয়টি জেনে শাস্ত্র ত্যাগ করে। সেইটী ধরে রাখতে হয়। মানুষ ডুবে একটী ধরে, যেখানকার শাস্ত্র সেইখানেই পড়ে থাকে। শিব শিব জপ কর্‌তে কর্‌তে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপস্থিত হয়ে পরমানন্দে প্রাণ রমণের সহিত রমণ কর্‌তে থাকে।

শাস্ত্রের প্রয়োজন তাহলে কেবল সাধ্যবস্তুকে জেনে নেওয়া?

হাঁ। সেই শিবনামই একমাত্র অবলম্বনের বস্তু—এইটী জেনে নিয়ে অবিরাম শিবনাম জপ কর্‌তে কর্‌তে চিত্ত যখন বিষয়-বাসনা হতে মুক্ত হয় তখনই পরমানন্দ লাভ করে।

স্বভাবস্বরূপং ব্রহ্ম স্বভাবাদেব গম্যতে।
যদান্তর্মুখমায়াতং চিত্তং বিষয়বিচ্যুতম্॥ সূতসংহিতা।

—বিষয় বিচ্যুত চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয় তখন স্বভাবস্বরূপ ব্রহ্ম স্বভাবতই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর কোন সাধন ভজন যোগ যাগ তপস্যা কিছু করতে হবে না, কেবল জপ কর—শিব শিব শিব।

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

সপ্তম উচ্ছ্বাস

বিশ্বতঃপাণি পাদাঙ্গং বিশ্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্ ।
জ্বলন্তংবিশ্বমাবৃত্য তেজোরাশিং শিবং স্মরেৎ ॥

ব্রহ্ম কে ?

ব্রহ্ম শিব,—

যৎ পরঃ ব্রহ্ম স একো যঃ একঃ স রুদ্রো যো রুদ্রঃ
স ঈশানো য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ ।

অথর্ব্ব শিবোপনিষৎ ।

—যিনি পরং ব্রহ্ম তিনি এক, যিনি এক তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনি ঈশান, যিনি ঈশান তিনি ভগবান মহেশ্বর ॥

কোন কোন বৈষ্ণব শিবের নামে উদ্বিগ্ন হন—বিষ্ণুর চেয়ে শিব ছোট একথা বলেন—শিবকে একটী প্রণাম কর্‌তেও চান না। শাস্ত্রে একথা আছে ?

তিনি এখনও সত্য লাভ করেন নি। ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ আদি পুরাণে বিষ্ণুকেই বড় বলা হয়েছে, শিবপুরাণ লিঙ্গপুরাণ আদিপুরাণে শিবকেই বড় বলা হয়ছে দেবী-ভাগবত দেবী-পুরাণ মহাভাগবত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতিতে দেবীকেই বড় বলা হয়েছে।

একি ব্যাপার !—এক ব্যাসদেবই তো সকল পুরাণ প্রণয়ন করেছেন—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বড় বলবার কারণ কি ?

মহাপুরুষ ব'লেছেন—পুরাণে দেবনিন্দা বা দেবতা বিশেষের

মহিমার ন্যূনতা এবং আধিক্য বর্ণনা দেখিয়া যিনি অন্তরে দুঃখিত বা আনন্দিত হন তিনি দেবতা বিশেষের ভক্ত হইলেও পুরাণের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। দেবনিন্দায় বা দেবতা বিশেষের মহিমার অপকর্ষ বর্ণনায় পুরাণের তাৎপর্য্য নহে, উপাস্যের প্রতি উপাসকের অবিচলিত ভক্তি একাগ্রনিষ্ঠা স্থাপনই পুরাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য—তাহাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়—এই কথাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিলে পাঠকের সাম্প্রদায়িকতা নিবন্ধন রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে হয় না।"...মূল লক্ষ্য এককে ধরা, তার জন্য পুরাণ বিশেষে একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম লীলা গুণ প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি যদি এক তাহ'লে এতরূপে এতনামে উপাসনা কেন করা হয়?

মূল সূত্র—বহু হব, জন্মাব। বহু হওয়ার মূল পদার্থ পাঁচটি—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দিয়ে দেহটী তৈরী হয়েছে; এই পঞ্চ তত্ত্বকে অতিক্রম করবার জন্য সাধনা করতে হয়। যার শরীরে যে তত্ত্বের আধিক্য আছে সে স্বভাবতই সেই তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভক্ত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে?

আকাশস্যাধিপোবিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী।
বায়োরগ্নি ক্ষিতেরিশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা

—বিষ্ণু আকাশতত্ত্বের অধিপতি, অগ্নিতত্ত্বের মহেশ্বরী, বায়ুতত্ত্বের অগ্নি, ক্ষিতিতত্ত্বের মহাদেব এবং জলতত্ত্বের গণপতি অধিপতি।

যোগকুশল গুরুগণ শিষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় করে মন্ত্র দেন। শিষ্য আপনার অভিমত দেবতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পুরাণ উপনিষদাদির সাহায্যে জেনে নিয়ে একাগ্রচিত্তে সাধনা কর্‌তে কর্‌তে তন্ময় হয়ে যায়। শ্রীভগবান্ সেইরূপ দর্শন দান করে বর দেন, সাধক তত্ত্বাতীত হয়ে পরম মন্ত্র লাভ করে। তখন তার আর ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

পরম মন্ত্রটি কি ?

ওঙ্কার।

যদি ওঙ্কারই পরম মন্ত্র তাহলে আগে থেকেই ওঙ্কার জপ কর্‌লেই তো হয়।

না—তা হয় না। যতদিন কামক্রোধাদি দোষে চিত্তদুষ্ট থাকে তত দিন ওঙ্কার জপে বিপরীত ফল হয়—কাম ক্রোধাদিই বেড়ে যায়। মহাভারত অনুগীতা পর্ব্বে কথিত হয়েছে প্রজাপতির মুখে উপদিষ্ট ওঙ্কার মনন করে দেবগণের দেবভাব, মহর্ষিগণের সত্ত্বভাব, অসুরগণের আসুর ভাব ও সর্পগণের দংশন প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়েছিল। ওঙ্কার ব্রহ্ম, তাঁর স্বভাব —বাড়িয়ে দেওয়া। কামী ক্রোধী ওঙ্কার জপ কর্‌লে তাদের কাম ক্রোধ বেড়ে যাবে। ইষ্টমন্ত্র অবলম্বন করে থাক্‌লেই যথাকালে নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় প্রণব আবির্ভূত হন—সাধক তত্ত্বাতীত হয়ে যান।

তাহলে যে যে-দেবতার উপাসক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যই পুরাণাদি পাঠ করতে হয়।

হাঁ। পুরাণাদিতেও যে-দেবতা যে-পুরাণের প্রতিপাদ্য তিনি স্বমুখে সবই যে এক—একথা বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলেছেন—

অহং ব্রহ্মাচ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ ॥ ৫০॥

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥ ৫১॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মারুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপক্ষ্যতি॥ ৫২॥ ৪।৭
অধ্যায়

—আমি ব্রহ্মা ও শিব আত্মেশ্বর, স্বয়ং দৃগ্ অবিশেষণ জগতের পরম কারণ স্বরূপ। সেই আমি গুণময়ী আত্মমায়া আশ্রয়ে বিশ্ব সৃজন পালন নাশ কার্য্যে তত্তৎ ক্রিয়োচিত অর্থাৎ সৃজনকর্ম্মে ব্রহ্মা—পালন ও সংহারকার্য্যে বিষ্ণু ও রুদ্র সংজ্ঞা ধারণ করি। সেই কেবল অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্মে ব্রহ্মা, রুদ্র ও ভূতসকলকে অজ্ঞ ব্যক্তিই পৃথক ভাবে দর্শন করে॥ কথা হল আপনার ইষ্টে অনন্য হতে হবে। কোন ভক্ত যদি তাঁর ইষ্ট ভিন্ন অন্য দেবতার দ্বেষ করেন তাহলে তিনি অগ্রসর হতে পার্‌বেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—এমন কি যা কিছু সব হরির শরীর বলে প্রণাম কর্‌বার কথা উপদেশ করেছেন, কুকুর চণ্ডাল গো গর্দভকে দণ্ডবৎ প্রণামের কথা বলেছেন। সেই বৈষ্ণব যদি শিবের নিন্দা বা উপেক্ষা করেন তাহলে কি হয় বুঝে দেখ। যাক্ তুমি নাম কর শিব শিব জপ কর

নমঃ শিবায়েতি সকৃজ্জপিত্বা
পাপংমহদ্‌ঘোরমুপৈতি নাশম্।
ভূম্যন্তরীক্ষাৎ পরিপূর্ণ কাষ্ঠং
স্বল্পাগ্নিনা দগ্ধমুপৈতিনাশম্॥ আদিত্য পুরাণে



—একবার "নমঃ শিবায়" এই পরম মন্ত্র জপ কর্‌লে মহদ্‌ঘোর পাপ নাশ হয়ে যায়। যেমন গগনস্পর্শী স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশিতে স্বল্পমাত্র অগ্নি সংযোগ কর্‌লে ভস্মে পরিণত হয় তদ্রূপ "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র পাপের চিহ্নমাত্র অবশেষ রাখেন না।

রসনে রচিতোঽয়মঞ্জলিস্তে
পরনিন্দাপরুষৈরলং বচোভিঃ।
নরকাবহনং নমঃ শিবায়ে
ত্যমু মাদি প্রণবং ভজস্ব মন্ত্রম্॥ ঐ

—হে রসনে! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কর্‌ছি—পরনিন্দা কর্কশ বাক্য আর উচ্চারণ করোনা, নরকান্তকারী আদি প্রণব "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র ভজনা কর।

আদি প্রণব!

হাঁ প্রণব স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্থূল প্রণব—নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষর, আর সূক্ষ্ম প্রণব—ওঁ অ উ ম নাদ বিন্দু এই পঞ্চাক্ষর।

আদি প্রণব বল্লেন কেন?

নমঃ শিবায়—এই মন্ত্র অবলম্বনে তত্ত্বাতীত হয়ে সূক্ষ্ম প্রণব লাভ হয়।

রজসা তমসা বিবর্দ্ধিতং
ক্বনু পাপং পরিতাপ দায়কম্।
ক্বচতে শিবনাম মঙ্গলং
জন জীবাতু জগদ্‌রুজা পহম্॥ কাশীখণ্ড

প্রদায়ক

—রজঃ তমোগুণ দ্বারা বিবর্দ্ধিত পরিতাপয়ক্ত পাপ কোথায় আর জগতের ব্যাধিনাশক জনগণের জীবনের ঔষধ—মঙ্গলময় তোমার শিব নাম।

যদি জাতু চিদন্ধকদ্বিষ
স্তবনামৌষ্ঠপুটাদ্‌বিনিঃশ্রুতম্।
শিব শঙ্কর চন্দ্রশেখরে
ত্যসকৃত্তস্ত ন সংসৃতি পুনঃ॥

—যদি কখন কারো অন্ধক রিপু শিব শঙ্কর চন্দ্রশেখর এই তোমার নাম বরাবর ওষ্ঠপুট হতে বিগলিত হয় তাহলে তার আর সংসারে আসতে হয় না।

শিবনাম কখন জপ কর্‌তে হয়?

সর্ব্বদা—একটী নিশ্বাস যেন ব্যর্থ না হয়। এতো আর সহজ কথা নয়। এইজন্য প্রথমে অভ্যাস কর্‌তে হয়

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
শিবেতি কীর্ত্তয়ন্ সর্ব্বৈঃ পাতকৈস্তু বিমুচ্যতে॥

সূতসংহিতায়াং

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে শুচি ও সমাহিত হয়ে শিব শিব এই নাম কীর্ত্তন কর্‌লে সমস্ত পাতক হতে বিমুক্ত হয়। বল—

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব, শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

অষ্টম উচ্ছ্বাস

জটাভির্লম্বমানাভির্নৃত্যন্তমভয়প্রদম্।
দেবং শুচিস্মিতং ধ্যায়েদ্ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিতম্।
ভীতং যঃ কলিলাৎ ত্রিযন্বক গিরৌ পুণ্যেঽবিমুক্তেঽনঘে
ক্রন্দেন্নাম দিবা নিশং স্মররিপোঃ সন্ত্যক্তসঙ্গংসুধীঃ।
নামোচ্চৈঃ প্রবরং শিবস্য কথিতং সংসিদ্ধয়ে সর্ব্বদা
যচ্ছোত্রশ্রবণং প্রবিশ্য সহসা সংসার-বন্ধং হরেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

—যে সুধী ব্যক্তি গহন সংসার ভয়ে ভীত সে পবিত্র কৈলাসে অথবা পাপহীন কাশীধামে সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করে দিবানিশি মদনারির নাম গান করবে। শিবের নাম উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা কীর্ত্তন সম্যক্ সিদ্ধির জন্য হয়—যা সহসা শ্রবণে প্রবেশ করে সংসার বন্ধন নাশ করে দেয়।

উৎসৃজ্যাপি তপোব্রতং হৃদি শিবং ধ্যায়ন্ সদা কীর্ত্তয়েদ্
বিশ্বেশ ত্রিপুরান্তকেশ্বর শিবেত্যাধায়, মুর্দ্ধ্যঞ্জলিম্॥ ঐ

—ব্রত এবং তপস্যা ত্যাগকরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক হৃদয়ে শিবকে ধ্যান করে সর্ব্বদা বিশ্বেশ ত্রিপুরান্তক ঈশ্বর শিব এই নাম সকল কীর্ত্তন করবে।

ব্রত তপস্যা আদি না করে সতত যদি কেউ শিবনাম কীর্ত্তন করে তাহলে সে কি কৃতার্থ হতে পারে?

তাতে কি আর সন্দেহ আছে ? সকলের লক্ষ্য সেই সে একটীকে লাভ করা।

সে একটী কি ?

ওঙ্কার।

নচিকেতা যমকে বলেছিলেন ধর্ম্ম হতে অন্য, অধর্ম্ম হতে ভিন্ন, কার্য্য কারণ হতে পৃথক, অতীত ও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হতে পৃথক্ আপনি যা দেখছেন আমায় তা বলুন।

যম বল্লেন—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি
ওমিত্যেতৎ ॥ কঠ ১।২।১৫

—বেদ সকল যে প্রাপ্য বস্তুটীকে সুন্দররূপে প্রতিপাদন করেন এবং সমস্ত তপস্যা যাহা অর্থাৎ যাকে প্রাপ্ত হবার উপায় বলে, যাঁকে ইচ্ছা করে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তোমায় আমি সেই প্রাপ্তব্য বাঞ্ছিত-তম বস্তুটী সংক্ষেপে বল্‌ছি—ইহা "ওম্"।

শিব নাম মহিমা বস।

শিবেতি বাচং যো নিত্যং চণ্ডালোঽপি বদেদ্ধরিং।
সহ তেন বদেদ্‌বাচং সহ তেন বসেৎ সদা ॥ বশিষ্ঠলৈঙ্গে

—শিব এই নাম যে কীর্ত্তন করে সে যদি চণ্ডালও হয় তাহলে তার সঙ্গে কথোপকথন কর্‌বে—তরে সঙ্গে বাস কর্‌বে।

শিব নামকারী চণ্ডালের সঙ্গে বাস কর্‌বার বিধান দিলেন ?
বিধান দিলেন না, শিব নামের প্রশংসা কর্‌লেন,
শিব নামের এমন সামর্থ্য যে চণ্ডালকে পবিত্র করে দেয়।

মহাপাতকবিচ্ছিত্ত্যৈ শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ং
অলংনমস্ক্রিয়াযুক্তো মুক্তয়ে কল্পিতোমন্ত্রঃ ॥

ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে।

—মহাপাতক নষ্ট কর্‌তে শিব এই অক্ষর দুইটীই যথেষ্ট ; যদি তাতে নমঃ এই ক্রিয়াপদ যুক্ত করা যায় তাহলে একটী মুক্তিমন্ত্ররূপে কল্পিত হয়।

শিবনাম পবিত্রা বাক্ নিরগাত্ কলুষহারিণী।
শিবনাম স্মরণঞ্চ মদীয় মপি পাতকম্ ॥
মন্দীভূতং ততস্তেন প্রবেশং লব্ধবানহম্ ॥ কাশীখণ্ডে

—'শিব' এই নাম জপের দ্বারা পবিত্রাবাণী পাপ নষ্ট করে দেন, শিব নাম স্মরণও পাপ হারক শিবনামের প্রভাবে আমারও পাপ মন্দীভূত হল আমি প্রবেশ কর্‌লাম। একবারও যে শিব এই নাম উচ্চারণ করে সেও কৃতার্থ হয়।

একং নাম শিবস্য জাতু কথয়ন্ শৃণ্বংস্তথান্ত্যক্ষণে।
রুদ্রত্বং সমুপৈতি নেষ্যতি পুনর্মাতুশ্চ গর্ভেক্ষণম্।

পাপৈ র্জন্মশতার্জ্জিতৈরপি ভদামুক্তোমুখং ভৈরবং
নাবেক্ষেদ্ যমকিঙ্করস্য সহসা রৌদ্রগণৈঃ সংবৃতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥

—কেহ কখন যদি শিবের একটী নাম উচ্চারণ করে অথবা শোনে তৎক্ষণাৎ রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—আর তাকে মাতৃগর্ভ দর্শন করতে হয় না, শত জন্মার্জ্জিত পাপ হতে তখনি মুক্ত হয়ে যায়। সহসা রুদ্রগণ তাকে পরিবেষ্টন করে রক্ষা করেন, যমদূতের ভীষণ মুখ আর তাকে দেখ্‌তে হয় না।

আহা কবে আমার জিহ্বা সর্ব্বদা শিব শিব নাম ঘোষণা করবে! অপূর্ব্ব শিবনামের মাহাত্ম্য শুনে আমি ধন্য হলাম। তুমি শিবনামের মহিমা আরও বল। অনন্ত অনন্তকাল ধরে যদি শিবনামের মহিমা কেহ কীর্ত্তন করেন তাহলেও তিনি মহিমার পারে যেতে পার্‌বেন না। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কতটুকু জানি।

যন্নাম সঙ্কীর্ত্তনমেকমেব
বিনাশয়ত্যাশু মহাঘ সঙ্ঘম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম॥ শিবরহস্যে

—যাঁর একমাত্র নাম সকীর্ত্তনই সত্বর মহাপাপ সকল বিনাশ করে, যিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম পীযূষমপীয়মানং
ভবন্তি সংসার সমুদ্রমগ্নাঃ।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নামামৃত পান না করে লোকসকল সংসার সমুদ্রে মগ্ন হয় সেই ব্রহ্ম ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

মানুষকে ততক্ষণ ভাব্‌তে হয় যতক্ষণ না তাঁর শরণাগত হয়।

তবাস্মীতিবদন্ বাচা তথৈব মনসা স্মরন্।
তৎস্থানমাশ্রিত তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥
হরিভক্তি বিলাস

—"তবাস্মি" তোমার আমি—বাক্যের দ্বারা বলে, মনের দ্বারা তাহা স্মরণ করে, দেহের দ্বারা তাঁর ধাম আশ্রয় করত শরণাগত পরমানন্দ লাভ করে।

আচ্ছা বৈষ্ণবগণ কি শিবপূজা শিবনাম করেন?

নিশ্চয়ই করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন।

সকৃৎ যে জন বলে শিব হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্বতান্॥
সেইক্ষণে সর্ব্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥

হেন শিবনাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেইজন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয়॥
যদ্‌দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ।

শ্রীমদ্ভা। ৪।৪।১৪

শ্রীভগবতী দেবী স্বপিতা দক্ষের শিবনিন্দায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতেছেন—যাঁহার দুই অক্ষর সমুদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ শিবনাম একবার মাত্র বাক্যের দ্বারা উচ্চারিত হইয়াও মানব সমূহের সমস্ত পাপ শীঘ্রই ধ্বংস করে, যাঁহার কীর্ত্তি কলাপ পরম পবিত্র এবং যাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় আপনি সেই শিবের দ্বেষ করিতেছেন, অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গল স্বরূপ"

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যেনা পূজে সেবা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ময়ি॥

—যে আমার পরম ভক্ত শিবের সম্যক পূজা না করে, সাক্ষাৎপাপ স্বরূপ সেই পুরুষ কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে।

অতএব সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্বদেবে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৪ অধ্যায়

—বৈষ্ণব তাহলে আগে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে তারপর শিবের পূজা কর্‌বেন।

হাঁ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এইকথা বলেছেন। তুমি বল—অবিরাম বল।

শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব।
শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব, শিব শিব॥

নবম উচ্ছ্বাস

পিণাকপাণি ভূতেশ মুদ্যৎ সূর্য্যাযুত দ্যুতিম্।
ভূষিতং ভূজসে ধ্যায়েৎ কণ্ঠে কালকপর্দ্দিনম্॥
যন্নাম মন্ত্রোচ্চারণেন সদ্যো
ধন্যা ভবন্ত্যেব হি পাপিনোঽপি।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ শিবরহস্য

—যাঁর নাম মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই পাপিগণও তৎক্ষণাৎ ধন্য হয়, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নামদেহক্ষয়-পূর্ব্বকালে-
স্মৃতং দদাত্যেব হি মোক্ষমেকম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নাম মরণের সময় স্মৃত হলে একমাত্র মোক্ষই দান করে, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম তত্ত্বং নহি বেদ বেদোঽ
প্যনন্তশাখঃ সকলস্বরূপম্।

তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—সকলস্বরূপ অনন্ত-শাখা-বেদও যার নামতত্ত্ব জানেন না সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের বন্দনীয় জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম সংসার-মহাসমুদ্র
বিদ্রাবকং সর্ব্বভয়াপহারী।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥

—যাঁর নাম সংসার মহাসমুদ্র দূর করে দেন, সকল ভয় অপহরণ করেন সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

কি বলে শরণ নিতে হয়?

অহমস্ম্যপরাধানামালয়োঽকিঞ্চনোঽগতিঃ।
ত্বমেবোপায়ভূতো মে ভবেতি প্রার্থনা মতিঃ॥
শরণাগতিরিতুক্তা সা দেবেঽস্মিন্ প্রযুজ্যতাম্॥
অহির্বুধ্ন সংহিতা

—আমি অপরাধের আলয় অকিঞ্চন, আমার কিছু নাই, তুমিই আমার উপায়ভূত হও—এই প্রার্থনার নাম শরণাগতি।

শ্রীগীতায় বলেছেন—

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪।১৫ অঃ

—যাঁহা হতে অনাদি পুরাতনী সংসার প্রবাহ নিঃসৃত হয়েছে আমি সেই একমাত্র আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত হয়েছে—

তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬।১৮

—আমি মুক্তি মাত্র কামনা করে আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করি।

আত্মবুদ্ধি প্রকাশ কি ?

আমি দেহ এইটী অজ্ঞান—আমি আত্মা আমি ব্রহ্ম এই হল সংসার নাশক জ্ঞান, শরণাগতির দ্বারা ভক্ত সেই জ্ঞান লাভ করে।

আমি ব্রহ্ম এরূপ মনে করা অপরাধ নয় ?

ভগবান রামানুজ বলেছেন—জড় চেতন সবই তাঁর দেহ।

ঠিক বুঝিনা।

তোমার দেহটী তাঁর দেহ, তোমার আত্মাও তাঁর দেহ। তিনি যখন আমার আত্মার আত্মস্বরূপ, তখন অহং ব্রহ্ম এভাবে উপাসনা করে দেহাত্ম পাপ হতে মুক্ত হবে।

শ্রীভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
—জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন জীব ॥

সমুদ্রে ও তার তরঙ্গে, সূর্য্যে সূর্য্যরশ্মিতে, চন্দ্রে চন্দ্রকিরণে যেমন ভেদ নাই তেমনি জীব ঈশ্বরে ভেদ নাই, তথাপি ভগবান শঙ্কর বলেছেন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

—তোমায় আমায় যে ভেদ তা দূরীভূত হলেও—হে নাথ, তোমারই আমি এই সত্য কিন্তু—আমার তুমি হতে পারে না। যেমন—সমুদ্রের তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়।

শরণাগত ভক্ত একমাত্র ইষ্টের দিকে চেয়ে থাকেন

সরঃ সমুদ্রো নদ্যাদি সন্ত্যজ্য চাতকো যথা
তৃষিতো ম্রিয়তে বাপি যাচতে বৈ পয়োধরম্।
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজেৎ।
স্বেষ্ট দেবৌ সদা যাচ্যৌ গতিস্তৌমে ভবেদিতি॥

—সরোবর সমুদ্র নদী প্রভৃতি ত্যাগ করে তৃষিত চাতক যেমন তৃষ্ণায় মরে গেলেও মেঘের কাছেই জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ প্রযত্ন সহকারে সকল সাধন ত্যাগ করত ইষ্টদেব ও গুরুদেবের কাছেই 'তাঁরা আমার গতি হোন' এই সতত প্রার্থনা করে।

ভক্ত আর কোন দিকে চান না, ইষ্টের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

বাতৈ বিধূর্নয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভি র্ঘাতৈঃ।
ত্বদ্‌বারিবিন্দু পরিপালিত চাতকস্য
নান্যাগতি র্ভবতি বারিদ চাতকস্য ॥

—প্রবল বাতাসে অতিশয় অলোড়িত কর, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে ভয় দেখাও, অথবা করকা শিলাখণ্ড আঘাতের দ্বারা সম্যক চূর্ণ বিচূর্ণ কর তথাপি—হে বারিদ, তোমার বারিবিন্দু পরিপালিত চাতকের তো আর অন্য গতি নাই।

ভক্ত বলেন—হে প্রাণের প্রাণ হে! প্রবল বাত্যায় আমাকে অনুক্ষণ অত্যন্ত কম্পিত কর, সংসারের সাধুবাদ নিন্দাবাদ আদি ভীষণ কোলাহলে আমাকে ভয় দেখাও, অথবা লয় বিক্ষেপ ইন্দ্রিয়ের পীড়নরূপ করকাঘাতে আমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর,—তথাপি হে আমার অন্তরতম! তুমি ভিন্ন যে আমার অন্য গতি নাই।

যন্নামসঙ্কীর্ত্তনপূতজিহ্বা
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাবরজাদিপূজ্যাঃ।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্‌॥ ঐ

—যাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তনেপূত-রসনা-ভক্তগণ ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র সকল ও অন্যান্য দেব মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণের পূজনীয়, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি দেব গণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম গোকোটি সহস্রকোটি
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নাম গোকোটি সহস্র কোটি গোদানের যে পুণ্য হয় তার অধিক পুণ্য প্রদান করেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম যাগার্ব্বুদ কোটি কোটি
সহস্র পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নাম অর্ব্বুদ কোটি যাগ কোটি সহস্র পুণ্যের অধিক পুণ্য জনক, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ময় ঈশের শরণ গ্রহণ করি।

তাহলে তাঁর শরণাগত হলেই মানুষ কৃতার্থ হয়—নির্ভয় হয়। এই প্রপত্তি মার্গ অবলম্বনই মানুষের ভগবত প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়।

প্রপত্তি মার্গ কাকে বলে?

শাস্ত্রে প্রপত্তির (ভগবানে আত্মন্যাসরূপ শ্রেষ্ঠ ভক্তির) এই কয়েকটী অঙ্গ লিখিত হইয়াছে।

প্রপত্তি রানুকুল্যস্য সঙ্কল্পোঽ প্রতিকূলতা।
বিশ্বাসো বরণং ন্যাসঃ কার্পণ্যমিতি ষড়্‌বিধা॥

—প্রপত্তি ছয় প্রকার:—আনুকুল্যের সঙ্কল্প (প্রপত্তির অনুকূল সঙ্কল্পাদি); অপ্রতিকূলতা (যাহারা প্রপত্তির প্রতিকূল তাহাদের বর্জ্জন); বিশ্বাস (তুমি আমায় নিশ্চয় রক্ষা করবে, রক্ষা করা তোমার স্বভাব—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস); বরণ (শ্রীভগবানকে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয় করা); ন্যাস (শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মভাবের নিক্ষেপ); কার্পণ্য (অকিঞ্চনতা)।

শরণাগতি মানুষকে একবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়।

শরণাগত হওয়াও তো কঠিন দেখ্‌ছি!

আচ্ছা তাহলে সরল সুগম সহজ—শিব শিব জপ কর।

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব
শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব

দশম উচ্ছ্বাস

দ্রুত চামীকর প্রখ্যং শক্তিপাণিং ষড়াননম্।
ময়ূর বাহনারূঢ়ং স্কন্দরূপং শিবং স্মরেৎ॥

যন্নাম মত্তোন্নত দন্তিকোটি-
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ শিবরহস্য

—যাঁর নাম সুবৃহৎ কোটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদানের পুণ্য অপেক্ষা অত্যধিক পুণ্য প্রদায়ক সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি বিবুধবৃন্দের একমাত্র বন্দনীয় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম রত্নোত্তম কোটি কোটি
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নাম উত্তম কোটি কোটি রত্ন প্রদানের অধিক হতে অধিকতর পুণ্যজনক সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব আদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

তাহলে শরণাগত হতে পার্‌লেই মানুষ কৃতার্থ হয়।

বল বল কেমন করে শরণাগত হব?—কোথায় আমার সেই শরণাগত বৎসল শঙ্কর আছেন?

হৃদয়ে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥৬১॥ ১৮ অঃ
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২॥

—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে যন্ত্রণারূঢ় পুত্তলিকার মত ভ্রমিত করে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। হে ভারত! কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁরই শরণাগত হও, তাঁর কৃপায় পরাশান্তি এবং নিত্য পরমানন্দময় স্থান প্রাপ্ত হবে।

শ্রীভগবান্ বলেছিলেন শিব কি শ্রীভগবান্

নিশ্চয়ই

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে "শ্রীভগবানুবাচ" কথিত হয়েছে—শিব পার্ব্বতীকে বল্ছেন, অন্য পুরাণ তো দূরের কথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শিবের কথাকেই ভগবদুক্তি বলা হয়েছে। আচ্ছা আরও শোন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৬৬॥
শ্রীগীতা ১৮ অঃ

—সকল প্রকার ধর্ম্ম অধর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত

কর্‌বো। এটী শিবগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ৪৩ মন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান উদ্ধবকে শরণাগতির কথা বলেছেন।

সর্ব্বভাবের দ্বারা শরণাগত হওয়ার মানে কি ?

কায় মন ও বাক্যের দ্বারা শরণাগত হওয়া—আমি তোমার শরণাগত বলে দণ্ডবৎ প্রণাম করা—মনের দ্বারা তা চিন্তা করা। যদি কেউ মনের দ্বারা চিন্তা না কর্‌তে পারে দণ্ডবৎ প্রণাম করে "আমি তোমার শরণাগত" বল্‌লেও শরণাগত হওয়া যায়।

শ্রীভগবান রামচন্দ্র বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি যাচতে
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥ বাল্মীকি রামায়ণ

—একবার যে প্রপন্ন হয়ে 'তবাস্মি' তোমার আমি বলে শরণ গ্রহণ করে সে যে-কেহ হোক্ না তাকে অভয় দান করা আমার ব্রত।

শ্রীভগবান রামানন্দাচার্য্য এটীকে চরম মন্ত্র বলেছেন। কাম ক্রোধ মদ লোভ অহঙ্কার আদি নীচ বৃত্তি সম্পন্ন সমস্ত ভূতই ভগবৎ প্রাপ্তির বাধক। ঠাকুরটী বল্‌ছেন—আমার শরণাগত হলে আমি সেই প্রপন্নকে সর্ব্বভূত হতে অভয় দিই—এই আমার ব্রত।

আচ্ছা কৃষ্ণ কে ?

শিবই লীলা কর্‌বার জন্য কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন।

তুমি একি বল্‌ছো।

আমি বলিনি, ভগবান বেদব্যাস বলেছেন শান্তিপর্ব্ব ২৮৪ অধ্যায়ে— "তুমি কৃষ্ণাবতারে গোপ বালকগণের সহিত ক্রীড়াকালে গো সদৃশ শব্দ করিতে, এজন্য গোমর্দ্দ। গো সকলকে বিষজল হতে সম্পূর্ণরূপে

উদ্ধার কর, এই হেতু গো প্রতার ; গো বৃষেশ্বর নন্দীই তোমার বাহন। তুমি ত্রৈলক্য গোপ্তা গোবিন্দ"

আচ্ছা শরণাগতির কথা শুন—

ভগবান রামানন্দাচার্য্য বলেছেন—

প্রাপ্তুং পরাং সিদ্ধিমকিঞ্চনো জনো
দ্বিজাতিরিচ্ছচ্ছরণং হরিং ব্রজেৎ ।
পরং দয়ালুং সগুণানপেক্ষিত-
ক্রিয়াকলাপাদিকজাতিভেদম্ ॥

শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর ১২৫

—ভগবান হতে অতিরিক্ত ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়-রহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির পরম মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা করে আদি গুণের অপেক্ষা যিনি করেন না সেই পরমাত্মা হরির শরণ গ্রহণ করবে।

শরণাগতিতে সকলের অধিকার আছে ?

হাঁ শাস্ত্রান্তরে আছে—

প্রাপ্তুমিচ্ছন্ পরাং সিদ্ধিং জনঃ সর্ব্বোঽপ্যকিঞ্চনঃ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো হরিং শরণমাশ্রয়েৎ ॥
ন জাতিভেদং ন কুলং ন লিঙ্গ ন গুণ ক্রিয়াঃ ।
ন দেশ কালৌ না বস্থাং যোগোহ্যয়মপেক্ষতে ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিশঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়শ্চান্তরাজাস্তথা ।
সর্ব্ব এব প্রপদ্যেরন্ সর্ব্বধাতারমচ্যুতম্ ॥

—অকিঞ্চন জন পরম সিদ্ধি ইচ্ছা করে উত্তম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে হরির শরণ গ্রহণ কর্‌বে। জাতি কুল লিঙ্গ গুণ ক্রিয়া দেশ কাল এই শরণাগতি যোগ কিছুই অপেক্ষা করে না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী ও অন্ত্যজ জাতি সকলেই সর্ব্ববিধাতার অচ্যুতের শরণাগত হবে।

শ্রী ভগবান রামানন্দাচার্য্য বলেছেন—

সর্ব্বে প্রপত্তেরধিকারিণঃ সদা
শক্তা অশক্তা অপি নিত্যরঙ্গিণঃ।
অপেক্ষতে তত্র কুলং বলঞ্চনো
ন চাপি কালো ন হি শুদ্ধতা চ॥ ১০০

—যেহেতু ভগবান প্রপত্তিতে কুল বল কাল শুদ্ধতার অপেক্ষা করেন না, এইহেতু সমর্থ অসমর্থ সকলেই নিত্য উদিত পরমাত্মার প্রপত্তিতে সকল সময়েই অধিকারী।

তাহলে শরণাগতিই সরল পথ—

হাঁ শরণাগত হয়ে উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে নাম কর্‌তে হয়—

বল তুমি নামের মহিমা আরও বল।

যন্নাম কল্যার্ব্বুদ কোটি কোটি
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্‌।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্‌। শিবরহস্য

—যাঁর নাম অর্বুদ কোটি কোটী কন্যাপ্রদানের পুণ্য অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য প্রদানকারী সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব আদি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় ঈশ্বরকে আশ্রয় করি।

যন্নাম শস্যাবৃত সর্ব্বপৃথ্বী
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥ ঐ

—যাঁর নাম শস্যাবৃত সমস্ত পৃথিবী দানের পুণ্য অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য প্রদান করেন সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

নীরবে থেকনা, বল—শিব শিব শিব শিব শিব শিব—

স্মর্ত্তব্যো শঙ্করো নিত্যং শংকরোতীতি শঙ্করঃ।
শংনাম নিত্যমানন্দ মনির্বাচ্য মনাময়ম্॥
সততং নাম জিহ্বাগ্রে শঙ্করেত্যস্তি যস্যসঃ।
দুঃখভাবান্তো ভবেন্নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
শিবরহস্য

—সতত শঙ্করকে স্মরণ করবে। যিনি শং অর্থাৎ নিত্য আনন্দ অনির্বচ্য অনাময় করেন তিনি শঙ্কর, যাঁর জিহ্বাগ্রে অনুক্ষণ শঙ্কর এই নাম থাকে অর্থাৎ যিনি শঙ্কর নাম উচ্চারণ করেন তাঁর কোন দুঃখ থাকে না—আমি সত্য সত্য বলছি এতে কোন সংশয় নাই।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥
প্রসঙ্গাদথবা লোভাদারয়ন্তি চ যে জনাঃ।
প্রাণ-ত্রাণকরং মন্ত্রং তে যান্তি ন যমান্তিকম্ ॥
তে চৈব সর্ব্বলোকেষু পূজ্যন্তে শিববন্নরাঃ ॥

ঈশান সংহিতায়াং

—হে শিব শঙ্কর মহাদের অম্বিকাপতি হরিকেশ বিরূপাক্ষ হর 'পাপী আমাকে রক্ষা কর' যে মানবগণ প্রসঙ্গক্রমে অথবা লোভবশে এই প্রাণত্রাণ মন্ত্র উচ্চারণ করে তারা যমালয়ে যায় না—সর্ব্বলোকে শিবের ন্থায় পূজিত হয়। বল—

শিবশঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

একাদশ উচ্ছ্বাস

দিব্যসিংহাসনাসীনং স্তূয়মানং মহর্ষিভিঃ।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সোহং সোমার্দ্ধধারিণম্।
হরো হরতি পাপানি সংসারাত্তারয়েন্নরম্।
করোতি নির্ম্মলাকারং হরনাম পরং বরম্॥ শিবরহস্য

—হর পাপসকল হরণ করেন, সংসার হতে মানবকে ত্রাণ করেন, পরম উত্তম হরনাম আকৃতি ও মনোগত ভাব নির্ম্মল করেন।

হর হর হর উচ্চারণ কর্‌লেই মানুষের আকৃতি মনোগত ভাব নির্ম্মল হয়?

কেন হবে না! হর হর হর নামে শিবকে ডাকাও হয় এবং "আমার পাপ অজ্ঞান হরণ কর" এরূপ প্রার্থনা করাও হয়।

হর হর হর শব্দমাদিতো বৈ
মুহুরভিধায় মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দঃ॥
অবদদখিলমেঘঘোষতুল্যং
সকল হিতায় নমঃ শিবায় শব্দম্॥
স্কন্দপুরাণে

—বন্দ মুনীন্দ্রগণ আদিতে সম্পূর্ণ জলধর সমান হর হর হর শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করত সকলের হিতের জন্য 'নমঃ শিবায়' শব্দ বলেন।

হর হর হর শব্দমাদিতো বৈ
মুহুরভিধায় মুণীন্দ্রবৃন্দবন্দঃ।
অপঠদখিলমেঘতুল্যঘোষং
সকল হিতায় নমঃ শিবায় মন্ত্রম্॥

সনৎকুমার সংহিতায়াং।

প্রসঙ্গাৎ কৌতুকাল্লোভাদ্ ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
হর ইত্যুচ্চরন্ মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

আদিত্যপুরাণে।

—প্রসঙ্গ, কৌতুক, লোভ, ভয়, অজ্ঞান বশেও 'হর' এই নাম উচ্চারণ করে মানব সর্ব্ব পাপ হতে বিমুক্ত হয়!

প্রসঙ্গ কি?

শিব ভক্তগণ হর হর বল্‌ছেন সেই সঙ্গে পড়ে অনিচ্ছাক্রমে হর-নাম উচ্চারণ করা, অথবা বাবা বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌তে গিয়ে ভাবের সঙ্গে হর হর হর বলা। আমোদ করে অর্থাৎ আরে হর হর কর—সব ঠিক হয়ে যাবে। অথবা দ্রব্যাদি বা প্রসাদের লোভেও হর-নাম জপ কর্‌লেও সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

অনেন যৎকৃতং পুণ্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
জানাতি ভগবানেব বিশ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ॥
ইদং পুণ্যমিতি জ্ঞাত্বা কৃতং নানেন যদ্যপি।
আহর-প্রহরেত্যাদি নাম সঙ্কীর্ত্তনং সদা॥

করোতি তেন পুণ্যেন দুষ্কৃতং ভস্মসাৎ কৃতম্।
পাপলেশোঽপি নাস্ত্যস্তি ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥
আদিত্যপুরাণে চিত্রগুপ্তবাক্যং।

—এই ব্যক্তি যে পুণ্য করেছে আমি তা বল্‌তে সমর্থ হবো না, বিশ্বব্যাপী ভগবান মহেশ্বরই জানেন। যদিও ইহা পুণ্য এজেনে এ ব্যক্তি করেনি কিন্তু আহর প্রহর ইত্যাদি নাম সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তো, সেই পুণ্যে এর পাপ ভস্ম হয়ে গেছে, লেশমাত্র পাপও এর নাই—আমি নিশ্চয় জানি।

আচ্ছা শরণাগতি কথা কি জ্ঞানিগণও বলেন?

হাঁ ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

আশ্রিতমাত্রং পুরুষং স্বাভিমুখং কর্ষতি শ্রীশঃ।
লোহমপি চুম্বকাশ্মা সম্মুখমাত্রং জড়ো যদ্বৎ॥ ২৫১॥ প্রবোধসুধাকর
অয়মুত্তমোঽধমো বা জাত্যা রূপেণ সম্পদা বয়সা।
শ্লাঘ্যো ঽশ্লাঘ্যো বেত্থং ন বেত্তি ভগবাননুগ্রহাবসরে॥২৫২॥
অন্তঃস্থ ভাব ভোক্তা ততোঽন্তরাত্মা মহামেঘঃ।
খদিরশ্চম্পক ইতি বং প্রবর্ষণে কিং বিচারয়তি॥ ২৫৩॥
যদ্যপি সর্ব্বত্র সম স্তথাপি নৃহরি স্তথার্পয়তি।
ভক্তাঃ পরমানন্দং বসয়ন্তি দয়াবলোকেন॥ ২৫৪॥
সুতরামনন্যশরণাঃ ক্ষীরাদ্যাহারমন্তরা যদ্বৎ।
কেবলয়া স্নেহদৃশা কচ্ছপতনয়াঃ প্রজীবন্তি॥ ২৫৫॥

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়ভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্॥ ২৫৬॥
তদ্বদ্ ভজতাং পুংসাং দৃগ্বাঙ্ মনসামগোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন॥ ২৫৭॥

—যেমন চুম্বক প্রস্তর ক্রিয়াহীন হইলেও নিকটস্থিত লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ মানুষ আশ্রিত হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণকে তাহার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। অন্তঃস্থ ভাবের পালক এবং অন্তরের অন্তরাত্মা ভগবান্ অনুগ্রহ করিবার সময় এই ব্যক্তি উত্তম এই ব্যক্তি অধম, সম্পত্তি জাতি রূপ বয়সে শ্লাঘ্য বা অশ্লাঘ্য এরূপ জ্ঞান করেন না। মহামেঘ বারি বর্ষণ করিবার সময়, ইহা খদির ইহা চম্পক বৃক্ষ, এই বিচার কি করিয়া থাকে? নরহরি যদ্যপি সর্ব্বত্র সমান তথাপি তিনি সেইভাবে দয়াদৃষ্টি অর্পণ করিয়া থাকেন, যাহাতে ভক্তগণ তাঁহার দয়াপূর্ণ দৃষ্টিপাতে পরমানন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন। যেমন একান্ত অনশরণ কূর্ম্ম শিশুগণ দুগ্ধাদি আহার না করিয়াও কেবল স্নেহ দৃষ্টি দ্বারা জীবিত থাকে, যদ্যপি গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের—সুধাংশুরূপে চাকোরের দৃঢ়ভাব বশতঃ আশাপূরণ করিয়া থাকে—সেইরূপ হরি, দৃষ্টি বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও অহেতুক কৃপা পূর্ব্বক ভক্তপুরুষগণের পক্ষে বিপুল সত্য আনন্দ সুধায় ফলবান হইয়া থাকেন॥

(প্রবোধ সুধাকর)

শ্রীবৈষ্ণবগণও কি শরণাগতির কথা বলেন?

নিশ্চয়ই। শ্রীভগবান যামুনাচার্য্য বলেছেন—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাং স্তচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্যং
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।

—আমি ধর্ম্ম নিষ্ঠ নই, আত্মজ্ঞানী নই, তোমার চরণ-কমলে আমি শরণ্য তোমার পাদমুলে শরণ গ্রহণ করছি।

সুন্দর শরণাগতির মন্ত্র।

আরও শোন—

অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মস্যাৎ কুরু॥

শ্রীভগবান রামানুযাচার্য্য বলেছেন—

কাকুৎস্থ শ্রীমন্ নারায়ণ অশরণশরণ অনন্যশরণ
ত্বৎপদারবিন্দযুগলং শরণমহং প্রপদ্যে।
কাকুৎস্থ শ্রীমন্ নারায়ণ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীরঙ্গনাথ মম নাথ
নমোঽস্তুতে।

তাহলে শরণাগতি ভিন্ন আর উপায় নাই?

শরণাগতিতে সকলের অধিকার। বড় সহজ সুগম পথ শরণাগতি। "আমি তোমার শরণাগত" এত বড় মন্ত্র আর নাই। "তবাস্মি" বললেই ঠাকুর আমার অভয় দেন; এই তাঁর ব্রত।

তবাস্মি তবাস্মি তবাস্মি

নাম্নাপি কল্মষচ্ছেদঃ স্মরণাদ্ বৈ বুধপদম্।
পূজনাদ্ যস্যনির্ব্বাণং তমীশং কো ন সংস্মরেৎ॥

আদিত্য পুরাণে।

—যাঁর নাম উচ্চারণের দ্বারাই পাপনাশ হয়, স্মরণে দেবত্ব লাভ ও পূজায় নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, কে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ না কর্‌বে?

যন্নাম-কীর্ত্তন-সুধারস—পানপীনো
দীনোঽপি দৈন্যমপহায় দিবং প্রয়াতি।
পশ্চাত্তুপৈতি পরমং পদমীশ তে চৈ-
তদ্ভাগ্যযোগ্যকরণং কুরু মামপীশ॥ ঐ

—হে ঈশ! তোমার নাম কীর্ত্তন সুধারস পানে প্রবৃদ্ধ দীন ব্যক্তিও দৈন্য ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করে পরে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে ঈশ! আমাকেও এইরূপ ভাগ্য-যোগ্য কর।

শ্রী ভগবান শঙ্কর নিজ মুখে বলেছেন—

আশ্চর্য্যে বা ভয়ে শোকে ক্ষুতে বা মম নাম চ।
ব্যাজেন বা স্মরেদ্ যস্তু স যাতি পরমাং গতিম্॥

শিবগীতায়াম্

—আশ্চর্য্যে, ভয়ে শোকে, ক্ষুতে (হাঁচবার কালে) আমার নাম ছল করেও যে স্মরণ করে সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো দেহান্তে যস্তু মাং স্মরেৎ।
পঞ্চাক্ষরীং বোচ্চরতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ঐ

—মহাপাপযুক্তও যে ব্যক্তি দেহান্তকালে আমাকে স্মরণ করে বা 'নমঃ শিবায়' উচ্চারণ করে, সে মুক্ত—এতে কোন সংশয় নাই।

বল—শিব শিব শিব শিব শিব শিব।

আবার বল—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

———

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস

বামেন্দু-মুকুটং দেবং তরুণাদিত্য-বিগ্রহম্ !
ধ্যায়েন্নন্দীশ্বরাকারং গণেশ্বর সমাবৃতম্ ॥

নাম কর, বল—শিব শিব শিব। যোগ যাগ তপস্যা কিছু কর্‌তে হবে না,—কেবল নাম কর।

চিত্রগুপ্তের কথা বল্লে আহর প্রহর এইভাবে শিবনাম কর্‌ছি না জেনেও নাম করার ফলে পাপীর পাপ নষ্ট হয়ে যায়। ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন আহর প্রহর করে যদি মানুষ পাপমুক্ত হয় তা হলে ভজন সাধনার প্রয়োজন কি ?

ভজন সাধন তো—জেনে নাম করা, কিন্তু নামের শক্তি এমন যে, উপায়ের কথা কিছু না জেনে কোনরকমে নাম জিহ্বাদ্বারে নির্গত হলেও তাকে পরমগতি দান করেন। স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর বলেছেন—

মৃত্যুং সমালোক্য শিবো বভাষে
মন্নাম যেষাং মরণে মুখেঽস্তি।
মচ্চেতসা মন্যধিয়াঞ্চ নাম
হীনাক্ষরং বাধিক বর্ণযুক্তম্ ॥
মমৈব লোকং প্রদদামি সত্যং
হ্যনেন নাম প্রহরেতি চোক্তম্।
প্রশব্দ মাত্রং ত্বধিকং হরেতি
গতিপ্রদং যে পদমীরয়ন্তি ॥

আবাদমূন্ বর্জ্জয়তান্নমস্ব
মদীয়বাক্যং চ যমং বদস্ব।
নতিং স্মৃতিং কীর্ত্তিমুপাস্তিমাশ্রয়ং
দাস্যঞ্চ কৈঙ্কর্য্যমথ স্তুতিং শ্রুতিম্॥
শিবস্য কুর্ব্বন্তি ন তে বিচার্য্যাঃ
পঞ্চাক্ষারোক্তিং শতরুদ্রয়োক্তিং
মন্নাম রুদ্রাক্ষ বিভূতিধারিণো
মমাগ্রতো যস্তু পুরাণবক্তা।
সর্ব্বেষু পাপেষ্বপি তেষু সৎসু
প্রশাম্যহং নৈব যমাধিকারঃ॥ পদ্মপুরাণে

—একজন ব্যাধ চিরদিন জীবহিংসা মদ্যপান অন্যান্য দুষ্কার্য্য করে জীবন যাপন কর্‌তো। ভগবান আছেন তাঁকে ডাকবার প্রয়োজন এসব কথা কোনদিন তার মনে হতো না। শিকার কর্‌তে হয়, মদ মাংস খেতে হয়, স্ফুর্ত্তি কর্‌তে হয় সে এইমাত্র জান্‌তো। আহর প্রহর আন। প্রহার কর এইটী তার মুখের বুলি ছিল। শুধু জাগ্রত অবস্থায় নয়—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে বল্‌তো "আহর প্রহর"। আহর প্রহর ভিন্ন জিহ্বা অন্য শব্দ প্রায় উচ্চারণ কর্‌তো না। তারপর সে রোগে শয্যাগত হলো, অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকতো আহর প্রহর। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হল আহর প্রহর বল্‌তে বল্‌তে দেহত্যাগ কর্‌লে করাল দ্রংষ্টা ভীষণ আকৃতি চারজন যমদূত তাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হল তখন ভগবান শঙ্কর সেস্থানে আবির্ভূত হয়ে মৃত্যুকে বল্‌লেন—মরণকালে আমার নাম যার মুখে থাকবে সে অন্যচিত্ত হোক, নাম হীনাক্ষর

কিম্বা অধিক বর্ণযুক্ত হোক, আমি সত্য বলছি, সেই নামকারী ভক্তকে আমারই লোক দান করি। এ মৃত্যুকালে "প্রহর" একথা বলেছে তাতে মাত্র প্র-শব্দ অধিক ছিল কিন্তু গতিপ্রদ "হর" এই পদ উচ্চারণ করেছে, একে দূর হতে ত্যাগ করত প্রণাম কর। যমালয়ে গিয়ে যমকে আমার এই কথা বল্‌বে—যারা শিবকে প্রণাম বা স্মরণ করে, শিবের যশকীর্ত্তন, উপাসনা, আশ্রয়, দাস্য, কৈঙ্কর্য্য, স্তব অথবা লীলা শ্রবণ করে, তারা তোমার বিচার্য্য নয়। তারা যত বড় পাপী হোক না কেন তাদের বিচার তোমার কর্‌তে হবে না। তাদের বিচারক আমি, তাদের স্থান কৈলাসে। যারা আমার নাম উচ্চারণ করে, যাদের দেহ রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মে শোভিত, তাদের মহাপাতক আদি সমস্ত পাপ থাকলে আমি তা নষ্ট করে দিব। মদ্ভক্তের প্রতি যমের কোন অধিকার নাই।

তারপর ?

নন্দী এসে সেই ব্যাধের জ্যোতির্ম্ময় দেহ কৈলাসে নিয়ে গেলেন। যমদূতগণের সহিত মৃত্যু যমালয়ে এসে যমকে শিবের আদেশ শুনালো। যম স্বীয় দূতগণকে বললেন—দেখ যারা শিবের ভক্ত, রুদ্রাক্ষ বা ভস্মধারী হোক না হোক, শিবের যে কোন নাম যদি উচ্চারণ করে, তোমরা তাদের নিকট যাবে না, তাদের দণ্ড দিবার আমার অধিকার নাই। যেখানে শিবালয় বা শিবলিঙ্গ থাকবে সেখানে তোমরা যাবে না। যেখানে বিল্ববৃক্ষ আছে সেখানে যাবে না। তদবধি যমদূতগণ ঐ স্থানে যায় না।

বিল্ববৃক্ষ খুব পবিত্র ?

নিশ্চয়—

বিল্ববৃক্ষ মহেশানি ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ং
বিল্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ ॥
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা স্তিষ্ঠন্তি শক্তিহেতবে ॥

পুরশ্চরণোল্লাসে দশম পটলঃ।

—হে মহেশানি! বিল্ববৃক্ষ স্বয়ং ভগবান। সুধী ব্যক্তি যদি বিল্ব-বৃক্ষতলে অবস্থান করে প্রাণত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে থাকে। তার কোটী তীর্থে কি প্রয়োজন—যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ শক্তি হেতু অবস্থান করেন!

সমীপে সচ চার্ব্বঙ্গি বিল্ববৃক্ষ যদি প্রিয়ে
কাশীপুরসমস্তত্ত্ব তৎপ্রাণাং স্ত্যজেদ্ যদি॥
কিং তস্য কোটিতীর্থেন কাশীবাসেন কিং প্রিয়ে॥ ঐ

—হে প্রিয়ে! যদি সেই বিল্ববৃক্ষ সমীপে থাকে সেস্থান কাশীপুর তুল্য। তথায় যদি প্রাণত্যাগ করে কোটি তীর্থ অথবা কাশীবাসের কি প্রয়োজন?

বিল্ববৃক্ষতলে স্থানং যদি বিষ্ঠাদিপূরিতম।
তদেব শঙ্করক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা॥

—বিল্ববৃক্ষতল যদি বিষ্ঠাদি পূরিত হয় তাও সর্ব্বতীর্থময় শঙ্কর-ক্ষেত্র। বেলগাছের মহিমা তো খুব!

আরও শোন—

বিল্বমূল মহেশানি সমন্তাৎ ষোড়শকরম্ ॥
মম জটাস্বরূপং হি পর্ণং জানীহি সুন্দরি ॥
ঋগ্ যজুঃ সাম সদৃশং দলত্রয়ং বরাননে।
শাখাশ্চ সর্ব্ব–শাস্ত্রাণি জানীহি মীন-লোচনে ॥
কল্পবৃক্ষঃ সমো বৃক্ষঃ ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবাত্মকঃ।
মহালক্ষ্মীর্বিল্ববৃক্ষো জাতঃ শ্রীশৈল-পর্ব্বতে ॥

যোগিনীতন্ত্রে ৫ম পটল।

—হে মহেশানি! চারিদিকে ষোড়শ হাত বিল্বমূল আমার জটা-স্বরূপ, পত্রের তিনটী দল ঋক্ যজুঃ সাম বেদ সদৃশ, শাস্ত্রসকল শাখা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক এই বৃক্ষ কল্পবৃক্ষের সমান। শ্রীশৈল পর্ব্বতে মহালক্ষ্মী বিল্ববৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

স্বয়ং মহালক্ষ্মী কেন বিল্ববৃক্ষ হয়েছিলেন ?

শিব বলেছিলেন "জ্যোতিরূপ অংশ ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা বাণী আমার অনুগ্রহে সকলের প্রিয়া হন। সেই সরস্বতী বিষ্ণুর প্রিয়তমা ছিলেন, তাঁর মত প্রীতি লক্ষ্মীতে ছিল না॥" লক্ষ্মী স্বামীর অনাদরে দুঃখিতা হয়ে শ্রীশৈল পর্ব্বতে গমন করে। তথায় আমার একটী শিবলিঙ্গ পেয়ে দারুণ তপস্যা করতে থাকেন। তথাপি আমার কৃপা না হওয়াতে তখন লিঙ্গ-প্রিয়া সতী লক্ষ্মীদেবী বৃক্ষরূপ ধারণ করে কোটি বর্ষকাল আমার পূজা করায় আমার অনুগ্রহ হয়। সেই হেতু তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুবক্ষস্থিতা হয়েছেন। হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী

আমার পরম ভক্তা, সতত আমার পূজা-পরায়ণা। সেই হেতু দিবানিশি আমি বিল্ববৃক্ষ আশ্রয় করে অবস্থান করি।

সর্ব্বতীর্থময়ো দেবি সর্ব্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ॥

হে দেবি! হে পরমেশানি! এই জন্য শ্রীবৃক্ষ সতত সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বদেবময়—এতে সংশয় নাই।

বাবা বিল্ববৃক্ষের এত মহিমা! বেলতলায় বসে থাকলেই তো মানুষ কৃতার্থ হয়ে যেতে পারে?

তাতে আর সন্দেহ আছে! বেলগাছ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বেলগাছ স্বয়ং লক্ষ্মী। তার চারিদিকে ষোল হাত শিবের জটা।

শোন—

জানাতি কো মহেশস্য মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
যস্য নাম্ন ফলমিদমজ্ঞানোচ্চারণাদপি॥
জ্ঞাত্বা যঃ কীর্ত্তয়েচ্ছম্ভো র্নামান্যমিততেজসঃ।
মুক্তিঃ করতলে তস্যাস্থিতেতি মুনয়ো জগুঃ॥
সকৃৎ সংস্মরাণাচ্ছম্ভোর্নশ্যতি ক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গোঽপি তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥
নামসঙ্কীর্ত্তনাদস্য ভিদ্যতে পাপ-পঞ্জরম্।
কথং ন পূজ্যতে দেবস্ত্বয়া দক্ষ সুদুর্ম্মতে॥

আদিত্য পুরাণে সুদ্যুম্ন বচনম্॥

—পরমাত্মা মহেশের মাহাত্ম্য কে জানে ? অজ্ঞান উচ্চারণেও আহর প্রহর করেও যাঁর নামের ফল এইরূপ মুক্তিজনক, অমিততেজা শম্ভুর নামসকল যিনি জেনে কীর্ত্তন করেন তাঁর মুক্তি করতলগত, মুনিগণ এই কথা বলে থাকেন। শিবের নাম একবার স্মরণ কর্‌লে ক্লেশসমূহ নষ্ট হয়। মুক্তি লাভ করে। স্বর্গও নামকারীর নিকট বিঘ্ন-স্বরূপ। এঁর নাম কীর্ত্তনে পাপ-পঞ্জর (শরীর) ভিন্ন হয়ে যায়। হে সুদুর্ম্মতি দক্ষ ! কেন সেই দেবের পূজা কর্‌ছো না ?

ঠাকুরটী স্বমুখে বলেছেন—

নিত্যং বিশ্বেশ বিশ্বেশ বিশ্বনাথেতি যো জপেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং তং সুকৃতিনং জপাম্যহমপি ধ্রুবম্ ॥ কাশীখণ্ডে

—যে ব্যক্তি নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় "বিশ্বেশ বিশ্বেশ বিশ্বনাথ" এই নাম জপ করে—আমি নিশ্চয় সেই সুকৃতিশালী ভক্তকে জপ করি, ভক্তকে অনুক্ষণ স্মরণ করি। বল—শিব শিব শিব শিব

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহিমাং পাপিনং হর ॥

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস

গজচর্ম্মাবৃততনুংস্মরেৎ প্রহরণোজ্বলম্ ॥
সর্ব্বপাপহরং ধ্যায়েদ্ দেবং কুঞ্জর ভেদিনম্ ।
নাম সঙ্কীর্ত্তনাদ্ যস্য ভিদ্যতে পাপ-পঞ্জরম্ ।
স এব মোচকো দেবঃ পশূনাং নান্য ইতি শ্রুতিঃ ॥

আদিত্য পুরাণে

—যাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তনে পাপ-পঞ্জর ভিন্ন হয়ে যায় তিনিই পশুগণের মুক্তি দাতা দেব, অন্য কেহ নন—একথা শ্রুতি বলেছেন।

নামানিচ মহেশস্য গৃণন্ত্যজ্ঞানতোঽপি যে।
তেষামপি শিবো মুক্তিং দদাতি কিমতঃপরম্ ॥ ঐ

—যারা অজ্ঞানেও মহেশের নাম সকল গ্রহণ করে শিব তাদেরও মুক্তিদান করে থাকেন অতঃপর আর কি বল্‌বো,

কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং ত্বাং যঃ স্মরতি ভাবতঃ।
আধারং জগতামীশং তস্য পাপং বিলীয়তে ॥
তব নামানুরক্তা বাক্ পুংসো যস্য জগৎপতে।
অপ্যদ্রি কূটতুলিতমেনস্তং ন প্রবাধ্যতে ॥

কাশীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুবচন

—শ্রীভগবান বাসুদেব বলেছেন, যে ব্যক্তি সুমহৎ পাপ করেও জগতের আধার ঈশ্বর তোমাকে ভাবের সহিত স্মরণ করে তার পাপ বিলীন হয়ে যায়। হে জগৎপতে! যে পুরুষের বাক্য তোমার নামে অনুরক্ত, পর্ব্বত রাশি তুল্য পাপও তাকে বাধা দিতে পারে না অর্থাৎ মোক্ষপথে বিঘ্নদান করতে সমর্থ হয় না।

শিব পূজা কর, শিব শিব বল।

শিব পূজা কি সকলকে করতে হয়?

হাঁ শিবলিঙ্গ পূজা না করে যে অন্য পূজা করে তার সে পূজা বিফল হয়, অন্তে নরকে গমন করে থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি শিব পূজা না করে তাহলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, শিব-পূজাহীন শূদ্রও শূকরের মত! যে গৃহে শিব পূজা হয় না সে গৃহ বিষ্ঠাগর্ত্ত সদৃশ। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সকলের আগে বিল্বপত্রের দ্বারা শিবপূজা করে শিবের কাছে প্রার্থনা করত অন্য পূজা কর্ত্তব্য।

শিবপূজাং বিনা দেবি অন্যাং পূজাং করোতি যঃ।
সএব রসনা হীনো কুম্ভীরো জায়তে প্রিয়ে॥

লিঙ্গপুরাণ

—শিবপূজা না করে যে অন্য পূজা করে সে রসনাহীন কুম্ভীর হয়। যে গৃহে শিব পূজা হয় সে গৃহ কাশীপুর তুল্য।

ওঃ এইজন্য গ্রামে গ্রামে এত শিব-মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর বড় কেউ শিবপূজা করে না।

তাইতো এত হাহাকার রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা মানুষ অহরহ ভোগ করছে।

নলিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ষ্বপি।
বিদ্যতে সর্ব্ব শাস্ত্রাণামেষ এব সুনিশ্চিতঃ॥

স্কন্দপুরাণ

—পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদে লিঙ্গপূজা ভিন্ন অন্য পূজা ছিল না এই হল সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

অশ্বমেধ সহস্রানি বাজপেয় শতানি চ।
মহেশার্চ্চন পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম॥

মৎস্যসূক্ত ১৬ পটল

—সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ শত বাজপেয়-যজ্ঞের ফল শিবপূজার ষোল ভাগের এক ভাগের সমান নয়।

শিব কোন ফুল ভালবাসেন ?

আকন্দ ধুতরা ও পদ্মফুল শিবের প্রিয়! সকলের চেয়ে বিল্বপত্রই অধিক প্রিয়।

বিল্বপত্র প্রিয় কেন ?

একদিন লক্ষ্মী দেবী ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কে ? আমি জানতাম আমিই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া, কিন্তু সেদিন দেখলাম আমা অপেক্ষা নীলকণ্ঠ তোমার অধিক প্রিয়, তাঁহা অপেক্ষা তোমার অধিকপ্রিয় আর কেহ আছে কি ?" ঠাকুরটী বল্লেন—আমার বহু প্রিয়তম নাই, দেহীর দেহের ন্যায় শিবই আমার একমাত্র অহৈতুক প্রিয়। মানুষের পুত্রের জন্য, যৌবনের জন্য, গৃহের জন্য স্ত্রী প্রিয়া।

পুত্র পিণ্ড এবং কীর্ত্তির জন্য প্রিয়। বিপদ ত্রাণ এবং সুখের জন্য ধন প্রিয়। ধর্ম্মাত্মাগণের ধর্ম্মের জন্য শরীর প্রিয়। সকলই প্রয়োজন হেতু প্রিয়। কেবল প্রীতির জন্য প্রিয় এরূপ দেখা যায় না। পুরুষের পুরুষের সহিতই অকৃত্রিম প্রণয় হয়, কারণ মিত্রতা সমতা অপেক্ষা করে সুতরাং ভিন্নভাব হেতু পুরুষের নারীর সহিত প্রায় তাদৃশ সদ্ভাব হয় না। পূর্ব্বে আমি একদিন প্রিয় প্রাপ্তি কামনায় পৃথিবীতে গমন করে দশদিক ভ্রমণ করতে থাকি। ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে যাকে দেখতে পাবো তিনিই আমার অকৃত্রিম প্রিয় হবেন ইহা মনে মনে স্থির করি। এমন সময় শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হল। তিনিও আমার মত প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য ভ্রমণ কর্‌ছিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যার ন্যায় মহতী প্রীতি জন্মিল। ঘটদ্বয় স্থিত জলের ন্যায় আমার ও শঙ্করের কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের পূজা করে সে আমার প্রিয় হয়। যে শিবপূজা-বিমুখ সে কখনই আমার প্রিয় নহে। কমলা কেশবের মুখে এই কথা শুনে—আমি শিব-পূজা-বিমুখী তাহলে—তাহলে আমি কেশবের প্রিয়া নই, আমায় ধিক্ আমায় ধিক্—এরূপ বল্‌তে লাগলেন। শ্রীভগবান বল্লেন—দেবি দুঃখিত হয়ো না। তোমায় শিবপূজায় প্রবর্ত্তিত কর্‌বার জন্য এইরূপ বল্‌ছি। তুমি আজ হতে শিবপূজা করে শিবের ন্যায় আমার প্রীতি-পাত্রী হও।

কমলা বললেন—"ঠাকুর! আপনার নীলকণ্ঠ কোন পুষ্পে বিশেষ পরিতুষ্ট হন?" ঠাকুরটী বল্‌লেন, অষ্টোত্তর শত পয়স্বিনী ধেনু ব্রাহ্মণকে দান কর্‌লে যে ফল হয়, করবী পুষ্পের দ্বারা পূজা কর্‌লে সেই ফল হয়। সুরক্ত করবীদানে দ্বিগুণ ফল হয়। শেফালিকাপুষ্প দানে কোটি রৌপ্যময় পুষ্পদানের ফল হয়, কুন্দ পুষ্পে তদপেক্ষা শতগুণ, মল্লিকা পুষ্পে তাহা অপেক্ষা শতগুণ, মুক্তার দ্বারা মুক্তা-লিঙ্গপূজনে যে ফল হয় দ্রোণ পুষ্প

দানে সেই ফল হয়। চম্পক পুষ্পে স্বর্ণ পুষ্পের দ্বারা স্বর্ণ-লিঙ্গ পূজনের ফল হয়। শিরিষ পুষ্প দ্বারা পূজা কর্‌লে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে শিবকে চামরের দ্বারা ব্যজনের তুল্য ফল হয়। নাগকেশর পুষ্পদানে অশ্ব-মেধের ও মুচুকুন্দ পুষ্পে গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। তুলসী পত্র দানে তাহা অপেক্ষা শত গুণ ফল হয়। তগর পুষ্পে চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল, বজ্র পুষ্প দানে কাশীক্ষেত্রে উপবাসের ফল হয়। ধুস্তুর পুষ্পে শত একাদশীর উপবাসের ফল হয়। কেতকী ভিন্ন শিবের প্রিয়জনক আরও অনেক ফুল আছে। সর্ব্ব প্রকার পুষ্পদানে যে ফল হয় একমাত্র পদ্মপুষ্পে সেই ফল হয়। পদ্মের অধিক প্রিয় পুষ্প শঙ্করের আর নাই, তুমি পদ্মপুষ্পের দ্বারাই পূজা কর।

লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের কথা শুনে নিত্য সহস্র পদ্মফুল সরোবর হতে তুলে তিনবার গণনা করে তদ্দারা মহেশ্বরের পূজা করতে আরম্ভ কর্‌-লেন। এইরূপ ভাবে একবৎসর অতীত প্রায় এমন সময় একদিন কমলা পদ্মের দ্বারা শিবপূজা করতে করতে দেখলেন দুটীপদ্ম কম হচ্ছে, কেন এমন হল কিছু বুঝতে পারলেন না। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, নিত্য যেমন তিনবার গণনা করি ভক্তিহীনতা বশতঃ আজকি তিনবার গণনা করিনি! এখন উপায় কি? নিত্য সহস্র পুষ্পের দ্বারা পূজা করবো এ সঙ্কল্প কেমন করে রক্ষা হবে? পূজার সময় আসন ত্যাগ করাও চলে না—অপরের দ্বারা আহরণ করলে সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে, কি করি? কি করি?...এইরূপ ভাবছেন এমন সময় মনে হল শ্রীভগবান স্তনদ্বয়কে পঙ্কজদ্বয় বলেন, তাঁর কথা তো মিথ্যা হতে পারে না। এই স্তনযুগল দ্বারা শিবের পূজা কর্‌বো—সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হ'ক।...লক্ষ্মী দেবী ইহা স্থির করে বাম হস্তের দ্বারা বাম স্তন ধারণ-করত দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কর্ত্তরী গ্রহণ পূর্ব্বক বাম স্তন ছেদন করে

প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রক্তাক্ত সেই পয়োধর 'নমঃ শিবায়' বলে শিবের উপর দান করলেন। পুনরায় যখন দেবী দক্ষিণ স্তন ছেদন করবার উপক্রম কচ্ছেন এমন সময় স্বর্ণ লিঙ্গে মহেশ্বর আবির্ভূত হয়ে বললেন "মা সমুদ্র-তনয়ে! আর স্তন ছেদন করো না; তোমার বাম স্তন পূর্ব্ববৎ হক্। আমি তোমার পরমা ভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক। যে ছিন্ন স্তন তুমি আমার মস্তকে অর্পণ করেছ তা পৃথিবীতে শ্রীফল নামক বৃক্ষ হবে। মূর্ত্তিমান তোমার ভক্তি বৃক্ষ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পৃথিবীতে অবস্থান করে তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করবে। হে দেবি! সেইবৃক্ষ আমার অতি প্রিয় হবে, তার পত্রের দ্বারা আমার পূজা হবে। স্বর্ণ মুক্তা প্রবালাদি ও অন্যান্য পুষ্প বিল্বপত্রের কোটি অংশের একাংশেরও যোগ্য হবে না। আমার ত্রিনেত্র যেমন প্রিয়, গঙ্গাজল যেমন প্রীতিপ্রদ, সেইরূপ বিল্বপত্রও আমার প্রিয়তম।" তখন কমলা প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে :—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

এই বলে পুনঃ পুনঃ শিবকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম কর্তে লাগলেন। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করলেন। মহেশ্বর বল্লেন "বিষ্ণুকান্তে! আমি পরম প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।" দেবী বল্লেন "হে শঙ্কর! আমি আজ আপনার কৃপায় যথার্থ বিষ্ণুপত্নীত্ব লাভ কর্লাম। সুদুর্লভ আপনার দর্শন লাভে কৃতার্থ হলাম। ইহা অপেক্ষা আর কি বর আছে? প্রভো! হে দেব! আপনার চরণে শ্রদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করি।" মহেশ্বর তথাস্তু বলে অন্তর্হিত হলেন।

বেলগাছ তাহলে লক্ষ্মীর স্তন থেকে হয়েছিল ?
হাঁ, বল—শিব শিব শিব।

যন্নাম সকৃদুচ্চার্য্য মহাপাতকিনো নরাঃ
নিষ্কল্মষা ভবিষ্যন্তি তং প্রপদ্যে মহেশ্বরম্॥
সনৎকুমার সংহিতায়াং

—যাঁর নাম একবার উচ্চারণ করে মহাপাতকিগণ পাপশূন্য হয় সেই মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি। বল—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস

মঙ্গলায়তনং দেবং যুবানমতিসুন্দরম্।
ধ্যায়েদ্ বনচরাকারমাগচ্ছন্তং পিনাকিনা॥
যৎপাদপদ্মস্মরণাদ্ যচ্ছ্রীনাম জপাদপি।
ন্যূনং কর্ম্ম ভবেৎ পূর্ণং তং বন্দে সাম্বমীশ্বরম্॥
কৈলাস সংহিতায়াং

—যাঁর পাদ পদ্ম স্মরণে, যাঁর শ্রীনাম জপেও, অল্প বা অসম্পূর্ণ কর্ম্ম পূর্ণ হয়, জগজ্জননীর সহিত সেই ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

সা হানি স্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যৎক্ষণং বা মুহূর্ত্তং বা শর্ব্বমেকং ন চিন্তয়েৎ॥
লিঙ্গপুরাণ—

—তা হানি, তা মহান্ ছিদ্র, তাই মোহ অজ্ঞান, তাই সংশয়, যে ক্ষণ বা মুহূর্ত্ত একমাত্র শর্ব্বকে চিন্তা না করা হয়।

শর্ব্ব শিবের নাম?

হাঁ।

শম্ভুরীশঃ পশুপতিঃ শিবঃ শূলী মহেশ্বরঃ।
ঈশ্বরঃ শর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ॥
ভূতেশঃ খণ্ডপরশু গিরীশো গিরিশো মৃড়ঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ঃ কৃত্তিবাসাঃ পিনাকী প্রমথাধিপঃ॥

উগ্র কপর্দ্দী শ্রীকণ্ঠঃ শিতিকণ্ঠঃ কপালভৃৎ।
বামদেবো মহাদেবো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ॥
কৃষানুরেতাঃ সর্ব্বজ্ঞো ধূর্জ্জটির্নীললোহিতঃ।
হরঃ স্মরহরো ভর্গ স্ত্র্যম্বক স্ত্রিপুরান্তকঃ॥
গঙ্গাধরোঽন্ধকরিপুঃ ক্রতুধ্বংসী বৃষধ্বজঃ।
ব্যোমকেশো ভবোভীমঃ স্থাণুরুদ্রঃ উমাপতিঃ।
অহির্বুধ্নোঽষ্টমূর্ত্তিশ্চ গজারিশ্চ মহানটঃ॥—অমরকোষ

সাধারণ নাম এই কয়টী, শতনাম আছে। লিঙ্গ পুরাণে এবং মহাভারত শান্তি পর্ব্বে সহস্র নাম আছে, বেদসার সহস্রনাম স্তোত্র আছে। এর মধ্যে যে কোন নামে তাঁকে ডাকলে তিনি প্রসন্ন হন। তবে সকলের সকল নামে প্রীতি থাকে না—প্রায় দেখা যায় এক একজন একটি নাম ভালবাসে। "শিব" একটী নাম—যে শিব নাম ভালবাসে তার কাছে রুদ্র নাম তেমন প্রিয় হয় না। অনেক স্থলে গুরুদত্ত নামটী অবলম্বন করে সেইটীই তার অতি প্রিয় হয়। দেবতায় একনিষ্ঠ হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি নামে একনিষ্ঠ হওয়াও চাই।

মহাবীর বলেছিলেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥

—শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ পরমাত্মায় অভেদ অর্থাৎ শ্রীনাথ নারায়ণই শ্রীরামরূপ ধারণ করেছেন তা আমি জানি তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।

রামভক্ত তুলসীদাস প্রভৃতি মহাজনগণ সর্ব্বদা "রাম" "রাম" জপ করতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" এবং

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ব্রহ্ম হরিদাসও তিন লক্ষ এই হরিনামই জপ কর্তেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এই হরিনামই জপ্য ও গেয় রূপে কীর্ত্তিত হয়।

শ্রীপরমেষ্ঠি প্রজাপতি নারদকে ব্রাহ্মণগণের জন্য—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

হাঁ এইভাবে আদিপুরুষ নারায়ণের নাম উপদেশ করেছিলেন।

তারপর বেল গাছ কি করে পৃথিবীতে এল ?

অনন্তর সেই বৃক্ষ কপালমোচন ক্ষেত্রে রোপণ করালেন। বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষে তৃতীয়া তিথিতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ উৎপন্ন হলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ পত্নীসহ সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে স্নিগ্ধ ত্রিপত্র-ফলযুক্ত সুফল, স্বীয় তেজে দীপ্যমান, শিবরূপ মঙ্গলপ্রদ, সেই বৃক্ষ দর্শনানন্তর প্রণাম করে জলসেচন কর্তে লাগ্লেন। তারপর ভগবান বিষ্ণু বল্লেন—এই পুণ্য বিল্ববৃক্ষের মালুর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, শিবপুণ্য, শিবপ্রিয়, দেবাবাস, তীর্থপ্রদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, হর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, শ্রাদ্ধ, দেবক—এই উনবিংশতি

নাম হল। ইহার উর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিকে শতধনু পর্য্যন্ত তীর্থ হবে।

ধনুর পরিমাণ কি ?

৪ হাত বেলগাছের চতুর্দ্দিকে ২৫ হাত পর্য্যন্ত তীর্থক্ষেত্র। তারপর ভগবান বল্লেন—ইহার উর্দ্ধ পত্র শঙ্কর, বাম পত্র ব্রহ্মা এবং দক্ষিণ পত্র আমি জান্‌বে। ইহার ছায়া লঙ্ঘনে আয়ুক্ষয়। যে পাদস্পর্শ করবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিল্বপত্র দানে সহস্র পদ্মদানের ফল হবে। প্রাতে বিল্ববৃক্ষ দর্শনে শিব-দর্শনের ফল হয়। বিল্ববৃক্ষের শাখা-ভগ্ন বা তাতে আরোহণ কর্‌তে নাই। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী তিথিতে এবং সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে বিল্বপত্র চয়ন কর্‌তে নাই। বিল্ব বৃক্ষে আরোহণ করে বিল্বপত্র চয়ন করা ভাল কিন্তু শাখা ভগ্ন করা কর্ত্তব্য নয়। খণ্ডিত অখণ্ডিত সকল পত্রেই শিব পূজা হয়। যেস্থানে বিল্ববন তাহাই বারাণসীপুরী। যেস্থানে পঞ্চ বিল্ববৃক্ষ থাকে সেস্থানে হর স্বয়ং বিদ্যমান। সপ্ত বিল্ববৃক্ষ যেস্থানে থাকে সেস্থানে গৌরী শঙ্কর অবস্থান করেন। বিল্ববৃক্ষ যেখানে দশটী থাকে শম্ভু সেস্থানে স্বগণে বিরাজ করেন। একটী বিল্ববৃক্ষ যেস্থানে আছে আমার সহিত মহেশ্বর সেস্থানে অবস্থান করেন। যে গৃহস্থের বাটীর ঈশান কোণে বিল্ববৃক্ষ থাকে, সে স্থানে কখন বিপদ হয় না। পূর্ব্বদিকস্থিত বিল্বপত্র সুখ-দায়ক। দক্ষিণস্থিত বিল্ববৃক্ষ যমভীতি নষ্ট করে। পশ্চিমে সন্ততি বর্দ্ধক বলে কথিত হয়। শ্মশানে, নদীতীরে, প্রান্তরে অথবা বনান্তরে শ্রীফল বৃক্ষতল সিদ্ধপীঠ—দেবগণ ইহা বলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যে বিল্ববৃক্ষ স্থাপন করা উচিত নয়। যদি দৈবক্রমে হয় শিবের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য।

চৈত্রাদি মাস চতুষ্টয়ে পরমাত্মা মহেশ্বরকে একটী বিল্বপত্র দান, লক্ষ ধেনু দানের সমান। যে মানবগণ মধ্যাহ্নে বিল্ববৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে তাহাদের সুমেরুগিরি প্রদক্ষিণ করা হয়। শ্রীফল বৃক্ষ ছেদন বা কাষ্ঠ

দহন কর্‌তে নাই। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ ভিন্ন যে ব্যক্তি বিল্ববৃক্ষ বিক্রয় করে, সে পতিত হয়। বিল্ব সমিধস্পৃষ্ট চন্দন যে মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি পাপী অথবা পুণ্যবান হক্ তার উপর যমের প্রভাব নাই। ভূমিপতিত বিল্বপত্র, ফল, বীজ পাছে ব্যর্থ হয় এই ভয়ে শঙ্কর তা মস্তকে ধারণ করেন। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই চারিমাস যে কৃতী পুরুষ শ্রীফল তরুমূলে জলসেচন করেন—যেরূপ বৃক্ষ স্নিগ্ধ হন সেইরূপ তাঁহার পিতৃগণও স্নিগ্ধ হন।

চৈত্রাদি মাসচতুষ্টয় ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়ক শঙ্কর নবীন বিল্বপত্রার্থী হয়ে সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন। ঠাকুরটী এইরূপ বল্‌ছেন এমন সময় মহেশ্বর তথায় উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্রীফল পত্রের দ্বারা শিবপূজা কর্‌লেন। তারপর দেবতাগণ যথাযথ স্থানে গেলেন।

বিল্ববৃক্ষের মহিমা এত! কেউ যদি বিল্ববৃক্ষের সেবা করে তাহলেই তো সে কৃতার্থ হয়ে যায়?

তাতে আর সন্দেহ আছে? বেলগাছের সেবা কর, প্রদক্ষিণ কর, আর শিব শিব বল—ব্যস আর কিছু কর্‌তে হবে না।

শ্রীসূক্তে কথিত হয়েছে—

আদিত্যবর্ণে তপসোঽধি জাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।
তস্যফলানি তপসানুদন্তু মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥

—হে সূর্য্যসমান কান্তিবিশিষ্টে! তোমার তপশ্চর্য্যার জন্য বনস্পতি বিল্ববৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। সেই বিল্বফল তাঁর অনুগ্রহে আমাতে স্থিত হৃদগত অজ্ঞান পাপাদিরূপিণী বাহ্যাদারিদ্র্যাদি সেই দুর্গতিরূপিণী অলক্ষ্মীকে নিরাস করুন।

বামন পুরাণে কাত্যায়ন বলেছেন—বিল্বলক্ষ্যাকরেঽভবৎ "লক্ষ্মী" কর হতে উৎপন্ন।

বিল্বাটব্যাং মহালক্ষ্মীরূপাস্তে বিঘ্ননায়কম্। ভার্গবপুরাণে মহালক্ষ্মী বিল্ববনে বিঘ্ননায়ককে উপাসনা করেন।

কালিকা পুরাণে দেখা যায়—

তনুমধ্যা পুরা বালা নীবাতটমুপাশ্রিতা।
বিল্বারণ্যে তপশ্চক্রে লক্ষ্মী-র্লোকহিতার্থিনী॥

—পুরাকালে তনুমধ্যা তরুণ-অরুণশ্রী লোকহিতার্থিনী লক্ষ্মী নীবাতটিনী তটে বিল্বারণ্য আশ্রয় করত তপস্যা করেছিলেন।

বিল্ববৃক্ষ লক্ষ্মীর হাত হতে কি হয়েছিলেন ?

কোন কল্পে লক্ষ্মীর হাত হতে বিল্ববৃক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল।

লক্ষ্মী বিল্বারণ্যে তপস্যা করেছিলেন কেন ?

শুন—

শিবলিঙ্গার্চ্চনোদ্‌যোগী জগদ্রক্ষণ দীক্ষিতঃ।
মহাবিষ্ণু স্তপশ্চক্রে তস্যৈব সহচারিণী॥
মহালক্ষ্মী স্তপস্তেপে ভর্ত্তৃসেবাপরায়ণা।
তদাবিল্বতরুর্জাতো লক্ষ্মীর্দক্ষিণহস্ততঃ॥
তৎপত্রৈরর্চ্চয়ামাস মহাবিষ্ণুশ্চ শঙ্করম্।
বিল্বপত্রার্চ্চিতস্তুষ্টো মহাদেবো দয়ানিধিঃ।
সর্ব্বদেবোত্তমত্বঞ্চ সর্ব্বস্বাতন্ত্র্যমেবচ।
প্রসাদৌ সর্ব্বপূজ্যত্বং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিষ্ণবে॥
শ্রীবৃক্ষ ইতি বিখ্যাতো বিল্বদ্রুর্দেব পূজিতঃ।
ত্রিগুণৈস্ত্রিদলৈঃ পত্রৈ স্ত্রিমূর্ত্তি প্রীতিদায়কঃ॥

ত্রয়ীময়োঽয়ং বিখ্যাতো নীতো দেবৈশ্চ নন্দনম্ ।
কৈলাসেঽপিচ বৈকুণ্ঠে শ্বেতদ্বীপে সুরালয়ে ॥
মন্দরাদিষু পুণ্যেষু ক্ষেত্রেষু সকলেষ্বপি ।
পূজ্যন্তে বিল্বতরবঃ শ্রীবৃক্ষা ইতি নারদ ॥
ফলানি শ্রীতপো যোগাদ্ যস্যালক্ষ্মী নিবাসনে ।
লক্ষ্মীপ্রাপ্তৌ পটীয়াংসি সেব্যন্তে পুণ্যশালিভিঃ ॥
জ্ঞানপ্রদমিমং বৃক্ষং দারিদ্র্য পরিহারকম্ ।
শ্রীপ্রিয়ং যোঽর্চ্চয়েদ্ বিল্বং স নরো ভাগ্যবান্ ভবেৎ ॥
শ্রীযন্ত্রে বিল্বপত্রেষু শিবলিঙ্গমথাপি বা ।
যোঽর্চ্চয়েদন্বহং ভক্ত্যা পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

স্কান্দে সনৎকুমার সংহিতায়াং বিল্বমাহাত্ম্যে

জগতের পালনকর্ত্তা মহাবিষ্ণু শিব-লিঙ্গার্চ্চন পূর্ব্বক শিবপ্রীতি কামনায় তপস্যা করেছিলেন। স্বামী-সেবাপরায়ণা তাঁর সহচারিণী মহালক্ষ্মীও তপস্যা করেন। তৎকালে মহালক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে বিল্ববৃক্ষ-সম্ভূত হয়। মহাবিষ্ণু বিল্বপত্রের দ্বারা শঙ্করকে অর্চ্চনা করেন, দয়া-পারাবার মহাদেব বিল্বপত্রের দ্বারায় অর্চ্চনা করায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুকে সকল দেবতার উত্তমত্ব সর্ব্বস্বাতন্ত্র্য সর্ব্বপূজ্যত্ব সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রদান করেন। দেবপূজিত বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ নামে বিখ্যাত হন। ত্রিগুণ-সম্পন্ন, ত্রিপত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রীতি প্রদায়ক ত্রয়ীময় বলে বিখ্যাত বৃক্ষকে দেবগণ নন্দন কাননে আনয়ন করেন। হে নারদ! কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, শ্বেতদ্বীপে, সুরালয়ে, মন্দরাদি সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রে শ্রীবৃক্ষ বিল্বতরু:ক সকলে পূজা করেন। শ্রীর তপোযোগ হেতু ফলসকল

অলক্ষ্মী নিরাসনে লক্ষ্মী-প্রদানে দক্ষতর, এজন্য পুণ্যশালিগণ সতত শ্রীবৃক্ষের সেবা করে থাকেন। এ বৃক্ষ জ্ঞানপ্রদ দারিদ্র্যবিনাশক শ্রীপ্রিয়; যিনি এঁর অর্চনা করেন তিনি ভাগ্যবান হন। শ্রীযন্ত্রে অথবা শিবলিঙ্গে যিনি প্রত্যহ ভক্তি সহকারে শিবপূজা করেন তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ হন।

বিল্বমূল মৃদাযস্তু শরীরমুপলিম্পতি।
অন্তকালে হ্যন্তকজনৈঃ সদূরীক্রিয়তে নরঃ॥

শ্রীশিবগীতা ১৬।২৫

—যিনি বিল্বমূলের মৃত্তিকা শরীরে লেপন করেন তিনি দেহান্ত কালে যমদূতগণকে দূর করে দেন।

বিল্ববৃক্ষে তন্মূলে বা যো মাং পূজয়তে নরঃ। ৩১॥
পরাংশ্রিয়মিহ প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ঐ
বিল্ববৃক্ষ সমাশ্রিত্য যো মন্ত্রান্ বিধিনা জপেৎ। ৩২॥
একেন দিবসেনৈব তৎপুরশ্চরণং ভবেৎ॥
যস্তু বিল্ববনে নিত্যকুটীং কৃত্বা বসেন্নরঃ। ৩৩॥
সর্ব্বে মন্ত্রা প্রসিধ্যন্তি জপ মাত্রেণ কেবলম্।
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে শিবালয়ে॥ ৩৪
অগ্নিহোত্রে কেশবস্য সন্নিধৌ বা জপেত্তু যঃ।
নৈবাস্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি দানবা যক্ষ রাক্ষসাঃ॥ ৩৫॥

যে মানব বিল্ববৃক্ষে অথবা তার মূলে আমাকে পূজা করে ইহলোকে

পরম শ্রী লাভ করত দেহান্তে আমার লোকে পূজিত হয়। বিল্ববৃক্ষ-তলে যিনি বিধিপূর্ব্বক আমার মন্ত্র জপ করেন এক দিবসেই তাঁর পুরশ্চরণ করা হয়। যে মানব বিল্ববনে কুটীর নির্ম্মাণ করত নিত্য বাস করেন তাঁর কেবল জপের দ্বারাই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয়। পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে শিবালয়ে অথবা কেশবের সমীপে যিনি জপ করেন দানব যক্ষ রাক্ষসগণ তাঁর কোন বিঘ্ন করতে পারেন না।

ভস্মজাবালোপনিষদে কথিত হয়েছে—

তত্রাহমাসীন কাশ্যাংত্যক্তা কুনপাচ্ছেবানানীয় স্বস্যাঙ্গে সংনিবেশ্য ভসিত রুদ্রাক্ষানুপস্পৃশৎ মাভূদেতেষাং জন্মমৃতিশ্চেতি তারকং শৈবমনুমুপদিশামি। ততস্তে মুক্তা মামনুবিশন্তি বিজ্ঞানময়েনাঙ্গেন। নপুনরাবর্ত্তন্তে হুতাশন প্রবিষ্ট হবিরিব। তত্রৈব মুক্ত্যর্থ মুপদিশ্যতে শৈবোঽয়ং মন্ত্রঃ পঞ্চাক্ষরঃ "মহাদেবায়" "শিবায় নমঃ"।

—আমি কাশীতে অবস্থান করে সেখানে দেহত্যাগকারি শৈবগণকে আনয়ন করত স্বীয় ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ স্পর্শ করিয়ে এদের জন্ম মরণ হবে না—একথা বলে শৈব তারক মন্ত্র উপদেশ করি। অনন্তর তারা মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানময় দেহে আমাতে প্রবেশ করে অগ্নিতে আহুত ঘৃতের ন্যায় পুনরায় প্রত্যাবৃত্য হয় না। সেস্থলে মুক্তির জন্য পঞ্চাক্ষর এই শৈব মন্ত্র উপদেশ করি—"মহাদেবায়" "শিবায় নমঃ"

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি
যঃ স্মরেদ্দেবমীশানং ন স পাপেন লিপ্যতে॥ ভবিষ্যে

অপবিত্র কিংবা পবিত্র সকল অবস্থাতেই যিনি দেব ঈশানকে স্মরণ করেন তিনি পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না।

যৎ পাদপদ্মস্মরণাদ্ যচ্ছ্রীনাম জপাদপি।
ন্যূনং কর্ম্ম ভবেৎ পূর্ণং তং বন্দে সাম্বমীশ্বরম্॥

কৈলাস সংহিতায়াং

—যাঁর পাদপদ্ম স্মরণে, যার শ্রীনাম জপ হতে বৈগুণ্যযুক্ত কর্ম্ম পূর্ণ হয়, অম্বিকার সহিত সেই ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

শিবো গুরুঃ শিবো বেদঃ শিবো দেবঃ শিবঃ প্রভুঃ।
শিবোঽস্ম্যহং শিবঃ সর্ব্বং শিবাদন্যন্ন কিঞ্চন॥
তমেবধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্জ্বদান বাচো কিল্পাপনং হিতৎ। বরাহোপনিষৎ

—শিব গুরু, শিব বেদ, শিব দেব, শিব প্রভু, আমি শিব, শিব নিখিল বিশ্ব—শিব ভিন্ন অন্য কিছু নাই। ধীর ব্রাহ্মণ তাঁকে বিশেষরূপে জেনে প্রজ্ঞা কর্‌বেন, বহু শাস্ত্র অধ্যায়ন কর্‌বেন না, তা বাক্যের গ্লানিজনক।

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস

মহাদেবো মহেশশ্চ শঙ্করো বৃষভধ্বজঃ।
শূলী কামান্ত কো দেবো হরঃ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞিতঃ॥
ঈশ্বরশ্চাম্বিকানাথো রুদ্র শিব ইতীরিতঃ।
এতানি শিবনামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ॥
গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ ভ্রূণহা বীরহা তথা।
স্ত্রীবালঘাতকশ্চৈব সুরাপো বৃষলীপতিঃ।
সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥

অগস্ত্য সংহিতায়াংহালোস্থ মাহাত্মে

মহাদেব মহেশ শঙ্কর বৃষধ্বজ শূলী কামান্তক দেব হর শ্রীকণ্ঠ ঈশ্বর অম্বিকানাথ রুদ্র শিব এই শিব-নাম সকল যে মানব পাঠ করে সে যদি গোঘাতী কৃতঘ্ন ভ্রূণ-হত্যাকারী অথবা বীর-হত্যাকারী স্ত্রী-বালক-ঘাতক সুরাপায়ী বৃষলীপতি হয় তাহলেও সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত হয়ে শিবলোকে পুজিত হয়।

সুরাপান পাপ ?

হাঁ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণ অপহরণ, গুরুপত্নীগমন মহাপাপ। এই পাপকারিগণের যে সঙ্গ করে সেও মহাপাপী।

বৃষলী-পতি কি ?

পিতৃগেহে তু যা নারী রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া তৎপতির্বৃষলীপতিঃ॥ স্মৃতি

—বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যে রজস্বলা হয় সে বৃষলী; তাকে যে বিবাহ করে সে বৃষলীপতি। এরাও শিবনাম কীর্ত্তনে সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়।

বল—শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥
প্রসন্নবদনং সৌম্যং রচিতোদ্বাহ মণ্ডনম্।
অম্বয়া সহিতং ধ্যায়েৎ সুরসংঘৈ রভিষ্টুতম্॥
ভবমায়া-পরিক্লান্ত-মর্ত্ত্যানাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভবং হরতি যো নিত্যং বন্দেহ্হং তং ভিষক্তমম্॥

ঈশান সংহিতায়াম্।

—সংসার মায়ায় অতি ক্লান্ত মানবগণের স্মরণমাত্র যিনি সংসার হরণ করেন সেই শ্রেষ্ঠতম ভবরোগ-চিকিৎসককে বন্দনা করি।

ভব রোগ কি?

অহং মম—আমি আমার। মানুষের যত আমার বাড়ে তত রোগ বৃদ্ধি হতে থাকে, আর নানা যন্ত্রণায় চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে জন্ম জন্মান্তর ঘুরে বেড়ায়। ক্রমে যখন কর্ম্মের পরিপাকে সাধুসঙ্গ লাভ হয় তখন আমার আমার দূর হয়ে যায়—তোমার তোমার বল্‌তে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত 'আমিটাকে' 'তোমার' করে নিশ্চিন্ত হয়।

আমি কে?

"আমি কার, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমি কে এবং আমারই

বা কে? মোক্ষাশ্রমে এই প্রকার নিয়ত প্রয়োজন জ্ঞান হয়" শান্তি পর্ব্ব ৩৫৯ অ।

আমি আমি তো করি কিন্তু সেই আমি কে—আমায় বলে দাও।

শ্রুতি বলেছেন—

আমি সমস্ত বিশ্ব আমি অচ্যুত পরমাত্মা আর অন্য কিছু নাই ইহা হল পরমা অহংকৃতি। দেহাদি সঙ্ঘাত পদার্থের অতীত, কেশাগ্র হইতে সূক্ষ্ম আমি—ইহা দ্বিতীয় অহঙ্কৃতি। ইহা মোক্ষের নিমিত্ত হয়—জীবন্মুক্তগণের এই অহঙ্কার থাকে। হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট আমি—ইহা তৃতীয় লৌকিক তুচ্ছ অহঙ্কার—ইহার নাম দেহাত্মাভিমান।

তাহলে আমি দেহ নই—

না—

দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥

—আমি দেহ এই বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, আমি দেহ নই চিদাত্মা এই বুদ্ধির নাম বিদ্যা।

কেমন করে এই দেহাত্মাভিমান দূর হবে?

গুরুদত্ত মন্ত্র ও শিব শিব নাম জপ কর। নাদাত্মক জ্যোতিরূপ প্রণবাত্মাকে লাভ কর্‌লে আর দেহাভিমান থাক্‌বে না। কোন চিন্তা নাই—কেবল শিব শিব জপ কর।

মাঝে মাঝে মনে হয়—শিব বড় কি বিষ্ণু বড়?

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলেন এবং শিবের শ্রেষ্ঠত্ব তামস পুরাণে কথিত হওয়ায় তা সাত্ত্বিক পুরুষের গ্রহণীয় নয় বলে থাকেন। কেহ শিব

S.P

বিষ্ণুর একত্বও বলেন।[শিবের চেয়ে কি বিষ্ণু বড়—না শিব বিষ্ণু এক?

শিবভক্তের কাছে শিব বড়, বিষ্ণুভক্তের কাছে বিষ্ণু বড়। ভক্তগণ যখন শিব শিব হরি হরি কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়াকাশে উপস্থিত হন তখন দেখেন এক ওঙ্কারই শিব বিষ্ণু সব—দুই কিছু নাই।

সাত্ত্বিক পুরাণে কি শিব বিষ্ণু এক—একথা আছে?

অধিকারীতো একরূপ নয়, সকল অধিকারীর কথাই সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আচ্ছা একত্বের কথা শুন।

সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং যঃপরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং তত্ত্বাদিত্রিবিধন্তুতৎ ॥২
পুরুষাব্যক্তয়োর্মধ্যে মহত্ত্বং সমপদ্যত।
স চাহঙ্কার ইত্যুক্তো যো মহান্ সমুদাহৃতঃ ॥৩
পুরুষো বিষ্ণুরিত্যুক্তঃ শিবো বা নামতঃস্মৃতঃ।
অব্যক্তস্তু উমাদেবী শ্রীর্বা পদ্মনিভেক্ষণা॥৪॥

বরাহে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে

—সাত্ত্বিক বরাহ পুরাণে স্বয়ং বরাহদেব বলেছেন—সকল তত্ত্বের যা শ্রেষ্ঠ তিনি পুরুষ, তা হ'তে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়েছে তাহা ত্রিবিধ তত্ত্বাদি পুরুষ এবং অব্যক্তের মধ্যে মহৎ উৎপন্ন হয় যিনি মহান বলে কথিত হন তিনিই অহঙ্কার পুরুষ বিষ্ণু অথবা শিব নামে স্মৃত হন আর অব্যক্তকে উমা বা কমলনয়না শ্রী বলে।

তাহলে শিব বিষ্ণু একপুরুষের নাম ও উমা লক্ষ্মী অব্যক্তের নাম?

হাঁ স্বয়ং বরাহদেব বলেছেন—সাত্ত্বিক পুরাণে একথা আছে।

যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ স ত্রিলোচনঃ।
এবং সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ পঠ্যতে॥
এতস্মাদন্যথা যস্তু ব্রূতে শাস্ত্রং পৃথক্ তয়া।
তং নাস্তিকং বিজানীয়াৎ সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃতঃ॥

বরাহে সৌভাগ্যব্রত নামাধ্যায়

—যিনি শ্রীঃ তিনি গিরিজা, যিনি হরি, তিনি ত্রিলোচন—নিখিল শাস্ত্রে এবং পুরাণে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা বলে—শিব বিষ্ণু স্বতন্ত্র বলে তাকে সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিস্কৃত নাস্তিক বলে জান্‌বে।

তা হলে শিব বিষ্ণুর ভেদবাদী নাস্তিক !

বরাহ পুরাণ একথা বলেছেন।

আরও শোন—

শিবোমে দক্ষিণ স্থানং তিষ্ঠতে বিগতস্বরঃ।
লোকানাং প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ হরঃ॥
তং যে বিন্দতি তে দেবি নূনং মামেব বিন্দতি।
যে মাং বিন্দতি দেবেশি তে বিন্দতি শিবং পরং॥
অহং যত্র শিব স্তত্র শিবো যত্র বসুন্ধরে।
অহং তত্রাপি তিষ্ঠামি আবয়োর্নান্তরং ক্বচিৎ॥
শিবং যো বন্দতে ভূমে স হি মামেব বন্দতে।
লভতে পুষ্কলাং সিদ্ধিমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

ইতিবরাহে শালগ্রামক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণন অধ্যায়

—ত্রিলোকের মধ্যে পরম মহান্ সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হর শিব আমার দক্ষিণে অবস্থান করেন। হে দেবি! তাঁকে যারা জানে তারা নিশ্চয় আমাকেই জ্ঞাত হয়। হে দেবেশি! আমাকে যারা জানে তারা সর্ব্বোত্তম শিবকে অবগত হয়। হে বসুন্ধরে! আমি যেখানে শিব সেখানে, শিব যেস্থানে থাকেন আমি সেই স্থানেই থাকি, আমাদের উভয়ের কোথাও কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। শিব আমি, আমি শিব। হে ভূমে! যে শিবকে বন্দনা করে সে নিশ্চয় আমাকে বন্দনা করে—যে ব্যক্তি ইহা তত্ত্বতঃ (স্বরূপত) অবগত আছে সে উত্তম সিদ্ধি লাভ করে।

যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যোঽহং স ভগবান্ শিবঃ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব॥ হয়শীর্ষে

—যিনি শিব তিনি সেই আমি, যে আমি সেই ভগবান শিব, আকাশ ও বাতাসের মত আমাদের দুজনের প্রভেদ (ব্যবধান) তারতম্য নাই।

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

হরিভক্তিবিলাসে ১৪ বিলাসে

—শঙ্করদ্বেষী আমার ভক্ত আমার ঈর্ষাকারী শঙ্করসেবক, যতদিন গগনে চন্দ্রসূর্য্য থাকে ততদিন তারা নরকভোগ করে।

অপূর্ব্ব তোমার কথা শুনে প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। শিব-রাম শিব-রাম। আচ্ছা পূর্ব্বে বল্‌লে—সে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করে যে তত্ত্বত শিব-রামের অভেদ জানে? তত্ত্বতঃ মানে কি?

তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল—বহু হব, জন্মাব। তিনিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে

অনন্ত অনন্ত কোটী লীলাবিগ্রহ ধারণ করে খেলা করছেন। লীলায় শিব বিষ্ণু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেখা গেলেও তত্ত্বে একমাত্র তিনি। শাস্ত্র সহায়ে তার একত্ব জানার নাম পরোক্ষ জ্ঞান, সাধনার দ্বারা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় প্রণব লাভ করলে তখন বাইরের ভেদ আর থাকে না—সব এক। এ জ্ঞান দৃঢ়ভূমিক হয় তার নাম অর্থাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানের নাম তত্ত্বতঃ জানা। পরোক্ষ জ্ঞানকে ব্যক্তিবিশেষ হয়তো সংশয়ান্বিত করতে পারে কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সংশয় আনবার সাধ্য কারও নাই।

আচ্ছা আরও শোন—

ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্দত্তমখিলং ময়া।
মত্তোঽভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥ ৪৭ ॥
যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুর-মানুষম্।
অবিদ্যা-মোহিতাত্মানং পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥ ৪৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩ অধ্যায়।

—স্বয়ং ভগবান বলছেন, হে শঙ্কর! তুমি যে অভয় দিয়েছ সে সব আমার দেওয়া হয়েছে। আমা হতে আত্মাকে অভিন্ন দেখ, যে আমি সেই তুমি—তাহাই দেব অসুর মানুষ সমন্বিত চরাচর জগৎ। অবিদ্যা মোহিত পুরুষগণ আত্মাকে ভিন্নভাবে দর্শন করে।

এ ভিন্নতা যাবে কি করে?

কেবল শিব শিব কর, কিছু ভাবতে হবে না—একবারে আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হবে। বল—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

ষোড়শ উচ্ছ্বাস

সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতম্ ॥
সর্ব্বায়ুধধরং ধ্যায়েৎ সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্ ॥
বিশ্বেশ বিরূপাক্ষ বিশ্বরূপ সদাশিব।
শরণং ভব ভূতেশ করুণাকর শঙ্কর ॥
হর শম্ভো মহাদেব বিশ্বেশামর বল্লভ।
শিব শঙ্কর সর্ব্বাত্মন্ নীলকণ্ঠ নমোঽস্তুতে ॥
মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় শম্ভবে।
অমৃতেশায় শর্ব্বায় শ্রীমহাদেবায় তে নমঃ ॥
এতানি শিব-নামানি যঃ পঠেন্নিয়ত সকৃৎ।
নাস্তি মৃত্যুভয়ং তস্য পাপরোগাদি কিঞ্চন ॥

ঋগবেদ পরিশিষ্টে

—এইসকল নাম যিনি নিত্য একবার পাঠ করেন তাঁর কোন পাপ রোগাদি মৃত্যুভয় থাকে না।

নিত্য একবার পাঠ কর্‌লে মৃত্যুভয় দূর হবে কি করে ?

নামের প্রভাবে দেহাভিমান দূর হয়ে যাবে, মৃত্যুভয়ের কারণ তো আমি দেহ এই বোধ, নাম কর্‌তে কর্‌তে আমিকে পাওয়া যাবে। চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলে শিব—এ জ্ঞান লাভ হবে, তখন মৃত্যুভয় থাকবে না।

একজন ভক্ত বলেছেন—

তুম্‌হরে বিনা নহী কুছভী জব
তব ফির মৈঁ কিস্‌লিয়ে ডরূঁ ।
মরণ সাজ সজ যদি আওতো
চরণ পাকড় সানন্দ মরূঁ ॥

—আচ্ছা শিব বিষ্ণু একত্বের কথা মহাভারতে আছে ?

হাঁ স্বয়ং ভগবান বাসুদেব বল্‌ছেন—হে পাণ্ডবেয় ! কপর্দ্দী জটিল মুণ্ড, শ্মশান গৃহবাসী উগ্রব্রতধর পরমদারুণ যোগী দক্ষযজ্ঞ হর ভগনেত্র হর রুদ্রকে যুগে যুগে নারায়ণস্বরূপ জ্ঞান কর্‌বে। হে পৃথা-তনয় ! দেবদেব মহেশ্বর পূজ্যমান হইলে প্রভু নারায়ণ পূজিত হয়েন। হে পাণ্ডুনন্দন ! আমি সমস্ত লোকের অন্তরাত্মা, অতএব আত্মস্বরূপ রুদ্রকে অগ্রে পূজা করিয়া থাকি। বরদাতা শিবকে আমি যদি পূজা না করি, তবে আমার আত্মাকে কেহ পূজা করিবে না। লোকসকল মৎকৃত প্রমাণের অনুসরণ করিয়া থাকে অতএব প্রমাণ সকলই পূজ্য এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে পূজা করি। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সেই আমাকে জানে, যে তাঁহার অনুগত সেই আমার অনুগত। হে কৌন্তেয় ! রুদ্র এবং নারায়ণ দ্বিধা একসত্ত্ব, সুতরাং সর্ব্বকার্য্যে ব্যক্তিত্ব হইয়া লোকমধ্যে বিচরণ করেন। হে পাণ্ডুনন্দন ! কোন ব্যক্তি আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ নহে। আমি মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া পুরাণ ঈশ্বর রুদ্রকে পুত্রের নিমিত্ত আপনিই আপনার আরাধনা করিয়াছিলাম। সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আত্মা-ভিন্ন অন্য কোন বিবুধকেই প্রণাম করেন না, এই হেতু আমি রুদ্রদেবকে ভজনা করি। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্রসহ দেবগণ ও ঋষিগণ সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরিকে ভজনা করেন। শান্তি পর্ব্ব।

তাহলে নারায়ণ শিবকে—শিব নারায়ণকে ভজনা করেন।

হাঁ এক নারায়ণই শিব সেজে 'রাম রাম' করেন আবার রাম সেজে 'শিব শিব' করে থাকেন। শিব বিষ্ণু কৃষ্ণ রাম—এতে কোন ভেদ নাই, নামভেদ মাত্র—তত্ত্বাংশে কোন ভেদ দেখা যায় না।

আচ্ছা আরও শুন সাত্ত্বিক পদ্মপুরাণের কথা—

রজোগুণধরো দেবঃ স্বয়মেব হরিঃ পরঃ।
ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় জগৎ স্রষ্টুং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫১

সৃষ্টিঞ্চ যাত্যনুযুগং যাবৎ কল্প বিকল্পনা।
নারসিংহাদিরূপেণ রুদ্ররূপেণ সংহরেৎ ॥ ৫২

সব্রহ্মরূপং বিসৃজন্মহাত্মা
জগৎ সমস্তং পরিপাতুমিচ্ছন্।
রামাদি রূপং সতু গৃহ্য পাতি
বভূব রুদ্রো জগদেতদত্তুম্ ॥ ৬৩॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে ১ম অধ্যায়

—স্বয়ং হরি রজ-গুণ অবলম্বনে ব্রহ্মারূপ ধারণ করে যুগে যুগে কল্পে কল্পে জগৎ সৃষ্টি করেন, নারসিংহ ও রুদ্রাদিরূপে সংহার করে থাকেন, আবার সেই মহাত্মা সমস্ত জগৎ পরিপালন কর্‌বার জন্য ব্রহ্মারূপ ত্যাগ করে রামাদি অবতাররূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক জগৎ পরিপালন করেন—আবার এই জগৎ সংহার কর্‌বার জন্য রুদ্ররূপ ধারণ করেন। তাহলে এক পুরুষোত্তমই সৃষ্টি স্থিতি নাশ লীলা করবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন। কেবল কার্য্য-ভেদের জন্য নামের ভেদ—এই তো?

হাঁ আরও শোন শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শিবকে স্তব কর্‌ছেন—

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিব-শক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা॥ ৪৩॥

৪।৬ শ্রীভা।

—ভগবান তুমিই শিব-শক্তিস্বরূপে, মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে, তদ্রূপ এই জগৎ লীলাছলে আপনা হতে সৃষ্টি কর্‌ছ, পালন কর্‌ছ, শেষে আপনাতেই উপসংহৃত করে নিতেছ।

আরও মজার কথা শুন্‌বে?

অয়ং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ।
বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধেশ্বরঃ॥
ন মে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেবাদ্যা ন মহর্ষয়ঃ।
একোঽয়ং দেবদেবাত্মা ভবানী বিষ্ণুরেবচ॥
অহংহি নিষ্ক্রিয়ঃ শান্তঃ কেবলো নিস্পরিগ্রহঃ।
মামেবং কেশবং দেবমাহু দেবীমথাম্বিকাম্॥ কৌর্ম্মে

—এই সনাতন নারায়ণ জগন্মাতা গৌরী জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর বহু প্রকারে আপনাকে বিভক্ত করে অবস্থান কর্‌ছেন। দেবগণ মহর্ষিগণ পরমতত্ত্ব জানে না। এই একমাত্র দেবদেব পরমাত্মা ভবানী ও বিষ্ণু, আমি নিষ্ক্রিয় শান্ত কেবল পরিগ্রহশূন্য আমাকেই দেব কেশব বলে এবং দেবী অম্বিকা বলে।

বেশ তা হলে বাবা মা আর স্বতন্ত্র নন্; যিনি বাবা তিনি মা, যিনি মা তিনি বাবা।

সমুদ্রে তরঙ্গে—সূর্য্যে সূর্য্যরশ্মিতে ভেদ আছে কি ?
সুন্দর সুন্দর জয় মা জয় মা শিব শিব।
আচ্ছা আরও শ্রবণ কর।

যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণুর্যথাত্বন্তু তথাহ্যুমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুঃরূপং ন ভিদ্যতে॥
বিষ্ণুরুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যারন্তরং তথা।
গঙ্গাগৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রূতে মূঢ়ধীস্তু সঃ॥ কাশীখণ্ডে

—শিব বল্‌ছেন, হে পার্ব্বতি! আমি যেমন তুমিও সেইরূপ, বিষ্ণু যেমন তুমি উমাও সেইপ্রকার। উমা যেমন গঙ্গাও তেমন। এই চারিটী রূপের ভেদ নাই, যে ব্যক্তি বিষ্ণু রুদ্র শ্রীগৌরী ও গঙ্গা গৌরী পৃথক বলে সে মূঢ়বুদ্ধি।

তুমি আমায় অপূর্ব্ব কথা শোনালে তোমায় পুনঃপুনঃ প্রণাম। বল বল আরও বল—

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিলক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতী ত্যপরে বৈ তাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥ নারদীয়ং

—তাঁকে কেহ উমা, কেহ শক্তিলক্ষ্মী, অপরে ভারতী, অম্বিকা, গিরিজা বলে থাকে।

সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই নানারূপে নানা নামে লীলা কর্‌ছেন—সকল নামের নামী সেই একজন।

সকৃৎ সংস্মরণাচ্ছম্ভোর্নশ্যতি ক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গোহপি তস্য বিঘ্নহনুমীয়তে॥
আদিত্য পুরাণে

—শিবকে একবার স্মরণ করলে ক্লেশ সমূহ নষ্ট হয়। মুক্তিলাভ করে শিব-স্মরণকারীর নিকটে স্বর্গও বিঘ্ন বলে মনে হয়।

ওঁ নমঃ শিবায়েতি যাজুষ মন্ত্রোপাসকো রুদ্রত্বং প্রাপ্নোতি কল্যাণং প্রাপ্নোতি। ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষদি।

—ওঁ নমঃ শিবায় এই যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উপাসক রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—কল্যাণ লাভ করে।

তংশ্রুত্বা তে মহানন্দাঃ স্ফুটস্পষ্টাক্ষর প্রিয়ম্।
বিনষ্টা শেষ পাপৌঘ্যা জ্যোতির্ম্ময় বপুর্ধরাঃ॥
সনৎকুমার সংহিতায়াং

—নমঃ শিবায় ব্যক্ত স্পষ্টাক্ষর-প্রিয় মন্ত্র শুনে তাদের নিখিল পাপ দূর হয়ে গেল, তারা জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করলো। বল শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস

বৃষাধিরূঢ়ং দেবেশং সর্ব্বলোকৈক কারণম্।
ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মাদিভি স্তুভ্যং পার্ব্বতী সহিতং শিবম্॥

বিষ্ণু পুত্রের জন্য তপস্যা করেছিলেন একথা কোথায় আছে? হরিবংশে কথিত হয়েছে কৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীর পুত্রের জন্য তপস্যা করেন। শিব উপস্থিত হলে তিনি শঙ্করকে দেখে স্তব করেন।

ততোহহৃষ্টমনাঃ বিষ্ণু স্তুষ্টাব হরমীশ্বরং।

শ্রীভগবানুবাচ

নমস্তে শিতিকণ্ঠায় নীলকণ্ঠায় বেধসে।
নমস্তে শোচিষে অস্তু নমস্তে উপবাসিনে॥ ১৩॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দেব ভক্তোহহং ত্রাহি মাং হর।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ ত্রাহি মাং সততং হর॥
রক্ষ দেব জগন্নাথ লোকান্ সর্ব্বাত্মনা হর।
ত্রাহি ভক্তান্ সদা দেব ভক্তপ্রিয় সদা হর॥ ৩৮॥

শ্রীহরিবংশে ভবিষ্যৎ পর্ব্বে-৮৭ অঃ

০

—শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিধাতা জ্যোতির্ম্ময় উপবাসি (সর্ব্বত্রস্থিত) শিবকে প্রণাম। হে দেব! হে হর ভগবান! আমি তোমার ভক্ত, আমায় রক্ষা কর। হে সর্ব্বাত্মন্ সকল ভূতের ঈশ্বর হর! আমায় সতত রক্ষা কর। হে দেব জগন্নাথ হর! লোক সকল রক্ষা কর। ভক্তপ্রিয় দেব হর! ভক্তগণকে সতত রক্ষা কর।

ততো বৃষধ্বজো দেবঃ শূলী সাক্ষাদুমাপতিঃ।
করং করেণ সংস্পৃশ্য বিষ্ণোশ্চক্রধরস্য হ॥১॥ ঐ ৮৮ অঃ

—অনন্তর বৃষধ্বজ দেব শূলী সাক্ষাৎ উমাপতি চক্রধর বিষ্ণুর হস্ত হস্তের দ্বারা ধারণ করত ভগবান রুদ্র সমস্ত মুনি ও দেবগণের সম্মুখে বল্‌লেন—হে দেবদেব চক্রপাণি জনার্দ্দন! একি? তোমার তপশ্চর্য্যা কেন? হে বিভো! তোমার প্রার্থনা কি? তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, হে হরে! তুমি তপস্যার তপস্যা।

পুত্রার্থং যদি তে দেব তপশ্চর্য্যা জনার্দ্দন॥ ৪॥

—হে দেব! পুত্রের জন্য যদি তোমার তপস্যা হয়, হে জগৎপতে! পূর্ব্বেই আমি তোমায় পুত্র দিয়াছি। ইত্যাদি—

অনন্তর শিব বিষ্ণুর স্তব করেন।

অহং ত্বং সর্ব্বগো দেব ত্বমেবাহং জনার্দ্দন।
আবয়োরন্তরং নাস্তি শব্দৈরর্থৈর্জগৎপতে॥ ৬০॥ ঐ

—হে দেব জনার্দ্দন! আমি তুমি সর্ব্বগত, তুমিই আমি। যেমন শব্দ ও তার অর্থের প্রভেদ নাই তদ্রূপ আমাদের উভয়ের কোন প্রভেদ নাই। হে গোবিন্দ! জগতে যে সকল নাম তোমার বলে বিখ্যাত সে সকল নাম আমারই—এতে বিচার করা কর্ত্তব্য নয়। হে জগন্নাথ! তোমার উপাসনাই আমার উপাসনা। যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেই দ্বেষ করে থাকে—এতে সংশয় নাই।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে ৭৪ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে—

যথা মৈনাকমাশ্রিত্য তপস্ত্বমকরোঃ প্রভো।
তথা মম বরং কৃষ্ণ সংস্মৃত্য স্থৈর্য্যমাপ্নুহি ॥ ৩৭ ॥
অবধ্যস্ত্বমজেয়শ্চ মত্তঃ শূরতরস্তথা।
ভবিতাসীত্যবোচং যত্তত্তথা ন তদন্যথা ॥ ৩৮

—হে প্রভো ! যেহেতু মৈনাক আশ্রয় করত তুমি তপস্যা করেছ তজ্জন্য হে কৃষ্ণ ! আমার বর স্মরণ করে স্থৈর্য্য লাভ কর। তুমি অবধ্য অজেয় এবং আমা হতে ও শূরতর হবে—এর অন্যথা হবে না।

তাহলে বিষ্ণু তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করে দুবার বর লাভ করেছিলেন ?

হাঁ আরও শোন—

এবং মুক্ত প্রত্যুবাচ, প্রণম্য জগতাং প্রভুঃ।
অহং লোকহিতার্থায় তপস্তপ্তুংসমুদ্যতঃ ॥ ১০৪

বরাহ পুরাণে ১৪৪ অঃ

—জগতের প্রভু শিবকে প্রণাম করে আমি লোকসকলের হিতের জন্য তপস্যা করতে সমুদ্যত হয়েছি। তোমার নিকট বর ইচ্ছা করে তোমার দর্শনে সমুৎসুক হয়েছি। হে জগতপতে ! তোমার দর্শন লাভ করে আমি কৃতার্থ হলাম্।

এ সাত্ত্বিক বরাহ পুরাণের কথা ?

হাঁ

শিব শিব। তবু শিব নামে কোন কোন বৈষ্ণব উদ্বিগ্ন হন।

তারপর শিব বললেন—হে দেব! ইহা মুক্তি ক্ষেত্র, দর্শন মাত্রেই মুক্তি দান করবে। এখানে গণ্ডস্বেদোদ্ভবা সরিৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা

গণ্ডকী—যার গর্ভে তুমি অবস্থান করবে। তুমি জগন্নাথ থাকবে বলে তোমার সান্নিধ্য কারণে—

অহং ব্রহ্মাচ দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ কেশব ॥১০৭

হে কেশব! আমি ও ব্রহ্মা দেববৃন্দ ঋষিগণ বেদসকল যজ্ঞসমূহ সর্ব্বতীর্থ সর্ব্বদাই এই গণ্ডকীতে অবস্থান করবো।

লোকের হিতের জন্য ঠাকুরটীকেও তপস্যা করতে হল!

নিজের আদর্শের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিলেন। তপস্যা ব্যতীত মানুষ কোনরূপ উন্নত হতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল কারণ তপস্যা। শ্রুতি বলেন—

স তপোঽতপ্যত—তিনি তপস্যা করেছিলেন। মহাভারতে আছে শিব বর দিতে এলে কৃষ্ণ বলেছিলেন, তোমাতে আমার অচলা ভক্তি হোক—

যদি প্রীতো মহাদেব ভক্ত্যা পরময়া বিভো।
নিত্যকালং তবেশান ভক্তির্ভবতি মে স্থিরা ॥ অনুশাসন ৩৫।৩৬

ঠাকুর ব্রহ্মাকে, তপস্যার উপদেশ করেছিলেন—তপ তপ বলে। ভগবান শঙ্কর তো তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। জ্ঞানলাভ করতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। তপস্যাকারী ভিন্ন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ সাধারণে বুঝতে পারে না। পুরাণাদির সমাধি ভাষা তপস্যার দ্বারা বিদিত হওয়া যায়—

তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্ত্যা নিবর্ত্ততে ॥

—তপস্যার দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সত্ত্ব গুণের দ্বারা মনকে পাওয়া

যায়—স্থির মনের দ্বারা আত্মলাভ হয়—আত্মাকে লাভ করে মানুষ কৃতার্থতা লাভ করে থাকে।

শিব বিষ্ণু তা হলে এক ?

এতে কোন সন্দেহ নাই—

মার্কণ্ডেয় বলছেন—

যো বিষ্ণুঃ স তু বৈ রুদ্রো যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ॥ ৩১ ॥

শ্রীহরিবংশ, ১২৫ অঃ, বিষ্ণুপর্ব্ব

—যিনি বিষ্ণু তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনি পিতামহ, একটী মূর্ত্তি তিনটী দেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বরদাতা লোককর্ত্তা লোকনাথ স্বয়ম্ভূ অর্দ্ধনারীশ্বর তীব্রব্রত সমাস্থিত—

যথা জলে জলক্ষিপ্তং জলমেবতু তদ্ভবেৎ।

যেমন জলে জল নিক্ষেপ কর্‌লে জলই হয়ে যায়, তদ্রূপ রুদ্রপ্রবিষ্ট বিষ্ণু রুদ্রময় হন, অগ্নিতে অগ্নি প্রবিষ্ট হলে যেমন অগ্নিময় হয়—

তথাবিষ্ণুং প্রবিষ্টস্তু রুদ্রোবিষ্ণুময়ং ভবেৎ॥ ৩৪

সেইরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট রুদ্রও বিষ্ণুময় হন।

রুদ্রমগ্নিময়ং বিদ্যাদ্বিষ্ণুঃ সোমাত্মকঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিষোমাত্মকঞ্চৈব জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্॥ ৩৫ ॥ ঐ

—রুদ্র অগ্নিময় বিষ্ণু, সোমাত্মক। স্থাবর জঙ্গম জগৎ অগ্নি ষোমাত্মক কর্ত্রী। চরাচর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকারক ও সংহারক—মহেশ্বর, রুদ্র ও বিষ্ণু। শুনলে ?

শুধু শুনলাম না, কৃতার্থ হলাম। বল বল—তুমি শিব নাম মহিমা বল।

মহাদেবেতি যো ব্রুয়াৎ প্রাতরুত্থায় নিত্যশঃ।
জন্মান্তর সহস্রেষু কৃতং পাপ বিনশ্যতি॥ সূতসংহিতায়াং

—যে মানব প্রাতে উঠে প্রত্যহ "মহাদেব" এই নাম উচ্চারণ করে, তার সহস্র জন্মান্তরকৃত পাপ বিনাশ হয়। শিব স্বয়ং বলেছেন—

মহাদেবাদি শব্দস্তু জিহ্বাগ্রে যস্য বর্ত্ততে।
মম প্রিয়তমা হ্যেতে পূজ্যাঃ সর্ব্বৈস্ত্বয়া যম॥
ঈশান সংহিতায়াং

—হে যম, যার রসনা 'মহাদেব' নাম জপ করে তারা আমার প্রিয়তম, তুমি এদের পূজা করবে।

যন্নাম কীর্ত্তনাৎ সদ্যঃ পতিতোঽপি বিশুধ্যতি।
কিং পুনস্তে মহাত্মন স্ত্বয়ি ভক্তি সমন্বিতাঃ॥ ঐ
মহাদেবাদি নামানি জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপিবা।
ঈরয়ন্তি জনো যে চ তে সর্ব্বে শিববন্মতাঃ॥ ঐ

—যম বল্লেন, যাঁর নামকীর্ত্তনে পতিত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়—যাঁরা তোমাতে ভক্তিযুক্ত তাদের কথা আর কি বলবো! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁরা মহাদেব প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁরা শিবতুল্য।

বল শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস

দংষ্ট্রা করাল বদনং জ্বলজ্জ্বলনমূর্দ্ধজম্।
বিভ্রাণং ত্রিশিখংদীপং ধ্যায়েদ্ভুজঙ্গভূষণম্॥
ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় ইতি পুণ্যাক্ষরাষ্টকম্।
মন্ত্রমাহ সকৃদ্‌যস্তু পাতকৈঃ স বিমুচ্যতে॥ লিঙ্গপুরাণে।

—ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র যে একবার উচ্চারণ করে, সে সমস্ত পাতক হতে মুক্ত হয়।

শিবশক্তিময়ং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং কোটি কোটিশঃ।
যঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ এবাত্মা যঃ কৃষ্ণঃ শিবঃ এব সঃ॥
শিবনিন্দাং হরিঃ শ্রুত্বা হৃদি শল্যমিবার্পণম্॥

গায়ন্ত্রীতন্ত্রে ৫ম পটলে

—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সব শিব-শক্তিময়, যিনি শিব তিনিই আত্মা কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব, হরি শিব নিন্দা শুনে হৃদয়ে শল্য অর্পণের মত মনে করেন।

এক মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবাঃ মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে

—এক মূর্ত্তি তিনটী দেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। যার মন নানা ভাবযুক্ত তার মুক্তি হয় না।

কেন?

সব আমার ইষ্টদেবতা "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" এইভাবে ভজন না কর্‌লে মুক্তিলাভ হয় না।

মুক্তি কি?

মুক্তির লক্ষণ অনেক। দেহাত্মবোধের নিবৃত্তিই মুক্তি।

আচ্ছা বাসুদেব তো কৃষ্ণের নাম?

শুধু কৃষ্ণের নাম নয়—ভগবান্ শঙ্করেরও নাম বাসুদেব।

বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্মা বাসুদেব ইতীরিতঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

—যিনি সকলের নিবাসস্থান এবং বিশ্বসমূহ যাঁর লোমে অবস্থান করে, তিনি জ্যোতির্ম্ময় বাসুদেব।

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃস বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বিষ্ণুপুরাণে

—সর্ব্বত্র ইনি, যেহেতু সমস্ত এতে বাস করে, তজ্জন্য বিদ্বান্‌গণ এঁকে বাসুদেব বলেন।

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষ্বপিচ সর্ব্বাত্মা বাসুদেব স্ততঃ স্মৃতঃ॥ ঐ

সেই পরমাত্মায় নিখিল ভূতগণ বাস করে; সর্ব্বাত্মা ভূতসকলে বাস করেন বলে বাসুদেব নামে স্মৃত হন।

ভূতেষু বসতে যোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥ ঐ

—যেহেতু ভূতগণের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে যিনি বাস করেন তাঁতে ভূত সমূহ বাস করে থাকে জগতের ধাতা প্রভু তজ্জন্য বাসুদেব এই নাম।

তাহলে বাসুদেব মানে শিব বিষ্ণু দুই-ই?

হাঁ—

আচ্ছা পরম শিবভক্ত উপমন্যুর কথা শোন তিনি কৃষ্ণকে শিব সহস্র নাম উপদেশ করে ছিলেন।

নমস্ত্রিপুরধারায় যজ্ঞবিধ্বংসনায় চ।
নমস্ত্রিপুর হন্ত্রে চ কালদণ্ড-ধরায় চ॥
নমো ভবায় শর্ব্বায় বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ।
ঈশানায় ভবঘ্নায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ॥
শিবমেভি স্তুবন্ দেবং নামভিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনৈঃ।
নিত্যমুক্তঃ শুচির্ভক্তঃ প্রীত্যাত্মানমাত্মনা।
এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপধারি পরম শিবকে নমস্কার—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস-কারীকে নমস্কার; ত্রিপুরাসুরের ত্রিপুর-নাশক ও মার্কণ্ডেয়কে নাশ

করবার জন্য অবগত যমকে দণ্ডদান যিনি করেছেন তাঁকে নমস্কার; ভব শর্ব্ব বিশ্বরূপকে নমস্কার; ঈশান, ভক্তগণের সংসার নাশক ও বিশ্বেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

জ্যোতির্ম্ময় শিবকে পুষ্টিবর্দ্ধন এই সকল নামের দ্বারা স্তব করে শুচি ভক্ত নিত্যমুক্ত হয়—এই শিব নামই পরম ব্রহ্ম, এঁর স্মরণে জীব পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

উক্তং শিবেতি যৈঃ পুণ্যং যথা হরেতি হরেতি চ।
ন তে দ্রক্ষ্যন্তি নরকং ন যমং দ্বিজসত্তম।
অচ্ছিদ্রংদেশ কালার্হ বস্তুতঃ স্থানতোঽপিবা।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সঙ্কীর্ত্তনং তব॥ শৈবে।

—হে দ্বিজসত্তম! যাঁরা পবিত্র শিব হর হর এই নাম সকল কীর্ত্তন করেন তাঁরা যম বা নরক দর্শন করেন না। কর্ম্মানুষ্ঠান দেশ কাল বস্তু স্থান শুদ্ধির অপেক্ষা করে। দেশ কালাদির জন্য যদি কর্ম্মানুষ্ঠান দোষযুক্ত হয় তাহলে কর্ম্মান্তে তোমার নাম সংকীর্ত্তন করলে কর্ম নিশ্ছিদ্র হয়—পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আচ্ছা বিষ্ণু যেমন শিবের তপস্যা করেছিলেন শিব বরপ্রাপ্তির জন্য কখনও বিষ্ণুর তপস্যা করেছেন?

হাঁ—

শ্রীরামস্য মনুং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ।
মন্বন্তর-সহস্রৈস্তু জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥
শ্রীরামোত্তরতাপিন্যুপনিষদে

—বৃষধ্বজ শঙ্কর কাশীধামে জপ হোম অর্চ্চনাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র সহস্র মন্বন্তর জপ করেন। অনন্তর রাম প্রসন্ন হয়ে দর্শন দান করে বর প্রার্থনা করতে বলেন। শিব প্রার্থনা করেন, আমার ক্ষেত্রে মণি-কর্ণিকায়, গঙ্গাজলে অথবা তটে যে দেহত্যাগ করবে তার যেন মুক্তি হয়। ইহা ভিন্ন আর কিছু চাহিনা। শ্রীরামচন্দ্র বলেন—হে দেবেশ! তোমার এই ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে যে কেহ, এমন কি কৃমি কীটাদিও আশু মুক্ত হবে—এতে কোন সংশয় নাই। অবিমুক্ত তোমার ক্ষেত্রে মুক্তি সিদ্ধির জন্য আমি পাষাণ প্রতিমাদিতে অবস্থান করবো। এখানে এই মন্ত্রের দ্বারা যে আমার অর্চ্চনা করবে ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপ হইতে তাকে মুক্ত করবো। যে কোন মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে তুমি আমার মন্ত্র উপদেশ করবে, সে মুক্ত হয়ে যাবে।

আচ্ছা তুমি বলেছ গুরুই শিব কিন্তু কেহ কেহ গুরু নাম ভালবাসে কেহ বা ইষ্টনাম ভালবাসে কেন?

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভক্তের ত্রিবিধ ভেদ হয়, কেহ গুরু প্রপন্ন, কেহ ইষ্ট প্রপন্ন, কেহ ভক্ত প্রপন্ন। যার যেটী স্বাভাবিক সেইটী অবলম্বন করলে মূল কেন্দ্রে আনন্দের উৎসে উপস্থিত হতে পারে। আনন্দের প্রস্রবণ বাইরে নাই অন্তরের অন্তঃস্থলে, সে উৎসে কত শত অবস্থিত রাগরাগিণী কত আলোকরাশি খেলা করছে—অহরহ সুধা ঝরছে। ফিরে যেতে হবে অন্তরে, আপনার প্রকৃতিগত গুরুদত্ত নাম অবলম্বন করে।

যদি কেহ গুরুনাম না করে ইষ্ট-নাম করে—তাতে অপরাধ হয় না?

না-না—গুরুই তো ইষ্ট-নাম দান করেছেন, নাম জপ করতে আদেশ করেছেন—তাঁর আজ্ঞা পালনে দোষ হবে কেন?

আচ্ছা রাম-ভক্তের শিব-নাম অপেক্ষা রামনাম ভাল লাগে কেন?

রাম-নামটী শিব গুরুরূপে দান করেছেন—নামের ভিতর শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন এইজন্য রামনাম ভাল লাগে।

স্বয়ং শিব বলেছেন—

অহং ভবন্নাম গৃনন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যাং সহিতো ভবান্যা ;
মুমূর্ষুমানস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম ॥ অধ্যাত্মরামায়ণে

—তোমার নাম গ্রহণে আমি কৃতার্থ হয়ে ভবানীর সহিত কাশীতে বাস করি। মুমূর্ষুগণের বিমুক্তির জন্য তোমার রাম-নাম মন্ত্র তাদের উপদেশ করি।

শিবের মত রামভক্ত আর কে আছে—পঞ্চমুখে সতত রামনাম কচ্ছেন। আবার রামের মত শিবভক্ত কে? তিনি রামেশ্বর-শিব এবং কোটি কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিবগীতায় রামের তপস্যার কথা আছে, তিনি রামকে অস্ত্র দান করেন উপদেশ দেন।

কৃষ্ণরূপে তপস্যার কথাতো বলেছি।

বড় অপূর্ব্ব কথা—

সত্যই অপূর্ব্ব কাহিনী। এক পুরুষোত্তমই শিব সেজে রাম রাম কচ্ছেন, আবার রাম সেজে শিব শিব করছেন। তাঁর অপার লীলা বোঝা সহজ-সাধ্য নয়—

কি সহজ—

অনন্যভাবে শরণগ্রহণ। শিবগীতায় শিব রামকে বলছেন।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ১৪।৪৩

এ মন্ত্র শিবগীতাতেও আছে?

হাঁ—

মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি যো বদেৎ।
একৈনৈব ভবেন্মুক্তির্দ্বাভ্যাং শম্ভু ঋণী ভবেৎ॥ শৈবে

—যে ভক্ত "মহাদেব মহাদেব মহাদেব" নাম বলেন একটী নামের দ্বারা মুক্তি হয়ে যায়, দুটী নামের জন্য শম্ভু ঋণী হয়ে থাকেন।

বল—শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

উনত্রিংশ উচ্ছ্বাস

কুর্ব্বান সন্নিধৌ দেব্যা দেবমানন্দ-তাণ্ডবম্ ।
হুতাশনধরং ধ্যায়েৎ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্ ॥
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেত্যয়ং ধ্বনিঃ ।
অপমৃত্যু-হরো নূনং কালমৃত্যোশ্চ নাশক ॥ শিবরহস্যে

মহাদেব মহাদেব মহাদেব এই ধ্বনি নিশ্চয় অপমৃত্যু হারক ও কাল-মৃত্যুনাশক।

মহাদেব মহাদেব মহাদেবেত্যয়ং ধ্বনিঃ ।
সংসার-বীজ-দাবাগ্নি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ঐ

মহাদেব মহাদেব মহাদেব এই অমৃতময় মনোরম রব সংসার বীজের দাবাগ্নি সত্য সত্য এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

S.P

আচ্ছা ভগবান রামানন্দ কি শিবপূজা করতেন? [শ্রীভগবান্ রামানন্দ অনন্য রামভক্ত ছিলেন। শিবের উপর তাঁর ভক্তি ছিল শিবের অবতার শ্রীমহাবীরের পূজা তিনি করতেন।

মহাবলং বায়ুসুতং মহামতিং প্রতপ্তচামীকরচারুলোচনম্ ।
শ্রীরামপাদাব্জনিবিষ্ট মানসংদ্বিড়ন্তকং শ্রীহনূমন্তমীড়ে ॥
শ্রীরামার্চ্চন পদ্ধতিঃ

এইরূপে স্তব করে পুষ্পাঞ্জলি দানের কথা তিনি বলেছেন। তারপর ভোগ নিবেদন হলে—

"ততো নিবেদিত নৈবেদ্যং মনসা চতুর্ভাগং পরিকল্প্য হনুমদ্ বিষ্বক্ সেনানন্ত গরুড় সুদর্শনেভ্যো নিবেদ্যানন্তরং পরাঙ্কুশাদিভ্যঃ স্বাচার্য্যেভ্যশ্চ নিবেদ্য শেষংভাগবতৈঃ সহ ভূঞ্জীত।" পুনরায় নিবেদিত রাজভোগ মনের দ্বারা চার ভাগ কল্পনা করে শ্রীহনুমান শ্রীবিষ্বকসেন শ্রীঅনন্ত শ্রীগরুড় এবং শ্রীসুদর্শনকে পূর্ব্বোক্ত পাঁচমন্ত্রে পৃথক পৃথক নিবেদন করত ও "পরাঙ্কুশ পরকাল যতিবরাদিভ্যো দিব্য সূরিভ্যো নমঃ মহানৈবেদ্যং সমর্পয়ামি" বলে তাঁদের মহানৈবেদ্য সমর্পণ করে "শ্রীনাথ যামুনযতিবরাদি স্বপূর্ব্বা চার্য্যেভ্যো মহানৈবেদ্যং সমর্পয়ামি" বলে ভোগ সমর্পণ করত ভক্তগণের সহিত ভোজন করবে। এইরূপ যখনই কিছু ভোগ দিবে তখন শ্রীহনুমান প্রভৃতিকে নিবেদন করে তবে প্রসাদ পাবে।

কেবল স্তব পূজা করতেন না, যা কিছু ভোজন করতেন তা শিবাবতার হনূমানজীকে দিয়ে খেতেন। সেইরূপ পদ্ধতি সম্প্রদায়ে করে গেছেন।

আচ্ছা হনূমানজী যে শিবের অবতার—একথা তিনি কোথাও বলেছেন?

হাঁ—

স্বাত্যাং কুজে শৈবতিথৌ তু কার্ত্তিকে
কৃষ্ণেঽঞ্জনাগর্ভত এব সাক্ষাৎ।
মেষে কপীট্ প্রাদুর্ভূচ্ছিবঃ স্বয়ং
ব্রতাদি না তত্র তদুৎসবং চরেৎ ॥৮২॥
শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জ ভাস্করে

—কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে স্বাতিনক্ষত্রে মঙ্গলবারে মেঘলগ্নে সাক্ষাৎ শিবই কপীশ্বর হনুমানরূপে স্বয়ং অঞ্জনা গর্ভ হতে প্রাদুর্ভূত হন। সেই দিন ভক্ত মানবগণ শ্রীহনুমানের জন্মোৎসব করবে। শিবের অবতারের পূজা—শিবের পূজা স্বতন্ত্র নহে। শ্রীমৎ তুলসীদাস গোস্বামী রামানন্দীয় শ্রীবৈষ্ণব, ইনি পরম শিবভক্ত ছিলেন। শিব বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধ তিনি দূর করে দিয়ে গেছেন। 'শিব' বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য এইজন্য শিবের পূজা বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ এইভাবে শিবের সেবা করেন।

সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সবার নিকটে মেগে লবে ইষ্ট ভক্তিবর॥

আচ্ছা শিব যে সকলের প্রধান—একথা কি বেদে উপনিষদে আছে ?

নিশ্চয়ই, বেদে রুদ্রাধ্যায় প্রসিদ্ধ উপনিষদেও শিবের প্রাধান্য যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য
ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥৩।২
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি

কারণ রুদ্র একই। ব্রহ্মবিদসমূহ দ্বিতীয় কারও আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন না, অর্থাৎ রুদ্রকেই দেখেছিলেন—যে রুদ্র এই লোক-সকলকে স্বীয় শক্তি

প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন—যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করছেন—যিনি ব্রহ্মাণ্ডসকল সৃষ্টি করত পালন করেন ও অন্তকালে সংহার করেন।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৩।৪॥ ঐ

—যিনি দেবগণের উৎপত্তির কারণ, অণিমাদি বিভূতিলাভের কারণ, বিশ্বের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, যে রুদ্র পূর্ব্বে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেছিলেন সেই রুদ্র আমাদিগকে শুভ বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৩।৫ ঐ

হে রুদ্র গিরিতে অর্থাৎ শরীরে অথবা কৈলাসে অবস্থানপূর্ব্বক তোমার যে কল্যাণময় অভীষণ শান্ত আনন্দদায়ক পুণ্য প্রকাশক শরীর সেই সুখতম শরীরের দ্বারা আমাদিগকে দেখ—মঙ্গল বিধান কর।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৩।৬॥

করিন্
—হে শরীরে অবস্থানপূর্ব্বক সুখবিধানকারী—দেহে থেকে স্বভক্তের

রক্ষা কর্ত্তা! নিক্ষেপ করবার জন্য তুমি যে বাণ হাতে নিয়েছ সেই বাণকে কল্যাণময় কর। আমাদের পরিজনকে এবং জগৎকে হিংসা করো না।

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং
যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈক পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥৩।৭॥

—জগদরূপী, বিরাট হতে পরশ্রেষ্ঠ, হিরণ্য গর্ভতেও শ্রেষ্ঠ, মহান্, ভিন্ন ভিন্ন দেহ অনুসারে সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এবং বিশ্বের একমাত্র আচ্ছাদক সেই ঈশকে জেনে প্রাণিগণ অমৃত অর্থাৎ অমর হয়।

সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভুতে গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥৩।১১

—যেহেতু সকলের মুখ মস্তক গ্রাবা তাঁরই, এবং সমস্ত ভূতগণের হৃদয় গুহায় অবস্থানকারী সর্ব্বব্যাপী, সেই ভগবান্ শিব সেইহেতু সর্ব্বগত—সকলস্থানে অবস্থিত।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলমিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩॥১২

—ইনি মহান্ প্রভু সৃষ্টি স্থিতি সংহারে সমর্থ পুরুষ, হৃদয় গুহাশায়ী এই সুনির্ম্মল পরমপদ প্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণের প্রেরণকারী-ঈশান অব্যয় জ্যোতির্ম্ময়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ !
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥৩॥১৭॥ ঐ

—সেই শঙ্কর সকল ইন্দ্রিয়ের গুণযুক্তরূপে আভাসিত হন কিন্তু তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, তিনি সকলেরই প্রভু নায়ক স্বামী ঈশান, সকলের আশ্রয় পরমকারণ।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহীমানমীশম ॥৩॥২০॥

—অণু হতেও অণুতর, মহৎ হতেও মহত্তর, আত্মা, এই সমস্ত প্রাণীর হৃদয় গুহায় অবস্থিত পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সেই বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিরহিত হৃদয়স্থিত তাঁকে ক্ষয়বৃদ্ধিহীন ঈশ-স্বরূপে বিদ্বানগণ দর্শন করেন ও তার ফলে বীতশোক—সকল দুঃখের অতীত হন।

শ্রুতিতেও সুস্পষ্টভাবেই ভগবান্ শিবের কথা বলেছেন। সকল বেদ উপনিষদের বেদ্য একমাত্র পরম ব্রহ্ম শিব। এই শিবকে যে ভক্তি করে, যে শিবের নাম জপ করে, সে চিরদিনের জন্য নির্ভয় হয়ে যায়। শিব শিব জপ কর্‌তে কর্‌তে আপনার অন্তরে নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার—শিবের দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হয়?

শিবের মূর্ত্তি দেখতে পায় না?

অবশ্যই পায়, উমা সহায় ত্রিলোচন তাকে দর্শন দান করেন। বল—শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

বিংশ উচ্ছ্বাস

চন্দ্রার্দ্ধমৌলিং কালারিং ব্যাল-যজ্ঞোপবীতিনম্ ।
জগৎপাবক-সঙ্কাশং ধ্যায়েদ্দেবং ত্রিলোচনম্ ॥
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেত্যয়ং ধ্বনিঃ ।
সংসার-সর্পদষ্টানাং দিব্যৌষধমনুত্তমম্ ॥ শিবরহস্যে

মহাদেব মহাদেব মহাদেব—এই মধুর রব সংসার সর্পদষ্টগণের অলৌকিক অতি উত্তম ঔষধ।

সংসার কি সর্প?

সংসার সর্প—একথা অতি সত্য। সর্পদংশনে কিছুক্ষণ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগের পর জীব দেহত্যাগ করে। আর "আমি আমার" রূপ সংসার সর্প যাকে দংশন করে সে জন্ম জন্মান্তর জলতে থাকে। তাকি এক প্রকার জ্বালা! কামের জ্বালা ক্রোধের জ্বালা লোভের জ্বালা মান অপমান নিন্দা সুখ্যাতি কত জ্বালায় যে সংসার সর্পদষ্টগণ জ্বলে কেহ তাহা নির্ণয় কর্‌তে পারে না।

এই মহাদেব নাম কীর্ত্তন—

বশীকরোতি ব্যাঘ্রাদীনপি সত্যং ময়োচ্যতে। ঐ

—ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ সর্পাদি হিংস্র জন্তুগণকে বশীভূত করে—আমি সত্য বল্‌ছি।

মহাদেব মহাদেবেতুচ্চরন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মৃত্যুং ন গণয়ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥ ঐ

জিতেন্দ্রিয় ভক্ত "মহাদেব মহাদেব" এই পরম পাবন মহামন্ত্র উচ্চারণ করত মৃত্যুকে গণনা করেন। সেই সোপান স্বরূপ মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে দিব্য বিমানে উঠে পরম পদে প্রবিষ্ট হয়। আমি সত্য সত্যই একথা বল্‌ছি। শ্রুতি বলেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৬॥৭

—সেই ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পরম দেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পতি, শ্রেষ্ঠ অক্ষর হতে পরম উত্তম, ত্রিভুবনের ঈশ্বর স্তবার্হ জ্যোতির্ম্ময়কে আমরা জানি।

"মহেশ্বর" শিবের নাম ?

হাঁ—

তদনুস্মৃতি কল্যাণ বার্ত্তামিহ মহেশ্বর।
স্মৃত্বা কিঞ্চন্ন দুষ্প্রাপং ন মে কাশ্চন ভীতয়ঃ॥
বশিষ্ঠ রামায়ণে

—হে মহেশ্বর! তোমার অনুস্মরণ কল্যাণ বৃত্তান্ত স্মরণ করে এ জগতে আমার কিছু দুষ্প্রাপ্য নাই, আমার কোন ভয় নাই, তোমায় স্মরণ করতে আমার মন তোমাময় হয়ে গেছে—কাজে কাজেই সে চির নির্ভয়।

ত্বদনুস্মরণানন্দ পরিপ্লাবিত চেতসাম।
নতে সন্তি জগৎ কোণে প্রণমন্তি ন যে পুনঃ॥ ঐ

—তোমার অনুস্মরণ আনন্দ পরিপ্লাবিত সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত স্বাতন্ত্র্য-রহিত-চিত্ত ভক্তগণকে যারা প্রণাম করে না—এ জগতে এমন লোক নাই। ত্বদ্‌গতাচিত্তগণের চরণে সকলেরই মস্তক অবশভাবে লুটিয়ে পড়ে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়ব-ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ৪।১০

শেতাশ্বতর:

—প্রকৃতিকে মায়া এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলে জান্‌বে। সেই মহেশ্বরের অবয়বভূত বস্তুসকলের দ্বারা এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত আচ্ছন্ন পূর্ণ।

জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি সব তাঁরই অবয়ব?

হাঁ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম যজমান সোম সূর্য্য সবই সেই মহেশ্বরের অবয়ব। শ্রীভগবান বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেবচ;
অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥

—ভূমি আদি পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরা প্রকৃতি।

তাহলে জগতের ভিতরে বাইরে তিনি ছাড়া আর কিছু নাই!

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে ব্যেপে একমাত্র মহেশ্বরই আছেন—একথা বল্‌লেও ঠিক বলা হয় না, ভিতর বার কিছু নেই—সৈন্ধব ঘনের মত জমাট বাধা সব এক তিনি—

"বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বহু হব জন্মাব এই আদি সঙ্কল্প। যা কিছু সব তিনি।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতর্চ্চযোঽবশিষ্যতে সোঽস্ম্যহম্। ২।৯.৩২
শ্রীমদ্ভাগবত

আদিতে একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল সূক্ষ্ম প্রধান আদি কিছু ছিল না; পরে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যে সৃষ্টি তা ব্যক্ত হল। এই চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—এ আমি এবং প্রলয়ে জগৎ লয় হলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাও আমি।

তাহলে ভজন সাধন যা কিছু সব সেই এককে জানবার জন্য?

শুধু জানার নাম পরোক্ষ জ্ঞান। শিব শিব করে আপনার মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। ভক্তির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়; তত্ত্বত তাঁকে জেনে তাতে প্রবেশ করতে হয়।

তাঁতে প্রবেশ করতে পারা যায়?

হাঁ যখন গ্রন্থি মোচন হয়ে যায় তখন জীব হসন্ত মকারের ম্ ম্ ম্ সাহায্যে পরমানন্দময় পরমাকাশে প্রবেশ করে।

ও বুঝি না, তুমি আমায় বোঝবার মত করে বল। সেই ভস্মভূষিত ডমরু ত্রিশূলধারী শ্বেতকায় শিবকে চোখে দেখা যায়? বার বার জিজ্ঞাসা করছি কিছুমনে করোনা।

হাঁ দেখা যায়, শিব শরণাগত ভক্তকে দেখা দেন। আমি শতবার সহস্রবার অযুতবার লক্ষবার কোটিবার বল্‌বো—শিব অপ্রাকৃত রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন—দেন—দেন।

আচ্ছা শোন—

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতি সূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥৪॥১৬॥ শ্বেতা

ঘৃতের উপরে সরের মত সার ভাগের ন্যায় পরমানন্দ প্রদায়ক অতি সূক্ষ্ম সকল ভূতে নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রূপে গূঢ় শিবকে জানলে, একমাত্র সর্ব্বতোভাবে আবৃতকারী জ্যোতির্ম্ময়কে প্রত্যক্ষ কর্‌লে সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়।

তিনি সব আবৃত করে রেখেছেন?

হাঁ—তিনি সব সেজে আবার সব আবৃত করেন। এইটী না জেনে, অজ্ঞানবশে বহুদর্শন করে জীব বন্দী হয়। বহুদর্শনকারিগণকে শ্রুতি বলেছেন -

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্॥

—জগতে যা কিছু অনিত্য বস্তুসকল আছে এ সমুদয়ই মহেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য। সেই ত্যাগের দ্বারা আপনাকে পালন কর। কারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না। ধন আবার কার।

কারুর ধনে আকাঙ্ক্ষা করোনা কেন ?

ধন হতেই যা কিছু। ধনই সমস্ত অনর্থের মূল। কাঞ্চন কামিনীই মানুষকে পশুর মত বেধে রেখেছে। এ পাশ মুক্তির উপায় কেবল 'শিব শিব' জপ।

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ ১৫॥১৩॥

শ্বেতা—

ভাবের দ্বারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা গ্রহণীয়, উৎপত্তি নাশের হেতু, প্রাণাদি ষোড়শ কলা সৃষ্টিকারী, জ্যোতির্ম্ময় শিবকে যাঁরা জানেন তাঁরা 'আমি দেহ' এই অভিমান ত্যাগ করেন।

ষোড়শ কলা কি ?

প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্ন সম্ভূত বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রসমূহ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, লোকসমূহ ও লোক সমূহে অবস্থিত নাম সকল।

শিবকে জানলে 'আমি দেহ' এ অভিমান কি করে যায় ?

জান্‌লে অর্থে প্রত্যক্ষ করলে। হৃদয় কমলে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম ওঙ্কার যখন নানা রাগরাগিণী আলাপ কর্‌তে থাকেন—মন আকৃষ্ট হয়ে ছুটে গিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন জ্যোতি সাগরে অহং জ্ঞানের অবসান হয়ে যায়।

এরকম হয় ?

তুমি শিব শিব কর, ব্যস তা হলেই দেখতে পাবে—বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র. সকল শাস্ত্র, সমস্ত সাধুগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছেন—

ঈশ্বর আছেন, তাঁকে মানুষ দেখতে পায়। ঈশ্বর দর্শনের জন্য মানব দেহ লাভ করে। কোন চিন্তা নাই—চোখ বুজে শিব শিব শিব কর, মাকে নিয়ে শিব স্বয়ং এসে তোমার হাত ধর্‌বেন, মা তোমায় বুকে করে নেবেন—একথা আমি শপথ করে বল্‌ছি। বল—শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

একবিংশ উচ্ছ্বাস

আকর্ণকৃষ্টেধনুষি জ্বলন্তীং দেবীমিষুং ভাস্বতী সন্দধানম্।
ধ্যায়েন্মহেশং মহনীয়বেষং দেবাযুতং যোধতনুযুবানম্॥
শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্রেতি যস্তং ব্রুয়াদ্বিচক্ষণঃ।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বদেবস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

রুদ্রহৃদয়োপনিষদি—

—যে বিদ্বান্ ব্যক্তি 'শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্র' এই নাম উচ্চারণ করেন সর্ব্বদেবের কীর্ত্তন হেতু তিনি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন।

রুদ্র নামটী শিবের?

হাঁ এই নামটী বেদ উপনিষদ্ প্রসিদ্ধ নাম। রুদ্রাধ্যায় বেদে কথিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্রের নাম আছে—তা বলেছি। আচ্ছা আরও শুন।

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ৪।২১॥

শ্বেতাশ্বতর—

—অজাত জন্মাদি-বর্জ্জিত, অতএব জন্মাদি ভয়ে ভীত কোন ভক্ত তোমার প্রপন্ন হয়, হে রুদ্র! তোমার যা দক্ষিণ মুখ তার দ্বারা আমাকে সতত রক্ষা কর।

আচ্ছা শিব যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা কি কোন উপনিষদে আছে ?

আছে বৈকি। মহাভারত ও ভাগবতাদি পুরাণ কর্ত্তা ব্যাসদেব কি বল্‌ছেন শুন।

প্রণম্য শিরসা পাদৌ শুকো ব্যাসমুবাচ হ।
কোদেবঃ সর্ব্বদেবেষু কস্মিন্ দেবাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২
কস্য শুশ্রূষণান্নিত্যং প্রীতা দেবা ভবন্তি মে।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পিতা শুকম্ ॥ ৩ ॥

রুদ্রহৃদয়োপনিষদি—

—শুকদেব মস্তকের দ্বারা ব্যাসের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বল্‌লেন—সকল দেবতার মধ্যে কোন্ দেব বিদ্যমান, কোন্ দেবতা-বিশেষে সমস্ত দেবগণ অবস্থিত, নিত্য কার শুশ্রূষার দেবদল প্রীত হন ?

তাঁর সেই কথা শুনে বেদব্যাস বলেছিলেন—

সর্ব্বদেবাত্মকো রুদ্রঃ সর্ব্বে দেবাঃ শিবাত্মকাঃ।
রুদ্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে রবির্ব্রহ্মা ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৪ ॥

—রুদ্র সর্ব্বদেবাত্মক আর সমস্ত দেবতা শিবাত্মক, রুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে রবি-ব্রহ্মা-অগ্নিত্রয়। বামপার্শ্বে উমা বিষ্ণু সোম।

যা উমা সা স্বয়ং বিষ্ণুর্যো বিষ্ণুঃ স হি চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥

—যিনি উমা তিনি বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনি চন্দ্রমা। যারা গোবিন্দকে

প্রণাম করে তারা শঙ্করকেই প্রণাম করে। যারা ভক্তি সহকারে হরিকে অর্চ্চনা করে তারা বৃষধ্বজকেই অর্চ্চনা করে থাকে, যারা বিরূপাক্ষকে দ্বেষ করে তারা জনার্দ্দনকেই দ্বেষ করে।

যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥ ৭। ঐ

যারা রুদ্রকে জানেনা তারা কেশবকে জানে না। রুদ্র হতে বীজ প্রবর্ত্তিত হয়—বীজযোনি জনার্দ্দন, যিনি রুদ্র তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনি হুতাশন, রুদ্র ব্রহ্মাবিষ্ণুময়, জগৎ অগ্নিষোমাত্মক, সমস্ত পুংলিঙ্গ ঈশান আর নিখিল স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা। স্থাবর জঙ্গম প্রজা-সমূহ উমা রুদ্রাত্মক। ব্যক্তসমূহ উমারূপ এবং অব্যক্ত মহেশ্বর—

উমা-শঙ্কর-যোগো যঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে।

উমাশঙ্করের যে যোগ সেই যোগ বিষ্ণু। যে ভক্তি-সমন্বিত ব্যক্তি তাঁকে নমস্কার করে (সে কৃতার্থ হয়) আত্মা, পরমাত্মা এবং অন্তরাত্মা এই ত্রিবিধ আত্মাকে জেনে পরমাত্মাকে আশ্রয় কর্‌বে।

অন্তরাত্মা ভবেদ্ ব্রহ্মা পরমাত্মা মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বিষ্ণুরাত্মা সনাতনঃ॥ ১৩॥

—ব্রহ্মা অন্তরাত্মা, মহেশ্বর পরমাত্মা, আর সমস্ত ভূতের আত্মা সনাতন বিষ্ণু—

তাহলে বিষ্ণু হলেন সকলের আত্মা—আর শিব পরমাত্মা।

হাঁ—গীতাতেও ঠাকুরটী বলেছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

তারপর শুন—পৃথিবীতে এই ত্রৈলোক্য বৃক্ষের অগ্র বিষ্ণু, মধ্য ব্রহ্মা, মূল মহেশ্বর। কার্য্য বিষ্ণু, ক্রিয়া ব্রহ্মা, কারণ মহেশ্বর। প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রুদ্র আপনার একটী মূর্ত্তিকেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে তিন প্রকার করেছেন।

ধর্ম্মো রুদ্রো জগদ্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞানং পিতামহঃ।
শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্রেতি যস্তং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ॥ ১৬॥
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বদেবস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৭॥
রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥
রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মী স্তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৮॥
রুদ্রঃ সূর্য্য উমা ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রঃ সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৯॥
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি স্তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি স্তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২০॥
রুদ্রো বহ্নিরুমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২১॥
রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
রুদ্রোঽর্থ অক্ষরঃ সোমা তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২॥
রুদ্রো লিঙ্গমুমা পীঠং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।
এভির্মন্ত্রপদৈরেব নমস্যামীশপার্ব্বতীম্॥ ২৩॥

যে যে-স্থানে থাক্‌বে এই মন্ত্র বল্‌বে—ব্রহ্মহত্যাকারী জলমধ্যে এই মন্ত্র পাঠ কর্‌লে সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়।

সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সচ্চিদানন্দরূপং তদবাঙ্‌মনসগোচরম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মিন্ সুবিদিতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাদিদং শুক।
তদাত্মকত্বাৎ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ভিন্নং নহি ক্বচিৎ ॥ ২৭ ॥

—সকলের অধিষ্ঠান অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম সনাতন, বাক্য মনের অগোচর সচ্চিদানন্দরূপ, হে শুক, তাঁকে সুবিদিত হলে এই সমস্ত বিশেষ-রূপে জানা যায়। সকলের তদাত্মকত্ব তিনি আত্মা—এই হেতু তাঁহা হতে ভিন্ন আর কিছু নাই।

কি হল?

জগতের যা কিছু সবই প্রাণের রূপ। প্রাণ-স্পন্দনই বিবিধ আকার ধারণ করে জগতে বিরাজ কচ্ছেন। শিব প্রাণাধিপ আত্মা কাজেই শিব ভিন্ন আর কিছু নাই।

তিনি কিভাবে জীবের মধ্যে আছেন?

নাদাত্মক ওঙ্কার জ্যোতিরূপে তিনি ভিতরে বাহিরে বিরাজমান। যেমন এক আকাশ সকলের অন্তরে বাইরে বিরাজ কচ্ছেন তেমনি শিবও বাহ্যাভ্যন্তরে বিরাজিত—যখন অনাহত ধ্বনিনাদে ওঙ্কার উর্দ্ধমুখ হয়ে শ্রীভগবানে প্রবেশ করে স্থির হয়ে যান তখন জীব দেহ-গণ্ডিমুক্ত হয়ে সীমা ছেড়ে অসীমে মিশেন।

ধনুস্তারং শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্যং সর্ব্বগতঞ্চৈব শরঃ সর্ব্বগতোমুখঃ।
বেদ্ধা সর্ব্বগতশ্চৈব শিবলক্ষ্যং ন সংশয় ॥ ৩৯ ॥

—প্রণব ধনু শর আত্মা ব্রহ্ম তার লক্ষ্য, অপ্রমত্ত ভাবে সেই ব্রহ্মকে আত্মশরের দ্বারা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আর শর যেমন লক্ষ্যের সহিত একীভূত হয়ে থাকে তদ্রূপ তন্ময় হবে। লক্ষ্য সর্ব্বগত, শর সর্ব্বগত, বেদ্ধা সর্ব্বগত, শিব লক্ষ্য এসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

এসব রহস্য বুঝি না, আমায় বুঝিয়ে দেবে?

অনুভবের জিনিস ভাষায় বোঝান কঠিন, তথাপি পরে তোমায় বোঝাবার চেষ্টা কর্‌বো।

আমার, তোমার কথায় কেবল মনে হয়, যদি নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় প্রণব শিব হন তাহলে কি তাঁর রূপ নাই?

উমারমণ পঞ্চবদন-রূপ তাঁর নিশ্চয়ই আছে। জ্যোতি নাদ সব তাঁর সূক্ষ্ম রূপ, এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তাঁর স্থূলরূপ এবং সচ্চিদানন্দঘন উমারমণ রূপ তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপ। যোগী বা জ্ঞানী তাঁকে অসীম জ্যোতি, পরমাকাশ রূপে চান, তাই তাঁরা পান; আর ভক্ত তাকে ভগবান্‌-রূপে চান, সেইরূপে পান। জ্ঞানীর মনোবাক্যের অতীত ভগবান্‌ ভক্তের কাছে রূপ ধারণ করে আসেন, কথা কন, বর দেন। একথা শুন্‌লে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তিনি আকাশের মত—শুন্‌লে সব খাই হারিয়ে যায়।

আকাশ তাঁর অপরা প্রকৃতির আটটীর একটী।

আচ্ছা জ্যোতি কি দেখা যায়?

স্বশরীরে স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
ক্ষীণদোষাঃ প্রপশ্যন্তি নেতরে মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৪৯। ঐ

—স্বীয় শরীরে স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মাকে ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণ দেখ্‌তে পান, মায়াবদ্ধ জীবগণ দেখতে পায় না। কোন ভাবনা নাই। কেবল উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে বল—শিব! শিব! শিব!

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

দ্বাত্রিংশ উচ্ছ্বাস

ধ্যায়েদ্দেবং সুস্মিতং স্যন্দনস্থং দেব্যা সার্দ্ধং তেজসা দীপ্যমানম্।
ইষ্বিষ্বাসালঙ্কৃতাভ্যাং করাভ্যাং শূরাকারং স্তূয়মানং সুরাদ্যৈঃ॥
স্মরণাদেব রুদ্রস্য পাপসংঘাতপঞ্জরম্।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রহতো যথা॥

লিঙ্গপুরাণে—

—বজ্রহত গিরির মত রুদ্রের স্মরণ মাত্রেই পাপসমূহের দেহ শতধা শতখণ্ডে বিদীর্ণ হয়, অথবা পঞ্জর (খাঁচা) যেমন পক্ষীর সর্ব্বতোভাবে বন্ধক, পাপসঙ্ঘাতও জীবরূপ পক্ষীর বন্ধক; রুদ্রের স্মরণে তা ভিন্ন হয়ে যায়।

নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্ রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমাপ্নুয়াৎ।
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্ রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চয়েৎ॥ ঐ

—না, মনুষ্য রুদ্র হয়ে রুদ্রকে স্মরণ কর্‌বে, মানব রুদ্র হয়ে রুদ্রকে প্রাপ্ত হবে, মানব রুদ্র হয়ে রুদ্রকে কীর্ত্তন কর্‌বে; নর রুদ্র হয়ে রুদ্রকে অর্চ্চনা কর্‌বে।

রুদ্র হয়ে রুদ্রকে স্মরণ কর্‌বে— এর অর্থ কি?

মানুষের দেহে আত্মাভিমান—'আমি দেহ' বোধ হল সংসারের যত দুঃখের কারণ। বাস্তবিক জীব দেহ নয়—তাঁরই অংশ; আমি দেহ নই, শ্রীভগবানের অংশ—এই ভাবটী রেখে স্মরণ কীর্ত্তন পূজাদি কর্‌তে

হয়। শাস্ত্রান্তরে আছে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবতা হয়ে দেবতার পূজা কর্‌বে।

রুদ্রেত্যভিহিতে দেবি অগ্নিষ্টোমং ফলং লভেৎ।

কালীপুরাণে

হে দেবি! রুদ্রনাম উচ্চারণ কর্‌লে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয়।

সর্ব্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু।
পুরুষো বৈ রুদ্রস্তন্মহো নমো নমঃ॥
বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানঞ্চ যৎ।
সর্ব্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু॥ ২৪॥

নারায়ণোপনিষদি

—সকলই রুদ্র—সেই রুদ্রকে নমস্কার, পুরুষই রুদ্র—সেই জ্যোতিকে নমস্কার। বিশ্ব, ভূত, আশ্চর্য্য, বহুরূপে জাত ও যা জায়মান সব রুদ্র—সেই রুদ্রকে নমস্কার।

নারায়ণ উপনিষদেও রুদ্রকেই সব বল্‌লেন—

হাঁ আর শোন—

ওঁ দেবা হবৈ স্বর্গং লোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেক প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি ন চান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি।

অথর্ব্বশির উপনিষদে

—দেবগণ স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে রুদ্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—

আপনি কে ? তিনি বল্লেন—একমাত্র আমি প্রথমে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতে থাক্‌বো। আমা হতে ভিন্ন অন্য কেহ নাই। সেই আমি অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট (আত্মায় পরমাত্মারূপে অবস্থিত), দিক্ সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট, সেই আমি নিত্য, অনিত্য, ব্যক্ত, অব্যক্ত, ব্রহ্ম, অব্রহ্ম (পরমমহান্ পরমাণু), আমি পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর, আমি অধঃ উর্দ্ধ, আমি দিক্ প্রতিদিক্, আমি পুরুষ অপুরুষ স্ত্রী, আমি গায়ত্রী, আমি সাবিত্রী, আমি ত্রিষ্টুপ্ জগতী অনুষ্টুপ্, আমি ছন্দ, আমি গার্হপত্য দক্ষিণ আবহনীয় অগ্নি, আমি সত্য, আমি বাক্য, আমি গৌরী, আমি ঋগ্, আমি যজুঃ, আমি সাম, আমি অথর্ব্ব, অঙ্গিরস, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বরিষ্ঠ, আমি জল, আমি তেজ, আমি গুহ্য, আমি অরণ্য, আমি অক্ষর কারণ, আমি ক্ষর কার্য্য, আমি সম্মুখ জ্যোতি, আমি সর্ব্বেভ্যো মামেব স সর্ব্বঃ সমাং, যো মাং বেদ—যে আমাকে জানে—সে নিখিল দেবগণকে জানে, সাঙ্গ সমস্ত শব্দব্রহ্ম বেদকে, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পৃথিবীকে, গোগণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিকে, হরির দ্বারা আয়ু, আয়ুর দ্বারা সত্য, সত্যের দ্বারা ধর্ম্মকে, ধর্ম্মের দ্বারা, স্বীয় তেজের দ্বারা সকলকে তর্পিত করি।

ঠাকুরটী আপনার পরিচয় আপনিই দিলেন ?

তিনি অনাদি অজ। তাঁর পরিচয় তিনি ভিন্ন কার সাধ্য প্রদান কর্‌তে পারে! তারপর দেবগণ উর্দ্ধবাহু হয়ে রুদ্রের স্তব কর্‌তে লাগলেন। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি বিষ্ণু—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান রুদ্র তিনি অগ্নি—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি বায়ু—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি সূর্য্য—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান রুদ্র তিনি অষ্টগ্রহ—তাঁকে নমস্কার

নমস্কার। যিনি ভগবান রুদ্র তিনি সোম—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি ভূঃ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি স্বর্লোক—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি মহ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি পৃথিবী—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান রুদ্র তিনি অন্তরীক্ষ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি দ্যৌ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি আপ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি তেজ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি কাল—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি যম—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান রুদ্র তিনি মৃত্যু—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি অমৃত—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি আকাশ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি বিশ্ব—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি স্থূল—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি সূক্ষ্ম—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি শুক্ল—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি কৃষ্ণ—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি কৃৎস্ন—যা কিছু সমস্ত—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি সত্য—তাঁকে নমস্কার নমস্কার। যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনি সর্ব্ব চরাচর অখিল জগৎ—তাঁকে নমস্কার। ভূ তোমার আদি। ভুব মধ্যে স্বঃশীর্ষ তুমি বিশ্বরূপ। তুমি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তুমি দ্বিধা ত্রিধা অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিরূপে দুই, সত্ত্ব রজঃ তম গুণরূপে তিন। তুমি বৃদ্ধি, তুমি শান্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি হুত, তুমি অহুত, তুমি দত্ত, তুমি অদত্ত, তুমি সর্ব্ব, তুমি অসর্ব্ব, তুমি বিশ্ব, তুমি অবিশ্ব, তুমি কৃত অকৃত, তুমি পর, তুমি অপর, পরায়ণও তুমি—এইরূপে দেবগণ শিবের স্তব করেছিলেন।

লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ তামস পুরাণ; অথর্ব্ব শিব উপনিষৎ তো তামস নয়। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! শিবের মহিমা শুনে ধন্য হলাম, আমার জন্ম সফল হল. আমি নিশ্চয় বুঝলাম—একমাত্র শিবকে ধরে থাকতে পার্‌লে আমার আর কিছু কর্‌তে হবে না।

একথা অতি সত্য। এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কেবল নাম কর! হেলায় শ্রদ্ধায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, উঠ্‌তে বস্‌তে, খেতে শুতে, নাম কর! কোন কিছুর জন্য চিন্তা কর্‌তে হবে না। কাম ক্রোধাদি রিপু সকল নামের ধ্বনি শুনে চিরদিনের জন্য বশীভুত হয়ে থাক্‌বে, দাস হয়ে ভগবানের সেবা কর্‌বে। যোগক্ষেম—যা আছে—শিব তা বহন কর্‌বেন, যা নাই—তা তিনিই এনে দিবেন। কোন কিছুর জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা কর্‌তে হবে না। শিব শিব নাম-জাপককে শিব স্বয়ং বুকে করে আনন্দ আলোর রাজ্যে নিয়ে যান। অজ্ঞান অন্ধকার দেহাত্মবোধ কোথা দিয়ে কি ভাবে পলায়ন করে, শিবনাম-জপকারী তা জানতেও পারে না। ভিতর বার আলোয় ভরে যায়, আনন্দের প্রাচীর চার দিকে খাড়া হয়ে উঠে, সতত অতি সাবধানে আনন্দ তাকে রক্ষা করতে থাকে। শিবনাম-জপকারী ভক্ত যে দেশে থাকেন, সে দেশ মরলোক নয়—সাক্ষাৎ কৈলাস। সে-দেশবাসী ধন্য, সে দেশ আনন্দে ভরে যায়, রোগ শোক পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা সে দেশে থাকে না। সব ত্যাগ করে একমাত্র শিবের শরণ গ্রহণ কর। শিবের নাম কর। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন।—

জগতঃ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে চ কমলোদ্ভবে।
মদ্ভক্তা নৈব নশ্যন্তি স্বেচ্ছাবিগ্রহধারিণঃ॥

সৌরপুরাণে

জগতের প্রলয় হলে—ব্রহ্মা নাশ প্রাপ্ত হলেও লীলা-বিগ্রহধারী আমার ভক্তগণ নষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে চ সঙ্করাঃ।
মদ্ভক্তিভাবনাপূতা যাতি মৎ পরমং পদম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্য সঙ্কর জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তিগণও আমার ভক্তি ভাবনায় পবিত্র হয়ে আমার পরম পদ লাভ করে। বল—শিব! শিব! শিব!

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

ত্রয়োবিংশ উচ্ছ্বাস

সাংগ্রামিকেন বপুষাপ্রবিরাজমানং
দৃষ্যৎপুরত্রয় তৃণাশনি মন্দহাসং
দৈত্যান্ দিধক্ষু মচলেশ্বর চাপপাণি
ধ্যায়েৎ পুরারি মমরৌঘ রথাধিরূঢ়ম্ ॥
কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগম কোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি মহাদেবেতি কীর্ত্তনাৎ ॥

শিবরহস্যে

মহাদেব এই নাম কীর্ত্তন করলে কোটি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক, কোটি অগম্যাগমন জন্য পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

কি করে সদ্য নষ্ট হয়?

যেমন খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিলে খড়ের গাদা পুড়ে যায়, তেমনি মহাদেব-নাম-অগ্নি গগনস্পর্শি পাতক-পর্ব্বতকে ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত করে ফেলেন।

মহাদেবেতি নামেদং যঃ শৃণোতি বদিষ্যতি।
ন তস্য নরকে বাসঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ঐ

মহাদেব এই নাম যিনি শুনেন বা বলেন, তাঁর নরকে বাস হয় না—একথা সত্য সত্য—এতে কোন সংশয় নাই।

আচ্ছা দেবতারা শিবকে গ্রহ অতিগ্রহ বলে স্তব করেছেন বল্‌লে। গ্রহ অতিগ্রহ কি? আমরা নবগ্রহ জানি। গ্রহ অতিগ্রহ কটি? আটটী গ্রহ, আটটী অতিগ্রহ। প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়), বাক্‌, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্তদ্বয়, ত্বক্‌—এই আটটীর নাম গ্রহ; আর অপান (গন্ধ), নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম্ম, স্পর্শ—এই আটটীর নাম অতিগ্রহ। গ্রহগণ অতিগ্রহগণের দ্বারা বশীকৃত। ঘ্রাণরূপ গ্রহ গন্ধরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত, বাক্‌ গ্রহ নাম অতিগ্রহের দ্বারা গৃহিত, জিহ্বা গ্রহ রসরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত।

তাহলে ইন্দ্রিয়গণ ও বিষয় সমূহের নাম গ্রহ অতিগ্রহ?

হাঁ।

আচ্ছা। ভগবান্‌ ভগবান্‌ ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি। শিবকে ভগবান্‌ বলে, বিষ্ণুকে ভগবান্‌ বলে, আবার সাধু সন্তকে 'আপনি সাক্ষাৎ ভগবান' একথা বলতেও শোনা যায়—ভগবান কি?

অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি বর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূত সমূহের উৎপত্তি বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই মুনিগণ যাঁকে জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা দর্শন, করে থাকেন—

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌॥ ৬৮

বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশ ৫ অঃ

তিনিই পরম ব্রহ্ম। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ তাঁকেই ধ্যান করে থাকেন। তিনিই বেদে বিষ্ণুর পরম পদ বলে কথিত হয়েছেন।

তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দ স্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ॥ ৬৯ ঐ

—পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য এবং ভগবৎ শব্দই সেই আদি অক্ষর পরমাত্মার বাচক।

বাচ্য বাচক মানে কি ?

প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক। অব্যক্ত, অনাদি, অচিন্ত্য, পরম ব্রহ্ম হলেন প্রতিপাদ্য। অভিধেয় বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদক। বাচক শব্দ হল ভগবান্। ভগবান্ শব্দের দ্বারা সেই অচিন্ত্য পরমতত্ত্বের নির্দ্দেশ করা হল।

এইরূপ সমন্বিগত তত্ত্ব মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—সেই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। তাহাই ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদময়।

তা হলে এক অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব। আচ্ছা বল—

হে দ্বিজ! পরম ব্রহ্ম শব্দের অগোচর হলেও তাঁর পূজার জন্য তাঁকে ঔপচারিক (লক্ষণার দ্বারা অর্থবোধ) করবার জন্য ভগবৎশব্দদ্বারা কীর্ত্তন করা হয়। হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ, সর্ব্ব-কারণের কারণ, মহ বিভূতিশালী পরম ব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ কারণে। ৭২॥ ঐ

ভগবৎ শব্দের ভকারের দুটী অর্থ—সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা—সকলের ভরণ কর্ত্তা ও সমস্তের আধার। গকারের—নেতা, গময়িতা, স্রষ্টা। গময়িতার অর্থ নিখিল কর্ম্ম ও বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা ॥ ৪৭ ॥

অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূতসকল অবস্থান করছে ও অশেষ সর্ব্বভূতে অব্যয় তিনি অবস্থিত, বকারের এই অর্থ—

এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম্।
পরম ব্রহ্মা ভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ ॥ ৭৬ ॥

হে সত্তম ! এইরূপ অর্থ বিশিষ্ট ভগবৎ মহান্ শব্দ পরম ব্রহ্ম স্বরূপ বাসুদেব ব্যতীত অন্যত্র কোথাও প্রযুক্ত হয় না। সেই পরম ব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করে থাকে। অন্যত্র প্রয়োগ করলে নিরর্থক হয়।

উৎপত্তিঃ প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তিবিদ্যাম্ বেত্তি বিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ ৭৮ ॥

ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি ও বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে তিনি জানেন বলে তাঁকে ভগবান্ বলা হয়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতি সদ্গুণ সকলই ভগবৎ শব্দের বাচ্য —

তাহলে একমাত্র পরম ব্রহ্মকেই ভগবান্ বলা হয় ?

হাঁ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভা-

একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানকেই জ্ঞানিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান্ বলেন। এক অদ্বয় তত্ত্বই ত্রিবিধ অধিকারীর নিকট তিন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ত্রিবিধ অধিকারী স্ব স্ব অভিমত নির্বিশেষ পরম আকাশে, অপরিমিতপরম জ্যোতিতে, সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় ভগবানে অহং ভাবের ন্যাস করে কৃতার্থ হন।

আচ্ছা রুদ্র শব্দের অর্থ কি ?

রোদয়তি সর্ব্বমন্তকাল ইতি রুদ্রঃ

সকলকে অন্তকালে রোদন করান—এই অর্থে রুদ্র—

যদ্বা রুৎ সংসারাখ্যং দুঃখং তদ্দ্রাবয়তি অপগময়তি
বিনাশয়তীতি রুদ্রঃ

রুৎ—সংসারাখ্য দুঃখ—তাহা অপগমন করান—বিনাশ করান—এই অর্থে রুদ্র—

যদ্বা রুতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ। তাভির্দূয়তে গম্যতে প্রতি-
পাদ্যতে ইতি রুদ্রঃ।

রুত অর্থে শব্দরূপ উপনিষৎ সমূহ, সেই সকলের দ্বারা দূয়তে অর্থাৎ গমিত হয়—প্রতিপাদিত হয় এই অর্থে রুদ্র।

যদ্বারুৎ শব্দাত্মিকা বাণী—কিম্বা সেই প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যা। তাহাই উপাসকগণকে "রাতি" দান করেন এই অর্থে রুদ্র।

যদ্বা রুণদ্ধ্যা বৃণোতীতি রুদন্ধ কারাদি।
তদ্দৃস্যতি বিদারয়তীতি রুদ্রঃ।
ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম মঙ্গল ১৬ অনুবাক।

অন্ধকারাদি আবরণ বিদারণ করেন বলিয়া রুদ্র।

সোঽরোদীদ্ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং।

তিনি রোদন করেছিলেন, যেহেতু রোদন করেছিলেন সেই জন্যই রুদ্রের রুদ্রত্ব।

রুৎ দুঃখ্যং তৎ হেতুভূতং পাপং বা দ্রাবয়িতারৌ,
সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শব্দয়ন্তৌ বা।

পাপনষ্টকারী বা সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শব্দকারী বলে তাঁর নাম রুদ্র।

রুদ্রো রৌতীতি যত ইতি যাস্ক।

যিনি শব্দ করেন তিনি রুদ্র।

যস্মাদ্ ঋষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে তস্মাদ্।

রুদ্র—যেহেতু ঋষি সকল ও অন্য ভক্তগণ শীঘ্র এঁর রূপ দর্শন কর্তে পারেন না, এই হেতু এঁর নাম রুদ্র।

ছোট্টো রুদ্র নামটীর ভিতর এত অর্থ আছে?

আরও কত আছে—কে তা নির্ণয় কর্তে সমর্থ!

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে তিনি অহর্নিশি অবিরাম আয় আয় বলে ডাকছেন। চল তার দিকে এগিয়ে চল, শিব শিব করে বাইরের আকর্ষণ ছিন্ন করত চল অন্তরে হৃদয়মন্দিরে—সেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে; প্রাণময়, জ্যোতির্ম্ময় প্রাণনাথ কত মধুর স্বরে গান কর্ছেন শুন্তে পাবে—কত আলোকরাশি তথায় নৃত্য কর্ছে প্রত্যক্ষ কর্তে পার্বে। বিলম্ব করো না। চল চল সেই আলোক, আনন্দ, অরবের রবের দেশে—বল শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

চতুর্বিংশ উচ্ছ্বাস

মণ্ডলান্তরগতং হিরণ্ময়ং ভ্রাজমানবপুষং শুচিস্মিতম্।
চণ্ডদীধিতিমখণ্ডিতদ্যুতিং চিন্তয়েন্মুনিসহস্রসেবিতম্॥
রুদ্রাক্ষস্যচ ধারণে সিততরে শ্রৌতাগ্নিজে ভস্মানি
শ্রদ্ধা রুদ্রজপার্চ্চনে শিবকথাস্তোত্রেষু পঞ্চাক্ষরে।
নিত্যং শঙ্কর পাদয়োরপি সদা লিঙ্গার্চ্চনে জায়তে
পুণ্যৈর্জন্মশতার্জ্জিতৈ রবিকলৈর্বাসশ্চ পুণ্যস্থলে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

শত জন্মের অর্জ্জিত অবিকল (অভগ্ন সম্পূর্ণ) পুণ্য প্রভাবে পুণ্যক্ষেত্রে বাস, রুদ্রাক্ষ ও অতিশয় শ্বেত, শ্রৌত অগ্নিজাত ভস্মধারণে, রুদ্রজপে, অর্চ্চনায় শিবকথা ও শিবের স্তোত্রসমূহে, 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে, নিত্য শঙ্করের চরণকমলযুগলে, সতত লিঙ্গার্চ্চনে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়।

মানুষ ইচ্ছা কর্‌লেই কি এসব কর্‌তে পারে না?

না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকলে রুদ্রাক্ষ ধারণ, শিবপূজাদিতে শ্রদ্ধাই আস্‌বে না, এসব থেকে দূরে দূরে থাক্‌বে।

আচ্ছা রুদ্রাক্ষ কি? তা ধারণ কর্‌লে কি হয়? কতরকম রুদ্রাক্ষ আছে?

অথ হৈনং কালাগ্নিং রুদ্রং ভুসুণ্ডঃ পপ্রচ্ছ কথং রুদ্রাক্ষোৎপত্তিঃ।
তদ্ধারণাৎ কিং ফলমিতি তং হোবাচ ভগবান্ কালাগ্নিঃ রুদ্রঃ।

ত্রিপুরবধার্থমহং নিমীলাক্ষোঽভবম্। তেভ্যো জলবিন্দবো ভূমৌ পতিতাস্তে রুদ্রাক্ষা জাতাঃ॥ (রুদ্রাক্ষ জাবালোপনিষদি)

ভুসুণ্ড কালাগ্নি রুদ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি কি প্রকারে হল এবং তার ধারণে কি ফল? ভগবান্ কালাগ্নি রুদ্র তাঁকে বলেছিলেন—ত্রিপুর বধের জন্য আমি নয়ন নিমীলিত করি। নয়ন হতে জলবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। সেই জলবিন্দুই সকলের প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য রুদ্রাক্ষরূপে জাত হয়। তার নাম উচ্চারণমাত্রে দশ গোদানের ফল, দর্শন স্পর্শনে দ্বিগুণ, এর ঊর্দ্ধে আর আমি বল্‌তে সমর্থ হচ্ছি না।

"রুদ্রাক্ষ" বল্‌লেই দশ গোদানের ফল হয়—এ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

শ্রুতিবাক্য অভ্রান্ত, বিশ্বাস করবার শক্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। কোন্‌টাই বা বিশ্বাস করতে পারো? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যা কিছু এ সব ব্রহ্ম—সব বাসুদেব—একথা বিশ্বাস কর্‌তে পার?

না—কি করে শাস্ত্রবাক্য ও 'সব ভগবান্' বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো বলে দাও!

কেবল শিব শিব জপ কর!

তুমি রুদ্রাক্ষের কথা বল।

শিব বল্‌ছেন—দিব্য সহস্র বৎসর আমি চক্ষু উন্মীলন করে থাকি, অক্ষিপুট হতে জলবিন্দু ভূমিতে পড়ে, সেই অশ্রুবিন্দুসকলই ভক্তানুগ্রহ কারণে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়ে মহারুদ্রাক্ষ বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হয়। ধারণে ভক্তগণের দিবারাত্রি-কৃত পাপ রুদ্রাক্ষ হরণ করেন। দর্শনে লক্ষ, মাত্র করে ধারণে কোটি গুণ পুণ্য হয়। তার কোটিশত পুণ্য হয় রুদ্রাক্ষ অঙ্গে ধারণ কর্‌লে। লক্ষকোটি সহস্র লক্ষকোটি শত জপের পুণ্য মানব

রুদ্রাক্ষ শরীরে ধারণ কর্‌লে লাভ করে। আমলকী ফলের মত রুদ্রাক্ষ শ্রেষ্ঠ, বদরী ফলের মত (কুল) মধ্যম এবং চন(ক) মাত্র আকার রুদ্রাক্ষ অধম। শ্বেত রুদ্রাক্ষ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ শূদ্র। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করবে। সম, স্নিগ্ধ, দৃঢ়, স্থূল, কণ্টকসংযুক্ত রুদ্রাক্ষ শুভ। কৃমিদষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন, কণ্টকহীন, ব্রণযুক্ত, অযুক্ত রুদ্রাক্ষ বর্জ্জন কর্‌বে। স্বয়ং দ্বার করে রুদ্রাক্ষ ধারণ উত্তম।

কোন্ অঙ্গে কত রুদ্রাক্ষ ধারণ কর্‌তে হয়?

শিখায় একটী, মস্তকে তিন শত, তিনশত ছয়টী গলায়, বাহুদ্বয়ে ষোলটী ষোলটী, মণিবন্ধে ১২টী করে, স্কন্ধে পঞ্চশত, একশত আটটীর দ্বারা মালা গেথে উপবীতের আকারে ধারণ করতে হয়। দুছড়া, তিনছড়া, পাঁচ ছড়া, সাত ছড়া মালা কণ্ঠদেশে ধারণ করা কর্ত্তব্য। মুকুট, কুণ্ডল, কর্ণভূষণ, হার, কেয়ূর, কটক (বলয়), কুক্ষিবন্ধে রুদ্রাক্ষ ধারণ কর্‌তে হয়। শয়নে, পানে (স্বপ্নে পীতে) সদাকাল রুদ্রাক্ষ ধারণ করে থাক্‌তে হয়।

কত রুদ্রাক্ষ ধারণ কর্‌তে হয়?

ত্রিশত অধম, পঞ্চশত মধ্যম, সহস্র উত্তম।

এরকম ধারণ কর্‌তেও দেখা যায় না।

দেখা কতটুকুই বা হয়েছে! সহস্র সহস্র জন্ম দেখ্‌লেও অসীম অপরিমিত অনন্ত মায়ের লীলাবিগ্রহ দেখে কেউ শেষ করতে পার্‌বে না।

ঈশানাদি মন্ত্রের দ্বারা কণ্ঠ, গলদেশাদিতে ধারণ কর্‌তে হয়। এক-মুখ রুদ্রাক্ষ পরতত্ত্ব স্বরূপ। তার ধারণে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরতত্ত্বে লীন হন। দ্বিমুখ অর্দ্ধনারীশ্বর। তার ধারণে অর্দ্ধনারীশ্বর নিত্যপ্রীত হন।

ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নিত্রয়ের স্বরূপ, তার ধারণে নিত্য হুতর্ভুবং প্রীত হন। চতুর্মুখ রুদ্রাক্ষ ব্রহ্মার স্বরূপ। তার ধারণে চতুর্মুখ প্রীত হন। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ পঞ্চব্রহ্মস্বরূপ, পঞ্চবক্ত্র স্বয়ং ব্রহ্ম। তার ধারণে পুরুষহত্যার পাপ দূর হয়। ষড়্বক্ত্র রুদ্রাক্ষ কার্ত্তিকেয় আধিদৈবত। তার ধারণে মহাশ্রী লাভ হয়! মহৎ আরোগ্য, উত্তমমতি, বিজ্ঞান, সম্পত্তি, শুদ্ধির জন্য সুধীগণ ধারণ করবে। সপ্তবক্ত্র রুদ্রাক্ষ বিনায়ক অধিদেব সপ্ত-মালাধিদৈবত। সদা তার ধারণে মহাশ্রী লাভ হয়, মহা আরোগ্য, উত্তম মহৎ জ্ঞান, সম্পত্তি শুচিব্যক্তি লাভ করেন। অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ অষ্ট-মাত্রাধিদৈবত অষ্টবসুর প্রিয় ও গঙ্গাপ্রীতিকর, তার ধারণে এঁরা প্রীত হন। নবমুখ রুদ্রাক্ষের নবশক্তি অধিদৈবত। তাহা ধারণ মাত্রে তাঁরা প্রীত হন। দশমুখ রুদ্রাক্ষ যমদৈবত। তার ধারণে দশা প্রশান্তি হয়। একাদশ রুদ্র অধিদৈবত। একাদশ-মুখ রুদ্রাক্ষ ধারণে সদা সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। দ্বাদশ-মুখ রুদ্রাক্ষ মহাবিষ্ণুর স্বরূপ। তার ধারণে দ্বাদশ আদিত্যের রূপ ধারণ করে। ত্রয়োদশ-মুখ রুদ্রাক্ষ কামদ, সিদ্ধিদ, শুভ। তার ধারণে কামদেব প্রীত হন। চতুর্দ্দশ মুখ রুদ্রাক্ষ রুদ্রনেত্র সমুদ্ভব, সর্ব্বব্যাধিহর। তার ধারণে সর্ব্বদা আরোগ্য লাভ হয়ে থাকে। রুদ্রাক্ষ ধারণকারীর বিধি নিষেধ কিছু আছে—

রুদ্রাক্ষধারী মদ্য, মাংস, লশুন, পেঁয়াজ, সজিনা, শ্লেষ্মাতক বিড্‌বরাহ আদি অভক্ষ্য ভোজন করবে না।

কবে ধারণ করতে হয়—

গ্রহণ, বিষুব অয়ন সংক্রম, দর্শ পৌর্ণমাস পূর্ণ দিবসে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে মানব তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়। রুদ্রাক্ষের মূল ব্রহ্মা, নাল বিষ্ণু, মুখ রুদ্র, বিন্দু সর্ব্বদেবতা।

রুদ্রাক্ষ তো বড় কম নন দেখ্‌ছি! আমাদের দেশে পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষই

পাওয়া যায়। দুমুখ একমুখ রুদ্রাক্ষ সাধুদের কাছে দেখেছি। আরও রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য আছে ?

হাঁ, শোন—সনৎকুমার কালাগ্নি রুদ্রকে রুদ্রাক্ষ ধারণের বিধি জিজ্ঞাসা করেন। সেই সময় নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, কাত্যায়ন, ভরদ্বাজ, কপিল, বশিষ্ট, নিপ্পলাদ আদি মুনি উপস্থিত হন। কালাগ্নি রুদ্র জিজ্ঞাসা করেন—আপনারা কিজন্য এসেছেন ? তাঁরা বলেন—আমরা রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি শ্রবণ কর্‌তে ইচ্ছা করি। কালাগ্নি রুদ্র বলেন—রুদ্রের নয়ন হতে রুদ্রাক্ষ উৎপন্ন—লোকে প্রসিদ্ধ। সদাশিব সংহারকালে সংহার করে সংহার-অক্ষি অর্দ্ধ বিকশিত করেন। সেই নয়ন হতে রুদ্রাক্ষ জাত হয়েছে। "রুদ্রাক্ষ" এই নাম উচ্চারণ কর্‌লে দশ গোদানের ফল হয়। সেই এই ভস্ম জ্যোতি রুদ্রাক্ষ। রুদ্রাক্ষ করে স্পর্শ কয়ে ধারণ মাত্র দ্বিসহস্র গোদানের ফল হয়। কর্ণদ্বয়ে রুদ্রাক্ষ ধারণে একাদশ সহস্র গো-প্রদান ফল হয়। একাদশ রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। রুদ্রাক্ষ মস্তকে ধারণ কর্‌লে কোটি গো-প্রদানের ফল হয়।

এতেষাং স্থানানাং কর্ণয়ো ফলং বক্তুং নশক্যমিতি
হোবাচ। ঐ

রুদ্রাক্ষের মহিমা তো বড় কম নয় !

তাইতো আমার ভোলানাথ রুদ্রাক্ষ এত ভালবাসেন। রুদ্রাক্ষ ধারণ না করলে তাঁর পূজা হয় না—

বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া
বিনা মালূরপত্রেণ নার্চ্চয়েৎ পার্থিবং শিবম্॥

ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্র, রুদ্রাক্ষমালা ও বিল্বপত্র ব্যতীত পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করতে নাই। আর কিছু নয়—দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেছ, বোবা হওনি, জিহ্বা এখন স্ববশ আছে—কেবল শিব শিব জপ কর, শিবদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা জাগুক, তিনি এসে দর্শন দান করবেন করবেন করবেনই। তিনি শুধু অপেক্ষা করছেন—কবে অনন্যভাবে একান্ত অন্তঃকরণে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ভক্ত ডাকবে, তাঁর আসবার বিলম্ব হবে না। শুধু একবার একবার একবার অনন্য হয়ে ছলনা ছেড়ে 'দেখা দাও দেখা দাও' বলে ডাক, কাঁদ, দেখা পাবেই পাবে। বল—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

পঞ্চবিংশ উচ্ছ্বাস

ভস্মোদ্ভাসিতসর্ব্বাঙ্গজটামণ্ডলমণ্ডিতম্।
ধ্যায়েৎ ত্র্যক্ষং বৃষারূঢ়ং গণেশ্বরযুতং হরং।
পেয়ং পেয়ং শ্রবণপুটকৈরীশনামাভিধানং
ধ্যেয়ং ধ্যেয়ং মনসি সততং তারকং ব্রহ্মরূপম্।
জল্পন্ জল্পন্ প্রকৃতিবিকৃতৌ প্রাণিনাং কর্ণমূলে
বীথ্যাং বীথ্যামটতি জটিলঃ কোঽপি কাশীনিবাসী॥

স্কন্দপুরাণে

শ্রবণপুটের দ্বারা ঈশ্বরের মধুময় নাম পান কর্‌তে কর্‌তে, মনে সতত তারক-ব্রহ্মরূপ ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, প্রাণিগণের মৃত্যুকালে তাদের কর্ণমূলে নাম বল্‌তে বল্‌তে, পথে পথে কাশীনিবাসী কে জটাধর ভ্রমণ কর্‌ছেন? N.P [তারক-ব্রহ্ম কি?

ওমিত্যেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম। তদেবোপাসিতব্যম্

তারসারোপনিষদি—

ওম্ এই অক্ষরটী পরম ব্রহ্ম তাহাই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ওঙ্কারে সূক্ষ্ম অষ্টাক্ষর আছে—অকার প্রথমাক্ষর, উকার দ্বিতীয়াক্ষর, ম-কার তৃতীয়াক্ষর, বিন্দু চতুর্থাক্ষর, নাদ পঞ্চমাক্ষর, কলা ষষ্ঠাক্ষর—

কলাতীতা সপ্তমাক্ষর, তৎপর অষ্টমাক্ষরো ভবতি।
তারকত্বাৎ তারকো ভবতি ত্বদেব তারকং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ॥

তৎপর অষ্টম অক্ষর তারকত্ব (রক্ষকত্ব) হেতু তারক, তাহাই তারক ব্রহ্ম। ওঙ্কারই তারকব্রহ্ম।

গোসহস্রপ্রদানেন অশ্বমেধফলং চ যৎ ।
ফলংযদ্ বিন্ততে বিপ্র তৎ প্রোক্তারুদ্রকীর্ত্তনাৎ ॥

স্কন্দপুরাণে—

সহস্র গোদানে ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যে ফল হয়, হে বিপ্র! রুদ্রের নাম কীর্ত্তনে সেই ফললাভ হয়।

রুদ্রাক্ষের মহিমা আরও আছে ?

কত! কত! আচ্ছা শোন! পদ্মপুরাণে কথিত হয়েছে—যে ব্যক্তি শিখায়, দুই হস্তে, কণ্ঠে ও দুই কর্ণে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। নবমুখ রুদ্রাক্ষ বামবাহুতে ধারণ কর্‌বে এবং চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ শিখায় ধারণ কর্‌বে। একমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিব—তাহা ধারণ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ দুর হয়। একমুখ রুদ্রাক্ষধারী প্রতিকূল স্রোতে পড়লে মরে না এবং অগ্নিস্তম্ভ কর্‌তে পারে। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ হরগৌরী স্বরূপ—তার ধারণে গোবধজনিত পাপ দূর হয়। ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নিস্বরূপ—তাহা ধারণে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয়। চতুর্ম্মুখ রুদ্রাক্ষ ব্রহ্মা—তাহা ধারণে নরহত্যার পাপ দূর হয়। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ কালাগ্নি—তাহা ধারণ কর্‌লে অগম্যাগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ জনিত পাপ দূর হয়।

রুদ্রাক্ষ জাবালোপনিষদের মতই ধারণের ফল বলেছেন। হাঁ। কোন কোন রুদ্রাক্ষে বিশেষ আছে। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করিয়ে শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ত্র্যম্বক মন্ত্রাদির দ্বারা রুদ্রাক্ষ শাস্ত্রমত প্রতিষ্ঠা করে ধারণ করলে অধিক ফল হয়। চতুর্দ্দশ প্রকার রুদ্রাক্ষ সংস্কারের চতুর্দ্দশটী মন্ত্র আছে।

এ সব মন্ত্র কোথায় আছে?

তন্ত্রসারে প্রতিষ্ঠার বিধি আছে।

রুদ্রাক্ষে দেহসংস্থে তু কুক্কুরো ম্রিয়তে যদি।
সোঽপি রুদ্রপদং যাতি কিং পুনর্ম্মানবা গুহ॥

মহাদেব কার্ত্তিককে বলেছিলেন, "হে গুহ! যদি কুক্কুরও দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে মরে, তাহলে সেও রুদ্রপদ প্রাপ্ত হয়; মানুষের আর কথা কি? সপ্তবিংশতি রুদ্রাক্ষ দ্বারা মালা করে সেই মালা ধারণপূর্ব্বক কোন পুণ্য কার্য্য করলে সে কার্য্যের কোটি গুণ ফল হয়। রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করলে অনন্ত ফল হয়।

তাহলে সাতাশটী রুদ্রাক্ষের দ্বারা মালা করে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

যারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রুদ্রাক্ষ ধারণে অসমর্থ তারা সাতাশটী রুদ্রাক্ষের দ্বারা মালা করে ধারণ করবে। যিনি ব্রাহ্মণকে ষণ্মুখ রুদ্রাক্ষ দান করেন শিব তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রুদ্রপদ দেন। যে ব্যক্তি বিনা মন্ত্রে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে যাবৎ কাল চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্য থাকে তাবৎকাল ভীষণ নরকে বাস করে।

রুদ্রাক্ষ বিনা মন্ত্রে ধারণ তো মহা অপরাধ দেখ্‌ছি!

হাঁ—স্কন্দপুরাণেও চতুর্দ্দশ রুদ্রাক্ষ ধারণের ফল কথিত হয়েছে

প্রায় একরূপই, কোন কোনটীতে বিশেষ আছে। যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে বত্রিশটী, মস্তকে বাইশটী, দুই কর্ণে ছয়টী ছয়টী, দুই করে—১২টী ১২টী, দুই বাহুতে ষোলটী ষোলটী, শিখায় একটী, বক্ষঃস্থলে অষ্টাধিক শত রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি স্বয়ং নীলকণ্ঠ হয়ে পাপ দূর করতে পারেন। রুদ্রাক্ষ সংস্কার করে তবে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

শঙ্করেশমহেশেতি নাম দিব্যং মহাবনে।
পুরা শ্রুতং পিশাচেন ততস্তস্মাৎ স মোক্ষিতঃ॥

শিবরহস্যে।

পূর্ব্বে এক পিশাচ আপনার দুষ্কর্ম্ম বশে পিশাচ হয়ে মহাবনে বাস করতো। কোনদিন জনৈক শিবভক্ত সেই স্থানে উপস্থিত হন, পিশাচ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, তিনি—হে শঙ্কর! হে মহেশ! হে ঈশ!—এই নাম উচ্চারণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সে পিশাচ দেহ ত্যাগ করে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করত পরম ধামে গমন করে।

আচ্ছা বিভূতির মাহাত্ম্য কি?

অথ চতুর্বিধ ভস্ম কল্পম্। প্রথমমনুকল্পম্। দ্বিতীয়মুপকল্পম্। উপোপকল্পং তৃতীয়ম্। আকল্পং চতুর্থম্।

বৃহজ্জাবালোপনিষদি—

চতুর্বিধ ভস্ম কল্প—প্রথম অনুকল্প, দ্বিতীয় উপকল্প, তৃতীয় উপোপকল্প, চতুর্থ অকল্প। অগ্নিহোত্র সমুদ্ভূত বিরজা অনল জাত অনুকল্প। বনে শুষ্ক গোময় গ্রহণ করে কল্পোক্ত বিধির দ্বারা কল্পিত

উপকল্প। অরণ্যে শুষ্ক গোময় চূর্ণ করে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্রের দ্বারা পিণ্ডাকার করে যথাকল্প সংস্কৃত উপোপকল্প, আর শিবালয়স্থ মকল্প ও শত কল্প। এই চতুর্ব্বিধ ভস্ম পাপ নষ্ট করত মোক্ষদান করে।—

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক ত্রিপুণ্ড্র মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা ভস্ম গ্রহণ করে মূলমন্ত্রে ধারণ কর্‌তে হয়, অথবা অনামিকা মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা করা চলে। এই ত্রিপুণ্ড্র—অকার উকার মকার।

ভস্ম কত স্থানে ধারণ কর্‌তে হয়?

বত্রিশ, ষোড়শ, অষ্ট অথবা পঞ্চ স্থানে ধারণ করা কর্ত্তব্য। উত্তমাঙ্গ-ললাট, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, গলা, অংসদ্বয়, কূর্পর, মনিবন্ধ, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, গুহ্যদ্বয়, উরুদ্বয়, স্ফিগ্‌বিম্ব, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয়—এই বত্রিশ স্থানে অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টবিদ্যা, ঈশান, দিকপালগণ ও ধরধ্রুব, সোম, কৃশ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস—এই অষ্টবসু। এদের নাম উচ্চারণ করে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কর্‌তে হয়।

ষোড়শ স্থান—শীর্ষ, কপাল, কর্ণদ্বয়, কণ্ঠ, অংসদ্বয়, কূর্পর, (কনুই) মনিবন্ধ, হৃদয়, নাভি ও পাশদ্বয়, পৃষ্ঠে—এদের অধিদেবতার নাম জপ করে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করতে হয়। শিব, শক্তি. ঈশ, বিদ্যা, বামাদি নব-শক্তি, অশ্বিনকুমারদ্বয়। এর মতান্তরও আছে। অষ্টস্থান—গুরুস্থান, ললাট, কর্ণদ্বয়, অংসদ্বয়, হৃদয়, নাভি। ব্রহ্মা এবং সপ্তঋষি এস্থানের অধিদেবতা। পঞ্চস্থান—মস্তক, বাহুদ্বয়, হৃদয়, নাভি প্রভৃতি স্থানে ভস্ম-দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণের কথা বলেছেন। যে যে স্থানে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা হয়, তৎ তৎ স্থানকৃত পাপ নষ্ট করে। কণ্ঠের উপরে কৃতপাপ কণ্ঠে ধারণে নষ্ট হয়। কর্ণে ধারণে কর্ণ-রোগাদিকৃত পাতক নষ্ট হয়। বাহুদ্বয়ে ধারণে বাহুকৃত, বক্ষে মনঃকৃত, নাভিতে শিশ্নকৃত, পৃষ্ঠে গুহ্যকৃত

পার্শ্বদ্বয়ে ধারণে পরস্ত্রী আলিঙ্গন জনিত পাপ নষ্ট হয়। ত্রিপুণ্ড্রকে যে নিন্দা করে সে শিবকে নিন্দা করে। যিনি ভক্তি সহকারে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন তিনি শিবকেই ধারণ করেন।

ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণের মাহাত্ম্য খুব!

নিশ্চয়ই। ভস্ম-রুদ্রাক্ষধারী মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করে শৈবী তনুলাভ করেন।

কৃত্বা তু বিরজাং দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাক্ষধারিণঃ।
জপন্তে বেদসারাখ্যং শিবনামসহস্রকম্॥ ৩৪
সন্ত্যজ্যতেন মর্ত্ত্যত্বং শৈবীংতনুমবাপ্যচ॥ শিবগীতা ১ অঃ

—প্রথমতঃ বিরজা নামক দীক্ষা গ্রহণ করে, ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারী হয়ে বেদসারাখ্য শিব-সহস্রনাম জপ করতে হবে। এ অনুষ্ঠানের দ্বারা মর্ত্ত্যত্ব ত্যাগ করে শৈবী তনু প্রাপ্ত হবে।

আচ্ছা দেখা যায় কোন কোন সাধু সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মেখে থাকেন—এ কি শাস্ত্রে আছে?

অবশ্যই আছে। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপনের ফল অনন্ত—

নার্য্য ভস্ম সমাদায় বিশুদ্ধং শ্রোত্রিয়ালয়াৎ।
অগ্নিরিত্যাদিভিম ন্ত্রৈরভিমন্ত্র্য যথাবিধি॥ শ্রীশিবগীতা ১৫অ
উদ্ধূলয়তি গাত্রাণি তেন চার্চ্চতি মামপি।
তস্মাৎ পরতরা ভক্তি র্মম রাম ন বিদ্যতে॥৪॥ ঐ

—যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণালয় হতে বিশুদ্ধ অগ্নিহোত্র ভস্ম গ্রহণ

করত সেই ভস্মের দ্বারা "অগ্নিরিতি ভস্ম" এই মন্ত্রে যথাবিধি অভিমন্ত্রিত করে সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করেন ও আমাকেও ভস্মের দ্বারা অর্চ্চনা করেন, হে রাম! তা অপেক্ষা আমার আর প্রীতিকর কার্য্য কিছু নাই।

সর্ব্বদা শিরসা কণ্ঠে রুদ্রাক্ষং ধারয়েত্তু যঃ

—যিনি মস্তকে ও কণ্ঠে সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন এবং আমার পঞ্চাক্ষ্য মন্ত্র "নমঃ শিবায়" জপ করেন, তিনি আমার ভক্ত ও প্রিয়।

ভস্মাচ্ছন্ন ভস্মশায়ী সর্ব্বদা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

—যে জিতেন্দ্রির ব্যক্তি সর্ব্বদা ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মশায়ী হয়ে রুদ্রনাম জপ করেন ও অনন্যমনে আমাকে চিন্তা করেন,

স তেনৈবচ দেহেন শিবঃ সংজায়তে স্বয়ম্। ঐ ১৫ অঃ

—তিনি সেই দেহেই স্বয়ং শিব হন। ভস্মের দ্বারা শিবপূজায় শিব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শিব বলেছেন—তার মত শ্রেষ্ঠতর ভক্ত আর কেহ নাই।

শালাগ্নের্দাব বহ্নের্বা ভস্মাদায়াভি র্মন্ত্রিতম্।
যো বিলিম্পতি গাত্রাণি স শূদ্রোঽপি বিমুচ্যতে ॥২৬॥ ঐ

—যিনি সাধারণ যজ্ঞীয়াগ্নি বা গৃহদাহের অগ্নি কিম্বা দাবাগ্নি ভস্ম অভিমন্ত্রিত করে সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করেন তিনি শূদ্র হলেও মুক্তি লাভ করে থাকেন।

উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে—

ভূতিভূষিত সর্ব্বাঙ্গ যঃ পূজয়তি মাং নিশি।

সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করত রাত্রে আমার পূজা করেন, বিশেষ কৃষ্ণ পক্ষে, তিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। একাদশীতে উপবাস করে রাত্রিকালে যিনি আমার পূজা করেন, বিশেষ সোমবারে, সে ভক্ত [illegible] নাশ প্রাপ্ত হন না।

তাহলে একাদশী তিথিটী শিব বিষ্ণু দুজনের প্রিয়া তিথি।

হাঁ—। আরও শোন! যোগযুক্ত অথবা যোগ-বিযুক্ত হোক, যারা শিবভক্তি চান তাঁদের ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নার্য্যভস্ম সমাযুক্তো রুদ্রাক্ষান্ যস্তুধারয়েৎ।
মহাপাপৈরপি স্পৃষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১॥ঐ১৬অ

—যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রের ভস্মে লিপ্তাঙ্গ হয়ে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন, সে ব্যক্তি মহাপাতক যুক্ত হয়েও মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

অন্যাপিশৈবকর্ম্মাণি করোতু ন করোতু বা।
শিবনাম য়পেদ্‌যস্তু সর্ব্বদা মুচ্যতে তু সঃ ॥২২॥ ঐ

—অন্য শৈব কর্ম্ম করুক আর নাই করুক, সর্ব্বদা শিবনাম যে জপ করে, সে মুক্ত হয়।

আচ্ছা উপনিষদে কি সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখার কথা আছে?

হাঁ! ভস্মোদ্ধূলন পরমহংসস্য (নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ)

পরমহংস......"ভস্মোদ্ধূলন পরং সর্ব্বত্যাগী"

সন্ন্যাসোপনিষদ্

হাঁ! তাহলে যাঁরা পরমহংস তারা ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখেন!

হাঁ! এই সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখার ভিতর আর এক ব্যাপার আছে।

বিভূতিলেপ লাভোহপি উত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন উত্তম লয়যোগ।

ঠাকুরটী আমার ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ বড় ভালবাসেন। ভস্ম, রুদ্রাক্ষ, রুদ্রাধ্যায় ও ত্র্যম্বক মন্ত্র—এ চারটী শিবের অত্যন্ত প্রিয়। কেহ যদি মাত্র রুদ্রাধ্যায় অবলম্বন করে, তার দ্বারাই সে কৃতার্থ হয়।

ত্র্যম্বক মন্ত্র কি?

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বা রুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

শোভন গন্ধ বিশিষ্ট, পুষ্টিবর্দ্ধনকারী, ত্র্যম্বক মহেশ্বরকে আমরা পূজা করি। ত্র্যম্বক আমাদের জন্মমৃত্যু-লক্ষণ সংসার হতে মুক্ত করুন; যেমন কুটী বন্ধন হতে বিমুক্ত হয়ে আর সংযুক্ত হয় না, তদ্রূপ আমরাও সংসার হতে মুক্ত হয়ে আর সংসারে প্রবিষ্ট হব না। অমৃত মোক্ষ হতে মুক্ত করবেন না। যেন আমরা মোক্ষ লাভ করি।

ত্র্যম্বক মন্ত্রের মত মন্ত্র আর নাই। যে যাহা ইচ্ছা করে, এই ত্র্যম্বক মন্ত্রের দ্বারা হোম করবেন—তিনি তা প্রাপ্ত হবেন।

নানেন সদৃশো মন্ত্রো বেদে লোকেশ সুব্রতাঃ ॥

এ অপেক্ষা সহজ মন্ত্র কিছু আছে ?

হাঁ—

হত্বা ছিত্বা চ ভূতানি ভূক্ত্বা চান্নমথোঽপি বা।
শিবমেকং সকৃৎ স্মৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

—ভূতগণকে হনন করে, ছেদন করে, অন্ন ভোজন করেও "শিব" এই নাম একবার স্মরণ করলে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।

ধিগ্ ভস্মরহিতং ভালংধিগ্ গ্রামমশিবালয়ম্।
ধিগনীশার্চ্চনং জন্ম ধিগ্ বিদ্যামশিবাশ্রয়াম্ ॥ ঐ

—ভস্ম রহিত ললাট ধিক্, শিবালয় হীন গ্রাম ধিক্, যারা শিব পূজা করে না সে জন্ম ধিক্, যে বিদ্যা শিবাশ্রয়া নয় সে বিদ্যা ধিক্।

ভস্ম রুদ্রাক্ষ ধারণ না করে যদি কেউ 'শিব শিব' করে, তার প্রতি কি শিব কৃপা করেন না ?

নিশ্চয়ই করেন। হেলায় শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অভক্তিতে, যেমন পার 'শিব শিব'—জপ কর—তুমি কৃতার্থ হবেই।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

———

ষড়বিংশ উচ্ছ্বাস

প্রণমদমরলোকমৌলিমালা
কুসুমরজোঽরুণপাদপদ্ম যুগ্মম্।
অনবরতমনুস্মরেদ্ভবান্ত্যা
সহজগতাং পিতরং পিনাকপাণিন্॥
জ্ঞানামৃতৈক কলশো ধৃতজ্যোৎস্নানিশাকরঃ॥
অপবর্গ পুরদ্বারং ত্বদনুস্মরণং বিভো॥
তদনুস্মরণোদারচিন্তামনিবতা ময়া।
সর্ব্বাসামাপদাং মূর্দ্ধ্নি দত্তং ভূতপতেপদম্॥

বশিষ্ঠরামায়ণে।

—হে বিভো! তোমার স্মরণ জ্ঞানামৃতের একমাত্র কলশ অতিশয় জ্যোৎস্না সমন্বিত নিশাকর অপবর্গপুরের দ্বার-স্বরূপ। হে ভূতপতে! তোমার উদার অনুস্মরণরূপ চিন্তামনি-বিশিষ্ট আমি সকল আপদের মস্তকে পদার্পণ করেছি। নিখিল আপদ আমার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হয়ে তোমারই অনুস্মরণের মহিমা ঘোষণা করছে।

হৃদয় কমল মধ্যে শব্দজালৈক সারো
নিবসতি ভুবি যেষাং শ্রীমহাদেব-শব্দঃ
ক্ষণমপি সকলার্থ-জ্ঞান-মোক্ষপ্রদো বৈ
ভবতি হি ভুবি তেষাং সত্যমেবানবদ্যে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

—শব্দ সমূহের একমাত্র সার 'শ্রীমহাদেব' শব্দ ক্ষণকালও যাঁদের হৃদয়কমল মধ্যে অবস্থান করেন, হে অনিন্দিতে! পৃথিবীতে তাঁদের নিশ্চয়ই সকল অর্থের জ্ঞান ও মোক্ষ প্রদান করে থাকেন—আমি সত্য বল্‌ছি।

আচ্ছা শিবের প্রসাদ—কেউ বলেন খেতে আছে, কেউ বলেন নাই—কি ব্যাপার?

দেবী শিবকে জিজ্ঞাসা করেন—

দুর্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তংকথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতম্॥
শঃ ক, ই লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ১৫ পটলে।

হে পরমেশান! কৃপানিধে! ব্রহ্মাদির দুর্লভ তোমার নির্ম্মাল্য তা কি প্রকারে দূষিত হল!

নির্ম্মাল্য মানে কি?

দেব নিবেদিত পুষ্পাদি। উপভুক্ত পুষ্পাভরণাদির নাম নির্ম্মাল্য। শিব বলেন—

মধ্যস্থানস্থিতং যত্তু তন্মুখং পরমেশ্বরি।
শ্যামলং তত্তু ঈশানং সদা উর্দ্ধং শুচিস্মিতে॥
কালাগ্নিরূপিণং তত্তু সর্ব্বশক্তিময়ং সদা।
তোজোময় মহেশানি মুখমূর্দ্ধং বরাননে॥

হে পরমেশানি! মধ্যস্থানস্থিত আমার যে মুখ তাহা শ্যামল, ঈশান,

সর্ব্বদা উর্দ্ধস্থিত ; তাহা কালাগ্নিরূপী, সদা শক্তিময়, তেজোময় উর্দ্ধমুখ জান্‌বে।

ক্ষীরোদমন্থনে দেবি উত্থিতং গরলং মহৎ।
ততঃ করতলী কৃত্য তদ্‌বিষং পরমেশ্বরি।
নিপীতং তদ্‌বিষং সূক্ষ্মং তীক্ষ্ণং ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্।
তদ্‌বিষং কণ্ঠদেশে হি স্থিতং হি সর্ব্বদা মম॥
ততঃ প্রভৃতি দেবেশি মুখং জ্বালায়তে সদা।
পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং বা বরবর্ণিনি॥
অন্যং হি পরমেশানি উপচারং মনোরমম্।
যো দদ্যাৎ পরমেশানি মন্মুখোপরি পার্ব্বতি॥
অগ্রাহ্যং তত্তু নির্ম্মাল্যং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ং যতঃ।
এতৎ তু পরমেশানি নির্ম্মাল্যং যস্তু ধারয়েৎ॥
স ভ্রষ্টো জায়তে দেবি নিষ্কৃতি নাস্তি তত্র বৈ।
অগ্রাহ্যং মম নির্ম্মাল্যমতএব বরাননে॥
যদ্দত্তং সম্মুখে দেবি পুষ্পং বা পত্রমুত্তমম্।
তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি গৃহ্ণীয়াৎ শিরসা সদা॥
প্রথমে বিষ্ণবে দত্ত্বা বিষ্ণুমন্ত্রেণ পার্ব্বতি।
নির্ম্মাল্যং মম দেবেশি বিষ্ণুগ্রাহ্যং বরাননে॥
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে পরমেশানি বরাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ॥
নির্ম্মাল্যেষু চ দেবেশি অধিকারী কথং ভবেৎ॥

—হে দেবি! ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থনকালে গরল উত্থিত হয়েছিল, সেই ব্রহ্মাণ্ড-নাশক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বিষ আমি করতলে করে পান করেছিলাম, সেই বিষ সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশে অবস্থিত আছে—তদবধি সর্ব্বদা আমার মুখকে জ্বালা প্রদান করে। পত্র পুষ্প ফল অথবা অন্য কোন মনোহর উপহার যে আমার মুখের উপর দেয় সেই নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য। কেননা তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়। এই নির্ম্মাল্য যে ধারণ করে সে ভ্রষ্ট হয়, তার নিষ্কৃতি নাই। আমার সম্মুখে পুষ্প পত্র যা দেওয়া হয়—সেই নির্ম্মাল্য মস্তক দ্বারা গ্রাহ্য। প্রথমে বিষ্ণুকে বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা দান করে গ্রহণ কর্‌তে হয়। হে দেবেশি! আমার নির্ম্মাল্য বিষ্ণুর গ্রহণীয়। দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—তারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি; আমার নির্ম্মাল্যের কি প্রকারের অধিকারী হবে?

রোগং হরতি নির্ম্মাল্যং শোকস্তুচরণোদকম্।
অশেষপাতকং হন্তি শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্॥

নির্ম্মাল্য—রোগ, চরণোদক—শোক, আর শম্ভুর নৈবেদ্য ভক্ষণম্—অশেষ পাতক নষ্ট করে।

তবে যে বলে—নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর্‌তে নাই?

পদ্মপুরাণে আছে—

দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন নয়েচ্ছিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ।
মক্ষিকাপাদ মাত্রংয শিবস্বমুপজীবতি।
লোভান্মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তংনরকে নরঃ॥

—দ্রব্য, অন্ন, ফল, জল—শিবের কিছু স্পর্শ করবে না। শিবনির্ম্মাল্য কূপে নিক্ষেপ করবে। মক্ষিকাপদ মাত্র শিবস্ব যে ব্যক্তি লোভ মোহ বশে গ্রহণ করে, সে কল্পান্তকাল নরকে পতিত হয়।

এর মীমাংসা কি ?

পুরাণ-সংগ্রহে শিব বলেছেন—

অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্।
নৈবেদ্যঞ্চ নরোভুক্ত্বা শুদ্ধ্যেচ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥

—আমার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল গ্রহণ-অযোগ্য, কিন্তু শালগ্রাম-শিলা লগ্ন হলে পবিত্র হয়। শালগ্রামলগ্ন ব্যতীত নৈবেদ্যভোজনে চান্দ্রায়ণ করতে হয়।

শাস্ত্রে এত বিরোধ—যথার্থ কর্ত্তব্য কি ?

দেবী একদিন শিবকে বলেন—

কারণেন মহামোক্ষো নির্ম্মাল্যেন শিবস্য চ।
শ্রুতংবেদপুরাণেষু তব বাক্যে মহেশ্বর॥
অগ্রাহ্যংতব নির্ম্মাল্যমগ্রাহ্যং কারণং বিভো।
মৃষাবাক্যং মহাদেব কথং বদসি যোগভৃৎ॥

প্রাণতোষিণীধৃত মাতৃকাভেদতন্ত্র ৪ পটল।

—হে মহেশ্বর। বেদপুরাণাদিতে তোমার বাক্যে শিব নির্ম্মাল্য

ও কারণের দ্বারা মহামোক্ষ হয় শুনেছি। হে যোগীশ্বর মহাদেব! তোমার নির্ম্মাল্য ও কারণ অগ্রাহ্য এই মিথ্যাবাক্য কেন বলছ ?

শিব বললেন—

চতুরশীতিলক্ষেষু যোনিগর্ত্তে তথৈবহি।
ভ্রমণং কুরুতে জীবস্ততো মোক্ষস্য ভাজনম্॥
এতন্মধ্যে মহাজ্ঞানং যদি স্যাৎ সুরবন্দিতে।
তদৈব মোক্ষমাপ্নোতি ভ্রমণঃ কস্য বা ভবেৎ॥
যস্য জন্ম ন পূর্ণন্তু স কথং মোক্ষভাজনম্।
যস্য পাপাধিকত্বঞ্চ স কথং স্বর্গভাজনম্॥
অতএব মহাদেবি গুপ্তভাব ময়া কৃতম্।
নির্ম্মাল্যেন লভেৎ স্বর্গং নির্ব্বাণং সুধয়া ভবেৎ॥
পাপযুক্তোঽপি চণ্ডালো নির্ম্মাল্যং গৃহ্যতে যদা।
তদা মোক্ষং লভেৎ সত্যং শিবরূপে ন চান্যথা॥ ঐ

—জীব চৌরাশি লক্ষযোনি ভ্রমণ করে তারপর মোক্ষভাজন হয়। হে সুরবন্দিতে! এর মধ্যে যদি মহাজ্ঞান হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎমোক্ষপ্রাপ্ত হয়—তবে কারই বা ভ্রমণ হবে? যার জন্ম পূর্ণ হয়নি সে কি প্রকারে মোক্ষযোগ্য হতে পারে? যার অধিক পাপ আছে সে কিরূপে স্বর্গভাজন হবে? অতএব মহাদেবি! নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি গুপ্তভাব আমি করেছি। নির্ম্মাল্যের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, সুধার দ্বারা নির্ব্বাণ হয়। পাপযুক্ত চণ্ডালও যখন নির্ম্মাল্য গ্রহণ করে, হে শিবরূপে! সে তখন মোক্ষলাভ করে—একথা সত্য, অন্যথা হয় না।

তাহলে ঠাকুরটী আমার চতুরতা করে শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য বলেছেন ?

লীলাময়ের সব লীলা। কেবল নাম কর! লীলারসে ডুবে যাবে, কুকুর—বেড়াল, কাঠবেড়ালী ও পাপী দেখেও তাঁর লীলাবিগ্রহ মনে করে প্রণাম কর্‌তে পার্‌বে।

বল—শিব শিব শিব—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

সপ্তবিংশ উচ্ছ্বাস

শিবো গুরুঃ শিবোদেবং শিবোবন্ধুঃ শরীরিণাম্।
শিব আত্মা শিবোজীবঃ শিবাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥
মুক্তিং বাঞ্ছতি চেদ্‌বিভিদ্য চরণা বা দেহপাতংবসেদ্
রুদ্রক্ষেত্রবরেঽথবা শিব গিরৌ মুক্তোঽনবদ্যোভবেৎ।
তত্রাশক্তমনা মহেশ্বর-কথা নামানি বা কীর্ত্তয়েৎ
সত্যং সত্যমিদং পুনঃপুনরসৌ মুক্তোঽনবদ্যোভবেৎ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

—যদি কেহ মুক্তি ইচ্ছা করে, সে কাশীধামে অথবা শিবগিরিতে দেহপাত পর্য্যন্ত পদদ্বয় ভঙ্গ করে বাস করবে। হে অনিন্দিতে! ক্ষেত্র বাসের ফলে সে অবশ্যই মুক্তিলাভ কর্‌বে। তাতে অশক্ত হলে মহেশ্বর কথা অথবা নাম সকল কীর্ত্তন কর্‌বে। আমি সত্য সত্য পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি—সে মুক্ত হবে।

শব্দাঃ সন্তি সহস্র ফল্গুফলদা মন্ত্রাঃ পরাঃ কোটয়ো
নামৈকং প্রবরং বদন্ত্য তিতরাং তেভ্যোঽবস্যাদিতঃ। ঐ

—অসার তুচ্ছ ফলপ্রদ সহস্র শব্দ, অন্য কোটি-মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে হরের নামই একমাত্র সর্ব্বোত্তম। শিবনাম জপকারী শিবত্ব লাভ করে।

তাহলে শিবের প্রসাদ খাওয়া যায়, নির্ম্মাল্য ধারণ করা যেতে পারে?

শিবভক্তের কোন নিষেধ নাই। শ্রুতি বলেন—

রুদ্রভুক্তং ভুঞ্জীয়াৎ, রুদ্রপীতং পিবেৎ, রুদ্রঘ্রাতং জিঘ্রেৎ রুদ্রেণভুক্তং দ্রব্যমশ্নন্তি রুদ্রেণ পীতং পিবন্তি তস্মান্নির্ম্মাল্য-মেব ভক্ষ্যং পীতং, নির্ম্মাল্যমেব নিষেবেত।

বৃহজ্জাবালোপনিষদি।

—রুদ্রভুক্ত ভোজন কর্‌বে, রুদ্রপীত পান কর্‌বে, রুদ্রঘ্রাত আঘ্রাণ কর্‌বে। বিদ্বানগণ রুদ্রের ভুক্তদ্রব্য ভোজন করেন, রুদ্রের পীত পান করেন। অতএব নির্ম্মাল্যই ভক্ষ্য, পীত। নির্ম্মাল্যই নিশ্চয় নিত্য সেবা কর্‌বে। আচ্ছা ব্যাসদেব ও জৈমিনির কথা শোন—

জৈমিনিরুবাচ।

অনর্হং মম নৈবেদ্যং পাদাম্বু কুসুমংদলম্।
ইতীশ্বরেণ কথিতমিতি কেচিন্মহর্ষয়ঃ।
বদন্তি তৎকথং স্বামিন্ যথার্হং কথয়স্ব মে॥ শিবপুরাণে।

—কোন কোন মহর্ষি বলেন, শিব বলেছেন—আমার নৈবেদ্য পাদোদক নির্ম্মাল্য পুষ্পপত্র ভোজন বা ধারণ কর্‌তে নাই কেন একথা বলেন আপনি আমাকে যথার্থ কি তা বলুন।

ব্যাস উবাচ।

দেব শ্রুত্বা বিবচসো বিষয়োঽয়ং জৈমিনে।
যে বীরভদ্রশপিতাঃ শিবভক্তিপরাঙ্মুখাঃ।
শম্ভোরন্যত্র দেবেষু যে ভক্তা যে ন দীক্ষিতাঃ॥ ঐ

—ব্যাসদেব বল্লেন—শিবভক্তিপরাঙ্মুখ যারা বীরভদ্র কর্তৃক শাপগ্রস্ত এবং শিব ভিন্ন অন্যদেব ভক্ত, আর যারা দীক্ষিত নয়, তাদের শিব-নির্ম্মাল্য বা নৈবেদ্য গ্রহণ করতে নাই।

যে শুদ্ধকর্ম্মিণঃ শম্ভোরন্যত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তেষামনর্হমীশস্য তৎপ্রসাদচতুষ্টয়ম্॥
নির্ম্মালং নির্ম্মলং শুদ্ধং নির্ম্মলত্বাদনিন্দিতম্।
তস্মাদভোজ্যং নির্ম্মাল্যং প্রাকৃতৈরশিবাত্মভিঃ॥ ঐ

—যারা শুদ্ধকর্ম্মী, শম্ভু ব্যতীত অন্যত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন, তাদের শিবের প্রসাদ চতুষ্টয় অযোগ্য। নির্ম্মাল নির্ম্মল—শুদ্ধনির্ম্মলত্বহেতু অনিন্দিত; সেইজন্য শিবগত প্রাণ ব্যতীত প্রাকৃতগণের শিব নির্ম্মাল্য অভোজ্য।

শিবানুভূতমখিলং নির্ম্মালং পরিভাষ্যতে।
ভোজ্যং ধার্য্যমিতিদ্বেধা তদ্বিধঞ্চ তদিষতে।
দেবস্বং দেবতা দ্রব্যং নিবেদ্যঞ্চ নির্বোদিতং।
চণ্ডদ্রব্যং বহিক্ষিপ্তং নির্ম্মাল্যং ষড়বিধংস্মৃতম্॥
দেবস্বং গ্রামভূম্যাদি-দাসীদাস-চতুষ্টয়ম্।
হেমরূপ্যকু-রত্নাদি-দেবদ্রব্যমিতি স্মৃতম্॥
সঙ্কল্পিত দেবায় পত্রং পুষ্পং ফলং জলং॥
অন্নপানাদি তৎসর্ব্বং নিবেদ্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥
এতত্রিবিধ নির্ম্মাল্যমনর্হমিতি কথ্যতে।
প্রমাদাৎ ভোজনং কুর্ব্বন্ ভুমৌ স স্যাদমঙ্গলম্।
শিব-দ্রব্যাপহরেণ নরকং যাত্যসৌ জনঃ॥

শিবানুভূত নিখিল নির্ম্মাল ভোজ্য এবং ধার্য্য ভেদে দুই প্রকার। দেবস্ব, দেবতা দ্রব্য, নিবেদ্য, নিবেদিত, চণ্ড দ্রব্য, বহিক্ষিপ্তভেদে নির্ম্মাল্য ছয়প্রকার। দেবস্ব গ্রাম, ভূমি, দাস, দাসী এই চারিটী ; স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি দেবদ্রব্য ; পত্র, পুষ্প, ফল, জল অন্নপানাদি যা দেবতাকে দান করবার জন্য সঙ্কল্প করা হয়, সে সকলের নাম নিবেদ্য—এই তিন প্রকার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে নাই। প্রমাদবশে ভোগ কর্‌লে তার ইহলোকে অমঙ্গল হয় এবং দেহত্যাগান্তে শিব-দ্রব্য অপহরণের জন্য এই ব্যক্তি নরকে গমন করে।

শিবোপভুক্তস্রগ্‌গন্ধমন্নপানাদিকঞ্চযৎ।
তৎপবিত্রমিতি প্রোক্তং সর্ব্বপাপহরং শুভম্‌॥

—শিব কর্ত্তৃক উপভুক্ত গন্ধ, অন্নপানাদি পবিত্র, শুভ এবং উপভোগে সর্ব্বপাপ হরণ করে থাকে।

স্থাপিতং বিধিনালিঙ্গং সর্ব্বৈর্দেবাসুরৈর্নরৈঃ।
এতত্ত্রিবিধ নির্ম্মাল্যে চণ্ডেশাধিকৃতঃ শিবঃ॥
বহিক্ষিপ্তমনর্হং সাদন্য দ্রব্যস্য কারণাৎ।
পিশাচানাঞ্চ সর্ব্বেষামধিকারোঽত্র সর্ব্বদা
নির্ম্মাল্যং ষড়বিধং ভোজ্যমেকমেব নিবেদিতম্‌॥

শিবপুরাণে।

দেবতা, অসুর, মানব কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত এই লিঙ্গত্রয়ের নির্ম্মাল্যে চণ্ডেশকে অধিকার দিয়াছেন। অন্য দ্রব্যের কারণ বাহিরে

ফেলা নির্ম্মাল্যে . পিশাচগণের সর্ব্বদা অধিকার—ছয় প্রকার নির্ম্মাল্যের মধ্যে একমাত্র নিবেদিতই ভোজ্য।

তাহলে কেবল শিবকে যা নিবেদন করা হয় তাই গ্রহণীয় ?

হাঁ—

বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে চন্দ্রাকৃতিহৃদিস্থিতে।
চান্দ্রায়নঃ সমংজ্ঞেয়ং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্।
লিঙ্গে স্বয়ম্ভুবে বাণে লিঙ্গেচ রসনির্ম্মিতে
সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে চৈব ন চণ্ডাধিকৃতির্ভবেৎ॥

সিদ্ধান্তশেখরে।

—বাণলিঙ্গ, স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ও চন্দ্রাকৃতি স্বীয় হৃদয়স্থিত শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ চান্দ্রায়ন ব্রতের তুল্য, অর্থাৎ চান্দ্রায়ন ব্রতের ফল এঁদের নৈবেদ্য ভক্ষণে লাভ হয়।

স্বয়ম্ভু অনাদি লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, স্বর্ণ বা পারদ নির্ম্মিতলিঙ্গ ও সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্যে চণ্ডে[redacted]র অধিকার নাই।

কিং দীক্ষয়া কিং তপসা কিং ধ্যানেন কিমিজ্যয়া
শৃণু দেবি বরারোহে মদ্ভুক্তং যদিভুজ্যতে॥

আমার ভুক্তাবশিষ্ট যে ভোজন করে তার দীক্ষা, তপস্যা, ধ্যান, যজ্ঞের কি প্রয়োজন!

শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং গিরিজাদত্তমেব চ।
নৈবেদ্যমুদরে কৃত্বা নরঃ সাজুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

তন্ত্রকৌমুদি

—শিব, বিষ্ণু, গিরিজার প্রসাদ ভোজনকারী মানব সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে।

তাহলে দেব, অসুর ও মানব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করতে নাই।

যৎকিঞ্চিদুপচারংহি লিঙ্গোপরি নিবেদয়েৎ।
তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি অগ্রাহ্যং পরমেশ্বরি॥
লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র ১২ পটল।

—লিঙ্গের উপরে যা নিবেদন করা যায় তাহাই অগ্রাহ্য।

বামদেবাদিষু সদা মুখেষু বরবর্ণিনি।
ভক্ষণং মম দেবেশি ব্রহ্মাণ্ডং তৃপ্তিকারকম্॥ ঐ

—বামদেবাদি মুখ সকলে আমার ভক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিকারক। এই প্রসাদ ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ। অশুচি অথবা শুচি—যে কেহ প্রসাদ গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি পরমারাধ্য সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।

পাপযুক্তোঽপি চণ্ডালো নির্ম্মাল্যং গৃহ্যতে যদা।
তদা মোক্ষং লভেৎ সত্যং শিবরূপং ন চান্যথা॥
মাতৃকভেদতন্ত্রে ৪র্থ পটলে।

ইত্যাদি স্থলে কোন বিশেষ না থাকায়—

অতএব নিষেধ বচনানি সর্ব্বাণ্যুর্দ্ধ মুখদত্ত দ্রব্যপর ভোজনাদি নিষেধ পরাণীতি ন কশ্চিদ্দোষলেশঃ।

—অতএব নিষেধ বচনসকল উর্দ্ধমুখে দত্ত দ্রব্যপর, সেই শিবলিঙ্গমাত্রেরই প্রসাদ, যা লিঙ্গের উপর দেওয়া না হয়, তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যৎকিঞ্চিদুপচারং হি লিঙ্গোপরি নিবেদয়েৎ।
তন্নির্মাল্যং মহেশানি অগ্রাহ্যং পরমেশ্বরি ॥
লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র।

লিঙ্গের উপর যা দেওয়া যায় সেই নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য। ঈশানমুখ পরব্রহ্ম, তাতে যা দেওয়া হয়—

অগ্রাহ্যং তত্তু নির্ম্মাল্যং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ং যতঃ॥ ঐ

সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় বলে তা অগ্রাহ্য। বল—শিব শিব শিব! উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে বল শিব শিব! বল—

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

অষ্টাবিংশ উচ্ছ্বাস

সা জিহ্বা যা শিবং স্তৌতি তন্মনোধ্যায়তে শিবং শিবম্।
তৌ কর্ণৌ তৎ কথালোলৌ তৌহস্তৌ তস্য পূজকৌ॥
রুদ্রেশান মৃড্ডে হে শিব হরে তুচ্চৈর্লপন্তং তথা।
ত্রস্তাঃ পাতক পক্ষিণো বিটপিনং ত্যক্ত্বা প্রয়ান্ত্যঞ্জসা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

—হে রুদ্র, ঈশান, মৃড়, ইড্য, হে শিব, হে হর—এই নামসকল যে উচ্চৈঃস্বরে গান করে পাতকরূপ পক্ষিসকল ভীত চকিত হয়ে তার দেহরূপ বৃক্ষ ত্যাগ করত সত্বর পলায়ন করে থাকে।

যো রুদ্রং পরিকীর্ত্তয়েদপি হরিং কর্ম্মণি সম্পূর্ণতাং.
তস্যায়ান্তি শিব স্বনাম বদতাং মুক্তিপ্রদঃ স্যাদ্ধ্রুবম্!
অজ্ঞানাদপি বুদ্ধি পূর্ব্বমনিশং তদ্‌গায়তাং কিং পুন
মুক্তিস্তস্য করোদরে স্থিতি মতোবক্ষ্যেহনবদ্যেতব॥ ঐ

—হে অনিন্দিতে! অজ্ঞান বশেও যে রুদ্রনাম কিম্বা হরিনাম কীর্ত্তন করে, তার কর্ম্মসকল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শিব স্বনাম কীর্ত্তনকারিগণের নিশ্চয় মুক্তিপ্রদ হন, আর যারা দিবানিশি শিবনাম গান করে তাদের সম্বন্ধে কি বল্‌বো! তাদের মুক্তি করতলে স্থিত।

যো নামেশ্বর মীরযেদ্ধর শিব শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর
প্রদ্যুম্ন প্রমথ ত্রিনেত্র মখভিৎ সর্ব্বেশ রুদ্রেতি চ।
তং বৎসং প্রিয় গৌরিরৈতি গিরিশো হুঁকৃত তস্যাশুভং
সর্ব্বাভীষ্ট ফলং পুনঃ প্রকটয়নূধোঽনবচ্ছে শিবঃ॥ ঐ

—হে অনিন্দিতে! যে ব্যক্তি হর, শিব, শ্রীনীলকণ্ঠ, ঈশ্বর, প্রদ্যুম্ন, প্রমথ, ত্রিনেত্র, মখভিৎ, সর্ব্ব, ঈশ, রুদ্র—এই সকল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, বৎসপ্রিয় গাভীর ন্যায় হুঙ্কার করে গিরিশ তার কাছে ছুটে আসেন, তার অশুভ সমূহ নষ্ট করে দেন। গাভী যেমন স্তন হতে দুগ্ধদান করে, তদ্রূপ শিব নিখিল অভীষ্ট ফল প্রকটিত করেন।

অর্চ্চায়াং পরমেশ্বস্য কথনে নাম্নাং ত্রিপুণ্ড্রাক্ষয়ো-
কাশ্যাং বৃদ্ধগিরৌচ নৈমিষবনে পঞ্চাক্ষরে মুক্তিদে।
বেদান্তে চ বিরক্তিমদ্‌যতিজনে স্বাভাবিকী জায়তে-
ভক্তিং পুণ্যবতাং ভবার্ত্তিশমনী নৈবেতরেষাং নৃণাম্।

—পুণ্যবানগণের পরমেশ্বরের প্রতিমায়, তাঁর নামসকল কীর্ত্তনে, ত্রিপুণ্ড্র ধারণে, রুদ্রাক্ষে, কাশী, হিমালয় ও নৈমিষারণ্যে, মুক্তিপ্রদ 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষরে, বেদান্তে ও বিরক্তযতিজনে ভবপীড়া-নাশিনী স্বাভাবিকী ভক্তি হয়, অন্য মানবগণের হয় না।

কবে আমার নামে অনুরাগ আসবে! কবে আমি শিব শিব নাম কীর্ত্তনে আত্মহারা হব! এমন দিন কি আমার হবে!

কেন হবে না? শিবের কাছে প্রার্থনা কর—যে যা চায় শিব তাকে

তা দান করেন। তীর্থে বাস, শিব নাম কীর্ত্তন, শিব লীলা চিন্তন, প্রসাদ ভক্ষণ করে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দাও।

আচ্ছা শিবের প্রসাদের মহিমা খুব !

নিশ্চয়ই—

ইমং প্রসাদং ভুঞ্জানো বিরিঞ্চি কিল জৈমিনে।
অষ্টাদশ মহাবিদ্যা স্থান চারণ পারগাঃ॥ শিবপুরাণে

ব্যাস বল্‌ছেন—হে জৈমিনে! এই প্রসাদ ভক্ষণ করে পূর্ব্বে বিরিঞ্চি প্রজাপতি অষ্টাদশ মহাবিদ্যার পারগামী হয়েছিলেন। ভারতী তাঁর কণ্ঠে নিত্য নৃত্যপরায়ণা হয়ে অবস্থান করেন। দেব দানবগণের শিরোরত্ন তাঁর পদকমলে বিরাজিত। তিনি অবলীলাক্রমে সকলকে অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন—

জগজ্জনয়িতুং শক্তঃ প্রসাদনুভবাদভূৎ।

—প্রসাদ ভোজনের ফলে জগৎ সৃষ্টি কর্‌তে সমর্থ হয়েছেন—

বিষ্ণু পরশুরামোঽপি শিবেন পরিদীক্ষিতঃ।
পাদোদক প্রসাদেন নির্ম্মাল্যানুনিষেবকঃ॥
বশিষ্ঠোঽপি গরিষ্ঠোঽভূৎ প্রসাদস্য প্রভাবতঃ।
তস্মাৎ পাদোদকং পেয়ং প্রসাদঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ॥ ঐ

—বিষ্ণু ও পরশুরাম শিবকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপদিষ্ট হয়ে পাদোদক প্রসাদের সহিত নির্ম্মাল্যের নিত্য সেবক হয়েছিলেন।

পরশুরাম একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন শিবের প্রসাদ প্রভাবে। বিষ্ণুর পালকত্ব—তাও শিবের প্রসাদহেতু। প্রসাদের প্রভাবে বশিষ্ঠ গরিষ্ঠ হয়েছিলেন। সেইজন্য পাদোদক অবশ্য পান কর্‌বে, প্রসাদ ভোজন কর্‌বে।

শিব বলেছিলেন—

তবোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্।
গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরম্।

—হে মহাদেবি! তোমার উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সুদুর্লভ। গুরুদেবের উচ্ছিষ্টও তদ্রূপ মহাপবিত্র পরাৎপর—শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতম।

সকলের গুরুতো শিব?

হাঁ। তাঁর স্বমুখে আমি গুরু বলে পরিচয় দেবার কথা আগে বলেছি। তিনি গুরু—তিনি সব। শিব স্বমুখে বল্‌ছেন—

হিরণ্যগর্ভাদীনহংজায়মানান্ পশ্যামি।

ভস্মজাবালোপনিষদি

—বিশ্ব ভূত ভুবন—যা কিছু জন্মেছে—সে সমস্ত উমার সহিত আমি সৃষ্টি করেছি। হিরণ্যগর্ভাদি যে সকল জন্মাচ্ছে তা আমি দেখ্‌ছি।

যো রুদ্রো অগ্নৌ যোঽপ্সু য ওষধীষু
যো রুদ্রা বিশ্বভুবনা বিবেশৈব মেব।

অয়মেবাত্মান্তরাত্মা ব্রহ্মজ্যোতি যস্মান্ন
মত্তোঽন্যঃ। পরঃ। অহমেব পরো বিশ্বাধিকঃ।
মামেব বিদিত্বামৃতত্বমেতি। ঐ

—যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলে, ওষধীতে, যে রুদ্র ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, এই আত্মা, অন্তরাত্মা, ব্রহ্মজ্যোতি, যেহেতু আমা হতে অন্য নয়, আমিই বিশ্বের অধিক শ্রেষ্ঠতম; আমাকে জেনেই মানব অমৃতত্ব লাভ করে। আমাকেই জেনে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত রোগ দূর হয়। সেই হেতু আমি রুদ্র—সকলের পরম গতি। সেই আমি সর্ব্বাকার 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি। তং মামেব বিদিত্বা উপাসীত'।—যাঁহা হতে এই ভূত জাত জন্মায়, যাঁর দ্বারা জাত প্রাণীসকল জীবিত থাকে, যাঁর অভিমুখে গমন করে, শেষে যাতে প্রবিষ্ট হয়, তা আমি; আমাকে জেনে উপাসনা কর। আমি ভূতগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত। আমার ভয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম স্ব-স্ব কর্ম্ম করে থাকে। অতএব আমি সকলের অধিষ্ঠাতা পালক; সেই আমি পৃথিবী।

সোঽহমাপঃ সোঽহং তেজঃ সোঽহং বায়ুঃ সোঽহং কালঃ সোঽহং দিশঃ সোঽহমাত্মা ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥

সেই আমি জল, সেই আমি তেজ; সেই আমি বায়ু, সেই আমি

কাল, সেই আমি দিক্, সেই আমি আত্মা, আমাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবিদ্ পরম মহানকে প্রাপ্ত হয়।

আচ্ছা আত্মা আত্মা শুনি—সে আত্মা কি? তাঁর কোন আকার আছে কিনা? তিনি এক—কি অনেক?

এ আত্মতত্ত্ব বড় রহস্যময়। বাক্যের দ্বারা এঁকে বুঝান যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর দর্শন লাভ না হয় ততক্ষণ তর্ক বিতর্ক থাকে, আত্মা স্বানুভাবগম্য।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ন্যায়দর্শন জীবাত্মা 'বহু' বলিয়াছেন। বৈষ্ণবগণও জীবাত্মা 'বহু' বলেন।

ভগবান যামুনাচার্য্য বলেছেন—

ইন্দ্রিয়মনঃ প্রাণধীভ্যোঽন্যোঽন্যসাধনঃ।

নিত্যো বাপিপ্রতিক্ষেত্রমাত্মাভিন্নঃ স্বতঃ সুখী॥ সিদ্ধিত্রয়

—এই জীব প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, ইনি স্বভাবতঃই নিত্য, আনন্দময়, দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন সূক্ষ্ম, সচেতন।

কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীব সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
শ্রীমদ্ভা ১০৮।৫০ টীকা ধ্রুব শ্রুতি।

কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ জীব সূক্ষ্মস্বরূপ, আর চিৎকণ অসংখ্য।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি

—একটি কেশাগ্রকে শত ভাগে বিভক্ত করে তার প্রতি খণ্ডকে শতখণ্ডে বিভক্ত কর্‌লে তার যে ভাগ অর্থাৎ একটি খণ্ড—জীব তদ্রূপ। সেই জীবই আবার স্বরূপত অনন্ত। কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে শতভাগ কর্‌লে যে একভাগ—জীব তদ্রূপ।

এ যে কল্পনা করাও শক্ত!

'আত্মা' শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের ধ্যানগম্য। মনের কল্পনা করবার সাধ্য নাই। কেবল শিব শিব কর, আত্মদর্শন লাভ কর্‌বে। পরমাত্মা শঙ্কর এসে তোমায় বুকে করে নেবেন। বল—শিব শিব শিব।

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হৃষিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥

———

ঊনত্রিংশ উচ্ছ্বাস

সংসার চিদচিদ্‌ভ্যোঽন্তঃ ক্বচিৎ ক্বচিদনাবিলং
জয়ত্বনাদি নিধন্যে মহাদেবো মহার্ণবে ॥
মহাদেবেতি বক্তারং দৃষ্টৈ্ব যমকিঙ্করাঃ।
পলায়ন্তে মহাভীতাঃ স্মরন্তো যমশাসনম্।
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি বাদিনম্।
বৎসং গৌরিব গৌরীশো ধাবন্ত মনুধাবতি ॥

আদিত্য পুরাণে

—যম কিঙ্করগণ মহাদেব নাম উচ্চারণকারীকে দেখে যমের শাসন স্মরণ করে মহাভীত হয়ে পলায়ন করে থাকে। গাভী যেমন বৎসের পশ্চাদ্ধাবন করে, তদ্রূপ মহাদেব মহাদেব মহাদেব নামকারীর পশ্চাতে গৌরীকান্ত ধাবিত হন।

আচ্ছা জীবাত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় না ?

হাঁ—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৫।৮

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

—যে জীব রবিতুল্য জ্যোতির্ম্ময়, অঙ্গুষ্ঠমাত্র, সঙ্কল্প ও অহঙ্কারবিশিষ্ট, বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণ, আত্মগুণের দ্বারা আরাগ্র মাত্র—অর্থাৎ চর্ম্মকারের সূক্ষ্মমুখ চর্ম্মভেদক যন্ত্রের অগ্রভাগের ন্যায় অথবা চিকিৎসকের সূক্ষ্ম শলাকার অগ্রভাগের ন্যায়—অপর ; অর্থাৎ দেহ হতে অন্য হলেও অবশ্যই দেখা যায়, অনুভব করা যায়।

লক্ষণমাত্মনো জ্যোতিরূপং প্রপশ্যতি।
তৎতেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপৈ র্বিনির্ম্মুক্তঃ সযাতি পরমাং গতিম্॥

শিবসংহিতায় অনুভবসংগ্রহ ধৃত—

—চোখ বন্ধ করে যোগী জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দেখতে পায়। ঐ তেজকে যে ক্ষণকালমাত্রও স্পষ্ট ও নির্ম্মলভাবে দেখতে পায়, সে সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করে।

বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্।
বৈদ্যুতেহগ্নিবিরাকাশে পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি॥ ঐ

ব্রহ্মপুরাণে মহাভারত আদিতে—

—ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, অথবা উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায়, কিম্বা আকাশস্থ বিদ্যুতের ন্যায় আত্মাকে যোগীরা অন্তরে দেখ্‌তে পান।

আত্মানং রবি-বহ্নি-চন্দ্র-বপুষং তাবাত্মকং সন্ততং!
নিত্যানন্দ-গুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ

তন্ত্রসারে॥

—পুণ্যবান ব্যক্তিগণ আত্মাকে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র বা নক্ষত্রের আকারে দেখ্‌তে পান। এতে নিত্য আনন্দ লাভ হয়।

নেত্রে পশ্যতি যৎ জ্যোতিস্তারারূপং প্রকাশকম্।
স জীবঃ সর্ব্বভূতানাং আত্মানাঞ্চ সমাহিতঃ॥ ঐ
শিবপুরাণ সনৎকুমার সং—

—ধ্যানস্থ ব্যক্তি চক্ষুতে যে নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশক জ্যোতি দেখ্‌তে পান তাহাই সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মা।

প্রদীপ কলিকাকারো জীবো হৃদি সদাস্থিতঃ।
শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী ও বৃহন্নীলতন্ত্রে—

—জীবাত্মা হৃদয়ে প্রদীপ কলিকার আকারে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। গীতাসারে—

যখন আত্মা দেহঘটে প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত হন তখন পাপকর্ম্মের ক্ষয় হয় এবং জ্ঞান জন্মে।

ঘেরণ্ডে—মূলাধারে কুণ্ডলিনী সর্প্বরূপে এবং জীবাত্মা প্রদীপের ন্যায় অবস্থিত।

আচ্ছা এই যে জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা—চোখ বুজে কেবল ভিতরে দেখা যায়?

ভিতরে বাইরে—চোখ বুজে, চোখ চেয়ে, জ্যোতি দেখা যায়। আত্মোপনিষদে ত্রিবিধ আত্মার কথা বলা হয়েছে—আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা। আত্মা দেহ, অন্তরাত্মা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীবাত্মা, পরমাত্মা অক্ষর।

বটকণিকা বা শ্যামক তণ্ডুল কিম্বা বালাগ্রের শত সহস্র ভাগ তুল্য 'স লভ্যতে ন লভ্যতে'—ঐ আত্মাকে কি করে লাভ করা যায় ?

মিত ভোজন, সন্ধ্যায় ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আত্মহৃদয়ে আত্মসাক্ষাতের অভ্যাসকারী প্রজ্বলিত দীপের মত আপনার মনঃপ্রদীপের দ্বারা নিরাকার আত্মার দর্শন করে মুক্ত হয়ে যায়।

(মহাভারত ধর্ম্মব্যাধের উক্তি—কৌশিকের প্রতি।)

শরীর মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অঃ

প্রাণভূতগণের আত্মা সনাতন পুরুষ। ঐ ১৮৫ অঃ

আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয় মধ্যে বিধুম পাকের ন্যায় রশ্মি সংযুক্ত, দিবাকরের ন্যায় ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। শান্তিপর্ব্ব ৩০৫

আচ্ছা স্ত্রীপুরুষের কি আলাদা আলাদা আত্মা ?

না।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ৫।১০ শ্বেতা

—এই জীবাত্মা অবশ্যই স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নিশ্চয়ই নপুংসক নন। যে যে শরীর গ্রহণ করেন সেই সেই দেহের দ্বারা তিনি রক্ষিত হন।

যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাণু বরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥ মনুসংহিতা

"জীবাত্মা অণুমাত্রিক হইয়া, লিঙ্গ শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া, যখন স্থাবর বীজে প্রবেশ করেন, তখন বৃক্ষাদিরূপ ধারণ করেন। যখন জঙ্গম বীজে প্রবিষ্ট হন তখন মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

তমণুমাত্মানমনু বিদ্যাহস্মীত্যেব সম্প্রজানীতে।

—সেই অণুমাত্র অতি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে ধ্যান করিলে অহংমাত্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাতঞ্জলে সমাধিপাদ ৩৬ সূত্রের ভাষ্য।

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতু র্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯।

শ্রীমদ্ভা ৭।৭।

—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বয়ং জ্যোতি, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী, অনাবৃত।

আত্মা স্থূল. সূক্ষ্ম, কারণ দেহে অভিমান হেতু যাতায়াত করেন। দেহাভিমান দূর হলে—নির্বিশেষবাদী বলেন—ঘট ভাঙলে ঘটাকাশের মত মহাকাশ হয়ে যান। যোগী দেহত্রয়ের অভিমান মুক্ত হয়ে অপরিমিত জ্যোতি-সাগরে একীভূত হন। আর ভক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম দেহে অভিমান ত্যাগ করত অপ্রাকৃত দেহ লাভ করে ঈপ্সিততমের সেবা করেন।

দেহত্রয় কি ?

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু. উপস্থ ও পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ,

অপান, সমান, ব্যান, উদান—অপঞ্চীকৃত ভূতজাত সূক্ষ্ম দেহ ভোগের সাধন। আর কারণ দেহ অজ্ঞান।

প্রকৃতি নির্মুক্ত জীবাত্মা স্বতন্ত্রভাবে থাকেন—এর কোন প্রমাণ আছে ?

সোঽনাদিনা পুণ্যেন পাপেন চানুবদ্ধ পরেণ—
নির্মুক্তোঽহনন্তায় কল্পতে। মাধ্বভাষ্য-অগ্নিবেশ্যশ্রুতি।

—অনাদি পুণ্য ও পাপের দ্বারা অনুবদ্ধ সেইপুরুষ জ্ঞানের দ্বারা নির্মুক্ত হইয়া অনন্তকাল থাকেন।—সাংখ্যতত্ত্বালোক।

পরমাত্মা কোথায় থাকেন ?

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্মন্ন অভিচাকশীতি॥ ৩।১। মাণ্ডুক্যো

সতত সম্মিলিত, আত্মা এই সমান নামধারী দুই সুপর্ণ পক্ষী জীবাত্মা পরমাত্মা এক বৃক্ষ অর্থাৎ দেহকে আলিঙ্গন করে আছেন। তাঁদের মধ্যে একটী জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ না করে দর্শন করেন।

পরমাত্মা কি ভাবে দেহে থাকেন ?

আকাশের মত ভিতর বাহির আবৃত করে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান রামানন্দাচার্য্য বলেছেন—জ্ঞানিগণ বলেন—জীব সদা একরূপ জ্ঞানগুণ যুক্ত, চেতন, জন্মমরণাদি ষড়ভাব বিকার রহিত, সকল

অবস্থায় শ্রীভগবানের অধীন, পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, প্রতি শরীরে বদ্ধ-মুক্ত, নিত্য ভেদে অনেক প্রকার, অন্তর্যামিত্বহেতু লক্ষ্মীকান্ত কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত শরীরে অবস্থিত, স্বকর্ম জন্য ফল ভোক্তা, ভগবদনুচর, বদ্ধদশায় স্বাধীনতাহেতু শুভ, অশুভ. কর্ত্তৃত্বাদির অহঙ্কার বিশিষ্ট, মুক্তদশায় শ্রীভগবানের অধীন—এই অভিমান যুক্ত ; চিদচিদ্ বিশিষ্ট পরমেশ্বর জ্ঞান অন্বেষিগণের জ্ঞেয় ।

জড়, চেতন—সব ভগবানের শরীর। তিনি দেহ ও আত্মাকে আবৃত করে অবস্থান কর্‌ছেন ।

বড় কঠিন ধর্‌তে পার্‌ছি না—

আচ্ছা কেবল শিব শিব কর তাহলেই আপনি এসে ধরা দেবেন, বল—শিব ! শিব ! শিব !

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে ।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

—— ——

ত্রিংশ উচ্ছ্বাস

চরিতানি বিচিত্রাণি গুহ্যানি গহনানি চ।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দুর্বিজ্ঞেয়োঽসি শঙ্কর॥
আকর্ণং সলিলে নিমজ্জ্য পুলিনাভোগোপধানে শিরঃ।
কৃত্বা শৈলসুতাপতে মুররিপো গঙ্গাধরেত্যালপন্।
গৃহ্ণন্ কর্ণপুটে শিবেন কৃপয়া প্রত্যাহৃতং তারকং
তীরে জাহ্নবী তাবকে তনুপরিত্যাগং বিধাস্যে কদা।

আদিত্যপুরাণে—

—কর্ণ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে, বালুকারূপ উপাধানে মাথা রেখে, হে শৈলসুতপতে! হে মুররিপো, হে গঙ্গাধর! এই নাম সকল কীর্ত্তন করতে করতে, শিবের দ্বারা কর্ণ বিবরে উপদিষ্ট তারক ব্রহ্ম মন্ত্র শুনে, তোমার জাহ্নবী তীরে কবে শরীর পরিত্যাগ করবো—এমন ভাগ্য আমার কবে হবে!

উচ্চৈরুচ্চরিতৈ মহেশ্বর-মহাদেবাদিভির্নামভিঃ
পাষাণৈর্ভূশতাড়িনানি সহসাপাপোচ্চতালাগ্রতঃ
সদ্যঃ পাতকিনাং পতন্তি হি ফলান্যাভোজ্যমানান্যধো
যাবচ্চূর্ণিত-পাপতাল তরবো নশ্যেয়ুরত্যদ্ভুতম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত মহেশ্বর, মহাদেবাদি নামরূপ পাষাণের দ্বারা অত্যন্ত তাড়িত হয়ে সহসা পাপরূপ উচ্চতাল বৃক্ষের অগ্র (মস্তক) হতে পাতকীগণের পাপরূপ ফল সকল ভোগ প্রদান না করে তৎক্ষণাৎ নিম্নে পতিত হয়, আর পাপতালবৃক্ষ চূর্ণিত হয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। নামের প্রতাপ অতি অদ্ভুত। নাম কর্‌লে পূর্ব্বকৃত পাপের ফলভোগ কর্‌তে হয় না। ফলভোগ যতক্ষণ দেহাত্মবোধ। নাম কর্‌তে কর্‌তে পাপক্ষয় হয়ে যায়। অধোমুখ প্রণব উর্দ্ধমুখ হন। জ্যোতিরূপ আত্মার দর্শনলাভ হয়। মন আত্মাতেই খেলা করে। আত্মা কি এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

দেখ, মুখে বোঝান খুব কঠিন—আত্মা অনুভবের বস্তু। আচ্ছা শোন—

ইত্যুক্তে পরমাত্মাসৌ শঙ্করং লোক শঙ্করম্।
নাদাত্ম-তত্ত্বংতেভ্যস্তু প্রদদৌ প্রণবাত্মকম্॥ বেদান্ত রামায়ণ

বিষ্ণু লোকশঙ্কর শঙ্করকে এই কথা বল্‌লে পর পরমাত্মা শঙ্কর ব্রহ্মাও বিষ্ণুকে প্রণবাত্মক নাদাত্মতত্ত্ব দান কর্‌লেন।

তাহলে প্রণবাত্মক নাদই আত্মতত্ত্ব ?

আর শোনো—

ইত্যুক্তঃ শঙ্করস্তস্মৈ দদৌ নাদাত্মকং শিবম্।
প্রণবাত্মকং পরং তত্ত্বং লব্ধবান্ পরমাত্মনঃ॥
হরিস্তত্র পরংতত্ত্বং জ্ঞাত্বা রূপমপশ্যতঃ॥ শিবপুরাণে

—শঙ্কর নাদাত্মক কল্যাণময় তত্ত্ব দিলেন। হরি পরমাত্মা হতে প্রণবাত্মক পরমতত্ত্ব লাভ কর্‌লেন।

ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ংগতে ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মপ্রণবসন্ধানং নাদো জ্যোতির্ম্ময়ঃ শিবঃ।
স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব ॥ নাদবিন্দূপনিষৎ

—অনন্তর কালবশে প্রারব্ধের ক্ষয় হলে ব্রহ্মপ্রণব সংলগ্ন জ্যোতির্ম্ময় শিব নাদ আত্মা, মেঘ অপগত হলে রবি রশ্মির মত স্বয়ং আবির্ভূত হন।

তাহলে জ্যোতির্ম্ময় প্রণবাত্মক নাদই আত্মা।

হাঁ, আচ্ছা আরও শোনো—

সতারো বীজতা মেষ প্রাণিষ্বেব ব্যবস্থিতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং গ্রস্তমেতেন ব্যাপ্তঃ স্থাবর জঙ্গমম্ ॥
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে ॥
প্রপঞ্চ সার চতুর্থ পটলে।

—সেই এই ওঙ্কার নিখিল প্রাণিদেহে অন্তরাত্মা, অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করছেন। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড এঁর দ্বারা গ্রস্ত, ভক্ষিত, আক্রান্ত। নাদ, প্রাণ, জীব, ঘোষ ইত্যাদি নামে ইনি কথিত হন।

যাক্ মানচিত্রের কাশী দেখার মত আত্মার কথা। প্রণবই সব শুনলাম। আচ্ছা অন্যান্য জ্যোতি সবই কি প্রণব?

তদা পশ্চিমাভিমুখ প্রকাশঃ স্ফটিক ধূম্র বিন্দুনাদকলা
নক্ষত্র খদ্যোত দীপ সুবর্ণ নবরত্নাদি প্রভাদৃশ্যন্তে তদেব
প্রণব স্বরূপম্।—মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ।

মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্নায় স্ফটিক ধূম্র বিন্দু (চন্দ্রকলাবৎ জ্যোতিঃ

(বিন্দুবৎ জ্যোতিঃ), নাদ (দীপশিখাবৎ জ্যোতিঃ), কলা (বিদ্যুৎ রেখার ন্যায় জ্যোতি) নক্ষত্র, জোনাকীপোকা, প্রদীপ, নেত্র, স্বর্ণ ও নবরত্নাদি প্রভা দৃষ্ট হয়।

আমিতো এখন জ্যোতি দেখতে পাচ্ছিনা, নাদও শুন্‌তে পাচ্ছিনা ! আমার প্রণব এখন কোথা আছেন ?

ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং খলু।
প্রাণঃ প্রণব এবায়ং তস্মাৎ প্রণব ঈরিতঃ॥

শিবপুরাণে বি,সং

—ব্রহ্মা হতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ প্রণব, এইজন্য প্রণব বলে কথিত হন।

তা হলে এই নিশ্বাস প্রশ্বাসে যে প্রাণবায়ু খেলা করছেন, ইনিই প্রণব ?

হাঁ। ইনি বড় কম নন্—

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥

—প্রাণই ভগবান শঙ্কর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ, প্রাণের দ্বারা লোকসমূহ ধৃত হয়, সমস্ত জগৎই প্রাণময় ওঙ্কার ব্রহ্ম, ওঙ্কার প্রাণ, ওঙ্কার আত্মা, ওঙ্কারই চরাচর জগৎ—একথা আগেও বলেছি। পরমাত্মা কে, তিনি কোথায় ?

কহ প্রভু জীবগণ মূরতি কাহার।
পরমেশ্বরের মূর্ত্তি এই কহিলাম সার॥
ইহার তাৎপর্য্যার্থ শাস্ত্রে এই কয়।
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥ বংশী-শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যদেব বংশীবদন

সমস্ত জীবই পরমাত্মার মূর্ত্তি—

ব্রহ্মপ্রণব সংলগ্ননাদোজ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ॥ ৪৬ ॥
মনস্তত্র লয়ংযাতি তদবিষ্ণোঃ পরমংপদম্।
তাবদাকাশ সঙ্কল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৪৭ ॥

নাদবিন্দূপনিষদি

—ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ন জ্যোতির্ম্ময়াত্মক নাদ। মন সেই স্থানে লয় হয়, তাই বিষ্ণুর পরমপ্রদ। যতক্ষণ নাদ থাকে ততক্ষণ আকাশের সঙ্কল্প থাকে, আকাশের মত নির্লিপ্ত হয়ে সাধক অবস্থান করেন।

নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে॥

—নিঃশব্দ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। নাদের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মন থাকে। নাদ শেষ হলে মনোন্মনী অবস্থা লাভ হয়।

তা হলে নাদ শুন্‌তে শুন্‌তে যখন নাদের অন্তর্গত জ্যোতিতে মন লয় হয়ে যায়, সেই নিঃশব্দ অবস্থার নাম পরমাত্মা।

ভাষার সামর্থ্য এই পর্য্যন্ত। তার পরের কথা কেহ বল্‌তে পারে না। আচ্ছা, পরব্রহ্মের রূপের কথা শোন—

বিন্দুনাদ কলাজ্যোতী রবীন্দু ধ্রুব তারকম্।
শান্তঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ৬৬ ॥
যোগ শিখোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়—

—বিন্দু, নাদ, কলা, জ্যোতি, সূর্য্য, চন্দ্র, ধ্রুব, তারকা, শান্ত ও তদতীত পরং ব্রহ্ম।

এসব তো প্রণবের জ্যোতি—

প্রণবের ভিতরে বাইরে তো পরপ্রণবই বিদ্যমান।

আচ্ছা—এই ওঙ্কার কিভাবে ভিতরে বাইরে আছেন ?

আকাশের মত ব্যষ্টি সমষ্টিভাবে প্রণব বিরাজ কচ্ছেন। ওঙ্কারের তিনটী মাত্রা অ, উ, ম। ব্যষ্টি—ধর তোমার স্থূল দেহ অকার, সূক্ষ্মদেহ উকার, কারণ দেহ মকার। এই দেহত্রয়ে অভিমানী আত্মার নাম বিশ্ব, তৈজস্, প্রাজ্ঞ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ। সমষ্টি—অভিমানী আত্মার নাম বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর।

আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—বুঝতে পাচ্ছি না। [N.P আচ্ছা— কেবল শিব শিব শিব জপ কর! শিব আসুন, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। বল—শিব! শিব! শিব!

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

একত্রিংশ উচ্ছ্বাস

ধরাপোঽগ্নি মরুদ্ ব্যোম মখেশোন্দ্বর্ক মূর্ত্তয়ো
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ
শিবপূজারতা যে চ শিবপূজাপরায়ণাঃ।
ত এব শিবতুল্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

—যাঁরা শিবপূজা পরায়ণ, শিব নামে অত্যন্ত আসক্ত, হে দ্বিজগণ! এই ঘোর কলিযুগে তাঁরাই শিব-তুল্য।

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
সদ্যঃ প্রলয়মায়ান্তি মহাদেবোত কীর্ত্তনাৎ॥

আদিত্য পুরাণে—

—কোটি ব্রহ্মহত্যা, কোটি অগম্যাগমনের পাপ 'মহাদেব' এই নাম কীর্ত্তনে সদ্য বিনষ্ট হয়।

মহাদেবেতি কল্যাণী বাণী যস্য মুখাম্বুজে।
স ধন্যঃ পাবয়ত্যেতান্ স্বদৃষ্টি পথ গোচরান্॥ ঐ

"মহাদেব" এই মঙ্গলময়ী বাণী যাঁর মুখকমলে সদত বিরাজমানা, তিনি ধন্য—তাঁর দৃষ্টিপথে যারা পতিত হয় তাদেরও পবিত্র করেন।

'মহাদেব' নামকারী সর্ব্বত্র মহাদেবকেই দেখেন। একজন পাপীকে দেখে মহাদেব বলে মনে মনে প্রণাম করলেন, 'মহাদেব' এই নাম শুনিয়ে দিলেন। তাঁর দৃষ্টিপাতে পাপীর অন্তরস্থ সুপ্ত ভাব জেগে উঠে সেও পবিত্র হয়ে যায়।

আচ্ছা ব্যষ্টি সমষ্টি কি? একটু সহজ করে বল?

ব্যষ্টি বৃক্ষ, সমষ্টি বন। ব্যষ্টি একটি জীব, সমষ্টি হল চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সব। অকার উকার মকার—তিনটী ভিন্ন আর কিছু নাই। ঋগ্‌বেদ, গার্হপত্য অগ্নি, পৃথিবী, ব্রহ্মা হল অকারের শরীর। যজুর্ব্বেদ, অন্তরীক্ষ, দক্ষিণাগ্নি, ভগবান্ বিষ্ণু উকার। সামবেদ, দ্যৌ, আহবনীয় অগ্নি, পরমদেব ঈশ্বর মকার (ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ)। অর্দ্ধমাত্রা প্রণবের উপরে আছেন। পদ্মসূত্রের মত তাঁর আকার।

বুঝিয়ে বল—

স্থূল জগৎ যা কিছু দেখা যায় অকার ব্রহ্মা। এই স্থূল যে সূক্ষ্ম ধরে রেখেছেন তিনি জ্যোতির্ম্ময় প্রাণবিষ্ণু। এই স্থূল সূক্ষ্মকে ধরে রেখেছেন, যিনি কারণ, তিনি মহেশ্বর—নাদ যাঁর সান্নিধ্যে। এঁরা সৃষ্টি স্থিতি লয় লীলা করছেন। তিনি চতুর্থ, তিনি পরমাত্মা, তিনি অর্দ্ধমাত্রা, তিনিই পরমাকাশ। জ্ঞানীর তিনি নির্ব্বিশেষ পরমাকাশ, ভক্তের তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্।

তাহলে ওঙ্কারই জীবজগৎ—আত্মা—পরমাত্মা সব।

হাঁ।

তাহলে শিব কোথায়, শিব কে?

শিবই সব। এই স্থূল জগৎ শিবের বিশ্বরূপ। নাদ জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার তাঁর সূক্ষ্মরূপ, কোটি সূর্য্য সমপ্রভ কোটি চন্দ্র সুশীতল জ্যোতি তাঁর পরমরূপ।

সমাধৌ পরমং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখং।
তস্মিন্ দৃষ্টে মহাযোগে যাতায়াতো ন বিদ্যতে॥

যোগচূড়ামণি—

—মহাযোগে সমাধিকালে বিশ্বতোমুখ অনন্ত, সীমাশূন্য, পরম জ্যোতি যিনি দর্শন করেন, তাঁকে আর যাতায়াত করতে হয় না।

সেই জ্যোতি যে আছেন, তার বোঝ্‌বার কোন উপায় আছে?

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে—ছা-৩।১৩।৭

অনন্তর দ্যুলোকের উর্দ্ধে, বিশ্বের পৃষ্ঠে, সকলের পৃষ্ঠে অর্থাৎ সংসারের অতীতরূপে অতিশয় উৎকৃষ্ট সত্যাদি লোকসমূহে যে ব্রহ্ম-জ্যোতি স্বপ্রকাশভাবে দেদীপ্যমান, সেই জ্যোতিই এই পুরুষের মধ্যে উপলব্ধ হন।

আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তবে কি আমার ভিতর সে জ্যোতি নাই?

তাপই হল জ্যোতির দর্শনের চিহ্ন। গায়ে হাত দিলে তাপ অনুভব হলেই বোঝা যাবে যে এর মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতি আছেন। মৃত শরীরে তা থাকে না। আর নাদ হলো এ জ্যোতির দর্শনের চিহ্ন—

তস্যৈষা শ্রুতি যত্রৈতৎ কর্ণাবপি গৃহ্যনিনদমিব নদথু-
বিরাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি॥ ছান্দোগ্যে—

—কান বন্ধ কর্‌লে যে রথচলার ন্যায় শব্দ, বৃষনিনাদ—ষাঁড়ের ডাকের মত ধ্বনি, অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ যে শব্দ শোনা যায়, তা সেই ব্রহ্মজ্যোতির শ্রবণের চিহ্ন।

আচ্ছা সর্ব্বদা এই ব্রহ্মজ্যোতি বিনা চেষ্টায় কবে দেখ্‌তে পায়?

যখন ওঙ্কার উর্দ্ধমুখ হন।

প্রণবঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ সর্ব্বজীবেষু ভোগতঃ।
অভিরামস্তু সর্ব্বাসু হ্যবস্থাসু হ্যধোমুখঃ॥

যোগচূড়ামণি উপনিষদি—

ক্ষণে ক্ষণে নবভাব ধারণকারী রমণীয়দর্শন প্রণব ভোগকালে নিখিল প্রাণীতে সতত জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আদি সকল অবস্থায় অধোমুখে অবস্থান করেন। অকার, উকার, মকার—এই বর্ণত্রয় তিন বেদ, তিন লোক, তিন গুণ, তিন অক্ষর, তিন স্বর—এমন ওঙ্কার প্রকাশিত হন। অকার জাগ্রতকালে সর্ব্ব জন্তুর নেত্রে থাকেন, উকার স্বপ্নকালে কণ্ঠে, মকার সুষুপ্তিকালে হৃদয়ে। বিরাট্ বিশ্ব স্থূল অকার। হিরণ্যগর্ভ তৈজস সূক্ষ্ম উকার। কারণ অব্যাকৃত প্রাজ্ঞ মকার। অকার রাজস, রক্ত, ব্রহ্মা, চেতন। উকার সাত্ত্বিক, শুক্ল, বিষ্ণু। মকার তামস, কৃষ্ণ, রুদ্র।

প্রণবাৎ প্রভবো ব্রহ্মা প্রণবাৎ প্রভবো হরিঃ।৭৬॥ঐ
প্রণবাৎ প্রভবো রুদ্র প্রণ-বোহি পরো ভবেৎ॥

প্রণব হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সমুৎপন্ন। প্রণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অকারে

ব্রহ্মা, উকারে বিষ্ণু, মকারে রুদ্র লীন হন ; তখন প্রণব প্রকাশিত থাকেন।

জ্ঞানিনামূর্দ্ধগো ভূয়াদ জ্ঞানে স্যাদধোমুখঃ ॥ ৭৮ ॥ ঐ
এবংহি প্রণবস্তিষ্ঠেদ্ যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥
অনাহত স্বরূপেণ জ্ঞানিনামূর্দ্ধগোভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ
প্রণবস্য ধ্বনি স্তদ্বত্তদগ্রং ব্রহ্মঃ চোচ্যতে ॥ ৮০ ॥
জ্যোতির্ম্ময়ং তদগ্রং স্যাদবাচ্যং বুদ্ধিসূক্ষ্মতঃ।
দদৃশু র্যে মহাত্মানো যস্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ ৮১ ॥

—জ্ঞানিগণের উর্দ্ধমুখ হন। অজ্ঞানীর অধোমুখে থাকেন। প্রণব এইরূপে থাকেন যিনি তাঁকে জানেন তিনি বেদবিৎ। অনাহত নাদরূপে জ্ঞানিগণের উর্দ্ধগত হন। অচ্ছিন্ন তৈলধারার মত, দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দ সদৃশ প্রণবের ধ্বনি—তাঁর অগ্র ব্রহ্ম বলে কথিত হন। জ্যোতির্ম্ময় তাঁর অগ্রভাগ—উচ্চতম ভাগ অকথনীয়—বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যাঁরা সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে দর্শন করেন, তাঁরা মহাত্মা। যাঁরা তাকে জানেন অর্থাৎ সাধন বলে অনুভব করেছেন, সাক্ষাৎ দেখেছেন, তিনিই বেদবিদ্—বেদজ্ঞ।

তাহলে প্রণব উর্দ্ধমুখ হলে সকল অবস্থাতেই জ্যোতি দেখা, নাদ শোনা যায় ?

হাঁ।

আচ্ছা—প্রণবের মধ্যে "রাম" আছেন, রামোপাসক তো প্রণব পান!

নিশ্চয়ই।

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রি র্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্ন স্তৈজসাত্মকঃ ॥ ১ ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥ ২ ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম ॥ ৩ ॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা ॥
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনী উপনিষদি

—অকার হতে বিশ্বভাবন (বিশ্ব চিন্তক) লক্ষ্মণ, উকার হতে তৈজসাত্মক শত্রুঘ্ন, মকার হতে প্রজ্ঞাত্মক ভরত সম্ভূত হয়েছেন। ব্রহ্মানন্দের একমাত্র বিগ্রহ রাম অর্দ্ধমাত্রাত্মক। শ্রীরামের সান্নিধ্যবশে জগতের আধারকারিণী, সকলের উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারিণী সীতা। তাঁর নাম মূল প্রকৃতি। ব্রহ্মবাদিগণ প্রণবত্ব হেতু তাঁকে প্রকৃতি বলেন।

সবই শুন্‌ছি! সব যেন ভাসা ভাসা! কি করে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বো?

প্রত্যক্ষের জন্য কোন চিন্তা নাই। কেবল শিব শিব কর। তাহলে জগতে কিছু জানবার দেখবার বাকী থাকবে না। অজ্ঞান যবনিকা চির অপসারিত হবে। বল—শিব শিব শিব

শিব শঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর।

দ্বাত্রিংশ উচ্ছ্বাস

শ্রুত্যন্তঃ কৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজন্মনে
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ॥
নমো অস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে।
অথো যে অস্য সত্বানো তেভ্যোঽহকরং নমঃ ॥ ৯ ॥

রুদ্রাধ্যায়—

—কালকূট ধারণ হেতু নীলগ্রীব, ইন্দ্র মূর্ত্তি ধারণ হেতু সহস্রাক্ষ, পর্জন্ত মূর্ত্তি ধারণ করত বারি বর্ষণকারী রুদ্রকে প্রণাম, আর যে কেহ রুদ্রের সেবক সেই সকলকেই আমি প্রণাম করি।

গোসহস্রপ্রদানেন অশ্বমেধ ফলং চ যৎ।
ফলং যদ্‌বিদ্যতে বিপ্র তৎ প্রোক্তং রুদ্রকীর্ত্তনাৎ॥

স্কন্দপুরাণে—

—হে বিপ্র! সহস্র গোপ্রদানের ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের যে ফল, রুদ্রনাম কীর্ত্তনে সেই ফল লাভ হয়।

মহাদেবেতি বাগ্‌বল্লী চতুরক্ষরপল্লবা।
ভক্তিসিক্তা ফলত্যেকা চতুর্ব্বর্গফলান্যহো॥

আদিত্যপুরাণে—

—'মহাদেব' এই চারিটি পাতা বিশিষ্ট বাক্যলতা ভক্তি বারিতে সিক্তা হলে, একাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গের ফল প্রদান করেন।

আমি বুঝেছি—মাত্র শিব নাম ধরে থাক্‌লেই কৃতার্থ হতে পার্‌বো। বল কেমন করে ধরে থাকতে পার্‌বো?

'আমি শরণাগত' বলে একান্তভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁর কৃপা হলে অবশ্যই রসনা নাম ভুল্‌বে না। আচ্ছা—প্রণবের কথা আরও শোন—সীতা মূলপ্রকৃতি। তিনি মায়া, মহামায়া, ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, সাক্ষাৎ শক্তি! তিনি শ্রী, ভূ. নীলা. ভদ্ররূপিণী, প্রভাবরূপিণী, সোমসূর্য্যাগ্নিরূপা, তিনিই যোগশক্তি, ভোগশক্তি, বীরশক্তি, তিনি সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্ব-কীর্ত্তিময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধার, কার্য্যকারণময়ী, মহালক্ষ্মী, সচ্চিদানন্দ ঘন, পরমাত্মা রামের ভিন্ন অভিন্নরূপা, চেতনা অচেতনাত্মিকা, আব্রহ্ম-স্থাবর পর্য্যন্ত সকলের আত্মারূপিণী, গুণ কর্ম্ম বিভাগভেদে তাদের শরীর রূপা, দেব-ঋষি-মনুষ্য-গন্ধর্ব্বরূপিণী, অসুর-রাক্ষস-প্রেত-পিশাচ-ভূত প্রভৃতির ভূত শরীর রূপিণী, ভূত-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-রূপা।

তা হলে একমাত্র মা জানকীই সব দেখছি। N.P [আচ্ছা আর শোন।

অকারাদ ভবদ্ ব্রহ্মা জাম্ববানিতি সংজ্ঞকঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ উপেন্দ্র হরি নায়কঃ॥

তার সারোপনিষদি—

—অকার হতে ব্রহ্মা জাম্ববান, উকার হতে উপেন্দ্র হরি নায়ক সুগ্রীব সম্ভূত হয়েছেন, মকার অক্ষর হতে শিব হনুমান, বিন্দু ঈশ্বর সংজ্ঞক স্বয়ং-

চক্ররাট শত্রুঘ্ন, নাদ শঙ্খ মহাপ্রভু ভরত, কলা হতে সাক্ষাৎ ধরণীধর লক্ষ্মণ, কলাতীতা স্বয়ং ভগবতী সীতা, তৎপর পুরুষোত্তম-শ্রীরাম। S.P [কৃষ্ণ উপাসকও প্রণব পান—প্রণবে কৃষ্ণ আছেন? N.P [নিশ্চয়ই—

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম মায়য়াচ চতুষ্টয়ম্।
রোহিণীতনয়ো বিশ্ব অকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥ ১০ ॥
তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ
প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধোঽসৌ মকারাক্ষরসম্ভবঃ॥ ১১ ॥
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বপ্রতিষ্ঠিতম্।
কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী ॥ ১২ ॥

গোপাল পূর্ব্বতাপিনী উপনিষদি—

+ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়া সহযোগে চতুর্বিধ হয়েছেন। অকার হতে রোহিণী-তনয় সঙ্কর্ষণ, বিশ্ব এবং তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উকার হতেও প্রাজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ মকার অক্ষর হতে সমুৎপন্ন হয়েছেন। যাঁতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত সেই কৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক। কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী রুক্মিণী মূল প্রকৃতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম্॥ চৈ, চ আদিলীলা
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্বদেব জগদুৎপত্তি।

মহামায়া উমাদেবী ওঙ্কারে আছেন ?

অকারো ব্রহ্মা ইত্যাহ উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
মকারস্তু উমাজ্ঞেয়া প্রশান্তং শাশ্বতং পদম্॥

শিবপুরাণে সনৎকুমার সাহিতায়—

—অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, মকার উমা শাশ্বত নিত্যপদ প্রশান্ত। চণ্ডিতে, ব্রহ্মা "অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ" বলে মাকে স্তব করেছেন। দেবীগীতায় দেবগণ—

'নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমোহ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে' বলে ও 'নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মিকে' বলে স্তব করেছেন—

সব এক প্রণব।

আবার এক মজার কথা শুন্‌বে?

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামেষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্যোপনিষদি।

—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সকলের প্রসবিতা। অতএব ইনিই ভুত সকলের উৎপত্তি ও বিলয়ের স্থান—আধার।

ইনি কে?

ইনি মকার। "মকারাল্লভতে নাদঃ"—মকার হতে নাদ লাভ হয়, মকার পদটী নাদময়। আচ্ছা আর শোনো—

"যদ্‌ব্রহ্ম তজ্জ্যোতি র্যজ্জ্যোতি স আদিত্যঃ
স বা এষ ওমিত্যেতদাত্মা" মৈত্রায়ণী শ্রুতি॥

—যা ব্রহ্ম তাই জ্যোতি, যা জ্যোতি তা আদিত্য—তা এই ওম্ আত্মা।

চৈতন্য-মাত্র-মোঙ্কারং ব্রহ্মৈব সকলং স্বয়ম্ ॥

তেজোবিন্দু—

চৈতন্য মাত্র ওঙ্কার ব্রহ্ম। তিনি স্বয়ং সকল চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। গণেশের মূলমন্ত্র ওঁ গম্। আর কি শুনবে? আর শোনবার কিছু নাই।

শিবই যে সব আর তিনি ওঙ্কার—একথা কোথায় আছে?

অথর্ব্ব শির ও রুদ্রহৃদয়াদি বহু উপনিষদে একথা তিনি নিজমুখে বলেছেন, তা তোমাকে বলেছি। শিবগীতার কথা শোন—

শিরশ্চোত্তরতো যস্য পাদৌ চ দক্ষিণতস্তথা।
যস্য সর্ব্বোত্তরঃ সাক্ষাদোঙ্কারোঽহং ত্রিমাত্রকঃ ॥ ৬

অধ্যায় ॥ ২৯ ॥

উত্তর দিকে যাঁর মস্তক, দক্ষিণ ভাগে যার চরণ এবং সমস্তই যাঁর মধ্যভাগ স্বরূপ, সেই আমি ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কার স্বরূপ। যেহেতু আমি ওঙ্কার জপকারিগণকে স্বর্গে উন্নীত করি, আবার পুণ্যক্ষয় হলে অধঃকৃত করি, সেই হেতুই আমি ওঙ্কার স্বরূপ। আমি এক, নিত্য ও সনাতন পুরুষ। যজ্ঞে ব্রহ্মাখ্য পুরুষ বিশেষ হয়ে, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদী পুরোহিতগণকে উপস্থাপিত করে থাকি—এইজন্য পণ্ডিতগণ আমায় প্রণব বলেন। ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য যেমন মাংসখণ্ডকে ব্যাপ্ত করে এবং সেই মাংস খাদকের স্থূল দেহকেও পরিব্যাপ্ত করায়, তদ্রূপ আমি সর্ব্বলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি—তাই আমি সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু ও

অন্যান্য সুরগণ আমার আদ্যন্ত জান্‌তে পারে না তাই আমি অনন্ত বলে কথিত হই। যেহেতু আমি ভক্তগণকে গর্ভোৎপত্তি, জরা ও মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হতে পরিত্রাণ করি, সেইজন্য আমি তার নামে বিখ্যাত। জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ দেহের ভিতর অন্তর্য্যামীরূপে বাস করি। আমি সূক্ষ্ম হয়ে হৃদয়ে থাকি বলে আমি সূক্ষ্ম নামে কথিত হই। আমি ভক্তগণের হৃদয়ে বিদ্যুতের মত অতুল রূপের প্রকাশ করি—তাই আমি বৈদ্যুত। একমাত্র আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, সংহার ও লোকান্তর প্রাপ্তি ও অনুগ্রহ করি—তাই আমি অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই। আমি তুরীয় রুদ্রস্বরূপ। আমি ব্রহ্মরূপে ভূতসমুদায়কে আত্মাতে সংহৃত করে অবস্থান কর্‌ছি। মায়া শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি বলে আমার নাম ঈশান। শ্রুতি আমাকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের ঈশান, সর্ব্বলোক দ্রষ্টা চক্ষু ও ঈশ্বর বলেছেন। আমি স্থাবর পদার্থের—অধিক কি সর্ব্বপদার্থের—ঈশ্বররূপে বিদ্যমান। আমি সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, তজ্জন্য আমার নাম ঈশান। আমি অতীত, অনাগত সমস্ত প্রত্যক্ষ করি, আত্মজ্ঞান সাধনযোগ সমুদ্‌বোধন করি এবং সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত, তজ্জন্য ভগবান আমার নাম। আমি সমস্ত লোককে পরিব্যাপ্ত করে আছি। আমি প্রাণিসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা, তাই আমার নাম মহেশ্বর। আমি আত্মজ্ঞান ও যোগ-গম্যবস্তু, আমি ঐশ্বর্য্যশালী এবং আমি সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি ও রক্ষা করি, তাই আমি সকলের মধ্যে মহাদেব বলে কথিত হই। সব শুন্‌লে তো! এইবার উঠতে বস্‌তে, খেতে শুতে সজনে নির্জ্জনে, শিব শিব কর।

শিবশঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর ॥

শেষ কথা

তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনে।
বিবাসহেহনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ॥

মার্গে যাবস্ত্রিবারং প্রণবকসহিতং যো ব্রবীতি প্রদোষং
পশ্যন্ দেবেশলিঙ্গং বৃষ বৃষণ করঃ শৃঙ্গ মধ্যেন দৃগ্‌ভ্যাম্।
সর্ব্বে বেদা অধীতাঃ ক্রমপদসহিতা মন্ত্রকোট্যশ্চ জপ্তা
ত্রৈলোক্যং তস্য বশ্যং ভবতি হি স বিনির্ধূত পাপোঽনবদ্যে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

—হে অনিন্দিতে! যিনি প্রদোষে নন্দি বৃষন্নে স্থাপিত দক্ষিণ হস্ত, এবং তার শৃঙ্গদ্বয়ের উপর ন্যস্ত বাম হস্ত মহাদেব লিঙ্গকে দেখে পথে প্রণবের সহিত মহাদেব নাম তিনবার বলেন, তাঁর ক্রম পদ-সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করা ও কোটি মন্ত্র জপ করা হয়, ত্রৈলোক্য তাঁর বশ্য হয় এবং নিখিল পাপ বিশেষরূপে পরিত্যক্ত হয়।

শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিচ্ছেদে-ধন বন্ধূনাং নিমগ্নঃ শোক সাগরে।
শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য লভেৎ সর্ব্বশিবং নরঃ॥ ঐ

অনু, সংগ্রহ—

'শিব' এই কল্যাণময় শিবনাম যাঁর মুখে প্রকাশ পায়, তাঁর কোটি জন্মকৃত পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়। অর্থের বা আত্মীয় জনের বিচ্ছেদবশে শোকে এই 'শিব' শব্দ উচ্চারণ করলে সর্ব্বত্রই কল্যাণ হয়।

আচ্ছা এইবার প্রণবের মাত্রার কথা শুন। একমাত্রা অকারের উপাসক অকারকে সাক্ষাৎ করে পৃথিবীতে জন্মান। তাঁকে ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করায়। তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে মহিমা অনুভব করেন।

দ্বিমাত্রা উকারের সতত ধ্যানকারী যজুর্ব্বেদাত্মক অন্তঃকরণে আত্মভাব প্রাপ্ত হন। তিনি দেহত্যাগের পর যজুঃ সকলের দ্বারা চন্দ্রলোকে নীত হন। তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে পুনরায় ধরাধামে ফিরে আসেন। ইনি জ্যোতি, উকার, প্রাণ, বিষ্ণু। আর যিনি অ, উ, ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কারে পরম পুরুষকে নিয়ত ধ্যান করেন, তিনি তৃতীয় মাত্রা নাদের জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে তেজোময় সূর্য্যে একীভূত হন। সাপের খোলস ছাড়ার মত সকল পাপ হতে বিনির্ম্মুক্ত হয়ে সাম সমূহের দ্বারা অর্থাৎ চিৎ প্রকাশক ভ্রমর, ঝরণা, মেঘ, সোহং প্রভৃতি নাদের দ্বারা উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি চরাচর হতে শ্রেষ্ঠ জীবঘন, জীব সমষ্টি ভূত হিরণ্যগর্ভ হতে উত্তম, সর্ব্বশরীরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থানকারী, পরমপুরুষ, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেন।

তমোঙ্কারেনৈবায়তনেন নান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ

ইতি—প্রশ্ন ৫ প্রশ্ন—

ঋক সমূহের দ্বারা প্রাপ্য এই মনুষ্যলোক, যজুঃ সকলের দ্বারা লভ্য চন্দ্রলোক ও সাম সকলের দ্বারা লাভ করা যায় যে ব্রহ্মলোক, যা কবিগণ, অর্থাৎ যাঁদের প্রণব উর্দ্ধমুখ হয়েছে, নিরন্তর নাদে ডুবে আছেন, তাঁরা জানেন; ওঙ্কার অবলম্বনে এই ত্রিবিধ লোক তারা প্রাপ্ত হন। আর যা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়, পরম মহান, উত্তমোত্তম, তাও ওঙ্কার রূপ আনন্দ নিলয় অবলম্বনে প্রাপ্ত হ'ন। মাণ্ডুক্যো-পনিষদেও তিন মাত্রাতেই শেষ বলা হয়েছে। মাত্রাহীন ওঙ্কার চতুর্থ ব্যবহারের অতীত, প্রপঞ্চের চির নিবৃত্তিস্থান, শিব, অদ্বৈত —এমন ওঙ্কার আত্মাই। যিনি এরূপ জানেন তিনি পরমাত্মার প্রবিষ্ট হয়ে একীভূত হন। এই চতুর্থকে অনেক স্থানে অর্দ্ধমাত্রা বলা হয়েছে। জীবন্মুক্তগণ অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু—এই পঞ্চ মাত্রিক ওঙ্কারের উপাসনা করেন। কেহ সপ্তাঙ্গ ওঙ্কারের উপাসনায় নিরত থাকেন।

সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্। ।
ওঙ্কারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণোভবেৎ ॥

অ, উ, ম, নাদ (ঁ), বিন্দু (০), শক্তি বা কলা, শান্ত বা কলাতীত—এই সপ্তাঙ্গ।

অকার, উকার, মকার, বিন্দু, নাদ, কলা, কলাতীত—এরূপ ওঙ্কারের কথা তারসার শ্রুতি বলেছেন। নারদ পরিব্রাজক শ্রুতি—অকার, উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু, নাদ, কলা, শক্তি মাত্রার এই অষ্টধা ভেদের কথা বলেছেন।

অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা, শক্তি, অৰ্দ্ধমাত্রা, শান্ত এই নব-মাত্রার কথা প্রণব কল্পে আছে।

নাদ-বিন্দু-শ্রুতি ঘোষিণী, বিদ্যা, পতঙ্গিনী, বায়ুবেগিনী, নামধেয়া, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শঙ্করী, মহতী, ধৃতি, নারী ও ব্রাহ্মী এই দ্বাদশ মাত্রার কথা বলেছেন।

কোন্ কোন্ মাত্রার ধারণাকালে দেহত্যাগ কর্‌লে কি ফল তাহাও বলেছেন। ষোড়শ মাত্রা প্রণবের কথা নারদ-পরিব্রাজক শ্রুতিতে কথিত হয়েছে। অকার, উকার, মকার, অৰ্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, শান্তি, শান্ত্যতীতা, উন্মনী, মনোন্মনী, পুরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা—ষোড়শী।

ওঙ্কারের কথা অনেকই শুন্‌লাম। আচ্ছা, যতিগণ কি এই ওঙ্কারের ধ্যান করেন?

না, শিবেরও ধ্যান করে থাকেন।

ধ্যাননিষ্ঠস্য সততং নশ্যতে সর্ব্বপাতকম্।
তস্মান্মহেশ্বরং ধ্যাত্বা তস্য ধানপরোভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
যদ্‌ব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাক্ষরমব্যয়ম্।
যোঽন্তরাত্মা পরং ব্রহ্ম সবিজ্ঞেয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৭
এষ দেবো মহাদেবঃ কেবলঃ পরমঃ শিবঃ।
তদেবাক্ষর মদ্বৈতং তন্নিত্যং পরমং পদম্ ॥ ৬৮ ॥
তস্মান্মহীয়তে দেবে স্বধাম্নি জ্ঞানসংজ্ঞিতে।
আত্মযোগাত্মকে তত্ত্বে মহাদেব স্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৯ ॥
নান্যং দেব মহাদেবাদ্ব্যতিরিক্তং প্রপশ্যতি।
তমেবাত্মান মন্বেতি যঃ স যাতি পরমং পদম ॥ ৭০ ॥

মন্যন্তে যে স্বমাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥ ৭১ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বমব্যয়ম্।
স দেবস্তু মহাদেবো নৈতদ্‌বিজ্ঞায় বধ্যতে ॥ ৭২ ॥
তস্মাদ্ যতেত নিয়তং যতিঃ সংযতমানসঃ।
জ্ঞানযোগরতঃ শান্তো মহাদেব-পরায়ণঃ ॥ ৭৩ ॥

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে ৩১ অঃ—

মহাদেব মহাদেব মহাদেবেত্যয়ং ধ্বনিঃ।
সুধিয়ো মুক্তি কান্তায়াঃ পাণিগ্রহণ ডিণ্ডিমঃ॥
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেত্যয়ং ধ্বনিঃ ।
মোক্ষলক্ষ্মী গৃহদ্বার কপাটোদ্‌ঘাটন ধ্বনিঃ॥

আদিত্য পুরাণে—

'মহাদেব' 'মহাদেব' 'মহাদেব'—এই ধ্বনি সুধীগণের মুক্তি কান্তার সহিত বিবাহের মঙ্গলবাদ্য। 'মহাদেব' 'মহাদেব' 'মহাদেব' —এই মনোমোহন মধুর শব্দ হল মোক্ষলক্ষ্মীর গৃহদ্বারের কপাট খোলার রব। কেবল মহাদেব মহাদেব বল—ব্যস, সব হয়ে যাবে।

তোমার অমৃতময় উপদেশ শুনে আমি কৃতার্থ হলাম। আমার শোনবার জানবার অবশিষ্ট আর কিছু নাই। আমায় উপায় তুমি বলে দাও। আমি কি করে শিবকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পার্‌বো তাই বল।

প্রথমে আহারটী শুদ্ধ করবে।

অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যাতু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ।
আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি স্বতঃ॥ ৩৬॥
চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্জ্ঞানং ত্রুট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্॥
পাশুপত ব্রহ্মোপনিষদি—

—অভক্ষ্যের নিবৃত্তি হলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, আহার শুদ্ধ হলে স্বতঃই চিত্তের বিশুদ্ধি হয়ে থাকে, চিত্ত শুদ্ধি হলে ক্রমে জ্ঞান লাভ হয়, গ্রন্থি সকল একবারে ছিন্ন হয়ে যায়।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ। ছান্দোগ্য

আহার শুদ্ধি হলে সত্ত্বশুদ্ধি—অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে ওঙ্কার উর্দ্ধমুখ হন, অখণ্ড নাদ লাভ হয়। নাদ লাভ হলে সকল গ্রন্থি চিরতরে বিমোচিত হয়, মা আমার সহস্রারে শিবের সহিত চিরসম্মিলিতা হন।

সাত্ত্বিক আহার, যথাকালে সন্ধ্যা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ও সন্ধ্যাকালে ধ্যান করবে। ভাব বজায় রাখবার জন্য সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ করবে। শিব নাম কীর্ত্তন, অনুক্ষণ শিবনাম জপ করতে চেষ্টা করবে, এইরূপ ভজন করতে করতে শিবকে দর্শন করবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগবে। তখন নির্জ্জনে গিয়ে মৌন হয়ে শিবের ধ্যান করবে—শিব তোমায় দর্শন দান করবেন।

আমি শিবকে দেখতে পাবো?

পাবে—নিশ্চয়ই পাবে, কেবল শিব শিব কর। জিহ্বার বিরাম

দিওনা, শিব তোমায় দেখা দিবেন। আমি ঊর্দ্ধবাহু হয়ে শতবার, সহস্রবার, অযুতবার, লক্ষবার, কোটীবার বল্‌ছি—শিব দেখা দিবেন—দিবেনই দিবেন।

বল—শিব শিব শিব!

শিবশঙ্কর বিশ্বেশ মহাদেবাম্বিকাপতে।
হরিকেশ বিরূপাক্ষ পাহি মাং পাপিনং হর॥
শিব শিব শিব—

———

অথ শিব স্তোত্রম্

বিশ্বেশ্বরং শম্ভুমশেষ সত্ত্ব
মহীশভূষং পুরুষং পরেশং।
শ্রী-শৈলজাসেবিত সৎস্বরূপং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥ ১ ॥

অসঙ্গ সঙ্গং রজতাঙ্গ রাগং
গঙ্গোত্তমাঙ্গং স্থূপিশাচ সঙ্গং।
সদাত্রিভঙ্গার্পিত মানসাঙ্গং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥ ২ ॥

ববম্ ববম্ বম্ বননে বদন্তং
নৃত্যন্ত মুন্মত্তমিব তাণ্ডবান্তং
মুদাচরন্তং পিতৃ কাননান্তং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥ ৩ ॥

সিদ্ধেশ্বরং সিদ্ধ নিষেবিতাঙ্ঘ্রিং
যোগীন্দ্র বৃন্দৈরভিবন্দ্যমানম্।
বন্দারু মন্দার পদারবিন্দং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি। ৪ ॥

করে কপালং ডমরুং বিশালং
বক্ষঃস্থলালম্বিতমস্থিমালম্ ।
শশাঙ্ক সংশোভি বিশাল ভালং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥ ৫ ॥

বিলম্বিত ব্যাল বপুর্বিশালং
ব্যাঘ্রাম্বরং চারুদিগম্বরং বা ।
অম্বা অম্বুজাম্বিত বামভাগং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥ ৬ ॥

ইতি—শ্রীভগবদ্ভাগবৎ কৈঙ্কর্য্য শ্রীভগবন্নামপ্রচারকা(চা)র্য্য
শ্রীমদ্দাশরথি দেব যোগেশ্বর
বিরচিতং শ্রীশিবস্তোত্রং
সম্পূর্ণম্ ॥

(১)

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষবাহন মম্বিকেশম্ ।
খট্বাঙ্গ শূল বরদাভয় হস্তমীশং
সংসার রোগহর মৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ১ ॥
প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতি প্রলয় কারণমাদিদেবম্ ।
বিশ্বেশ্বরং বিজিত বিশ্ব মনোভিরামং
সংসার রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২ ॥

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্য মনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়্ভাব শূন্যং
সংসার রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩ ॥
প্রাতঃ সমুত্থায় শিবং বিচিন্ত্য
শ্লোকত্রয়ং যেঽনুদিনং পঠন্তি।
তে দুঃখ জাতং বহু জন্ম সঞ্চিতং
হিত্বা পদং যান্তি তদেব শম্ভোঃ ॥ ৪ ॥
ইতি শ্রীশিবস্য প্রাতঃ স্মরণম্ ॥

(২)

শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রম্

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিন্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১ ॥
বাল্যে দুঃখাতিরেকান্ মললুলিত-বপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগাদিদুঃখাদ্ রুদিত পরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২ ॥

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধন-যুবতী-স্বাদু-সৌখ্যে নিষণ্ণঃ
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩ ॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাধিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈ ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে ধ্যানশূন্যম্
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৪ ॥
নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুল বিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে !
জ্ঞাতো ধর্ম্মোবিচারৈঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৫ ॥
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপন-বিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্ বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বী দলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পৈস্তদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৬॥
দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতং ন পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈ র্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভোক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৭॥
ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈহুর্ত বহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।

নো তপ্তঃ গঙ্গাতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈর্ন বেদৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো ॥৮॥
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গজ্ঞে ব্রহ্মবাক্যে সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৯॥
নগ্নো নিঃসঙ্গ-শুদ্ধস্ত্রিগুণ-বিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি র্বিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থায়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১০॥
চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈ স্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥১১॥
কিং বাহনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিম্বা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥১২॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গভঙ্গচপলং বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥১৩॥

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজংবা
শ্রবণনয়নজংবা মানসং বাপরাধম্ ।
বিহিতমবিহিতংবা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতে শ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধণি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

(৩)

শ্রীশ্রীশিবধ্যানম্

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধর মুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্ ।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক-সহিতঞ্চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কার দীপ্তং স্ফটিকমণি নিভং পার্ব্বতীশং ভজামি ॥

বন্দেদেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দেপন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্ ॥
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥২

মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং
ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং কপালং করে।
বামাঙ্গে দধতং নমামি সততং প্রালেয় শৈলাত্মজাং
ভক্তক্লেশহরং হরং স্মরহরং কর্পূর গৌর পরম্ ॥৩॥
ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রংত্রিনেত্রম্ ॥

(প্রণাম)

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

ক্ষমা প্রার্থনা।

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

(৪)

শ্রীশিব মানস পূজা।

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং
নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
জাতী-চম্পক-বিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপন্তথা
দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্ ॥১॥

সৌবর্ণে মণিখণ্ডরত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পানসম্ ।
শাকানামযুতং জলং রুচিকরং কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বলং
তাম্বুলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো স্বীকুরু ॥২॥
ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকঞ্চাদর্শকং নির্ম্মলং
বীণাভেরি-মৃদঙ্গকাহল-কলা-গীতঞ্চ নৃত্যন্তথা ।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিস্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো পূজাং গৃহাণ ভো প্রভো ॥৩॥
আত্মাত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রাসমাধি স্থিতিঃ
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বাগিরো
যৎ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥৪॥
ইত্যেবং হরপূজনং প্রতিদিনং যো বা ত্রিসন্ধ্যংপঠেৎ
সেবা শ্লোকচতুষ্টয়ম্ প্রতিদিনং পূজা হরের্মানসী ।
সোঽয়ং সৌখ্যমবাপ্নুয়াদ্ দ্যুতিধরং সাক্ষাদ্ধরের্দশনং
ব্যাসস্তেন মহাবসান-সময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥৫॥

করচরণকৃতং বাক্‌কায়জং কর্ম্মজংবা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
বিদিতমবিদিতম্বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতঃ শ্রীশিবমানসপূজাস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

(৫)

শিব পঞ্চাক্ষর স্তোত্রম্ ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ ন কারায় নমঃ শিবায় ॥১॥
মন্দাকিনী-সলিল-চন্দনচর্চ্চিতায় নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়
মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায় তস্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায় ॥২॥
শিবায় গৌরী-বদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায় ।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ শ-কারায় নমঃ শিবায় ॥৩॥
বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভব-গৌতমার্য্য-মুনীন্দ্র-দেবার্চ্চিতশেখরায় ।
চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনায় তস্মৈ ব-কারায় নমঃ শিবায় ॥৪॥
যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায় ।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ য়-কারায় নমঃ শিবায় ॥৫॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিব-সন্নিধৌ
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্রম্ ।

(৬)

শ্রীশিবাষ্টকং (শঙ্করাচার্য্য)

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্ ।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥১॥

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম্ ।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈ র্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥২॥
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহামণ্ডলংভস্মভূষাধরন্তম্ ।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥৩॥
তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশং
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥৪॥
গিরীন্দ্রাত্মজা-সংগৃহীতার্দ্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদাসন্নগেহম্ ।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥ ৫॥
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভোজনম্রায় কামদদানম্ ॥
বলীবর্দ্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমিশানমীড়ে ॥৬॥
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্ ।
অর্পণাকলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভুমিশানমীড়ে ॥৭॥
হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারম্
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥৮॥
স্তবং যং প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি ॥৯॥

(৭)

শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকম্ ।

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়-জটাকলাপং গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্ ।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১॥

বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিত-পাদপীঠম্ ।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২॥
ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ-শূলপাণিং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বণাথম্ ॥৩
শীতাংশুশোভিত-কিরীট-বিরাজমানং
ভালেক্ষণানল—বিশোষিত-পঞ্চবাণম্ ।
নাগাধিপারচিত-ভাস্বর-কর্ণপূরং বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥
পঞ্চাননং দুরিতমত্তমতঙ্গজানাং নাগান্তকং দনুজপুঙ্গব-পন্নগানাম্ ।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫॥
তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণম দ্বিতীয়মানন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্ ॥
নাগান্তকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬॥
আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুরপতি ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭॥
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজা-সহায়ম্ ।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্যসুভগং গরলাভিরামং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৮॥

বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥৯॥

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥

ইতি শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত-শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

(৮)

শিবনামাবল্যষ্টকম্ ।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥১॥

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২॥

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৩॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৪॥

বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৫॥
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপালকপালমাল
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৬॥
কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৭॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাধিবাস ॥
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৮॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবনামাবল্যষ্টকং সমাপ্তম্।

(৯)

বেদসার শিব স্তোত্রম্।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্ ॥১॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥২॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥৩॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে মহেশান্ শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ॥
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥৪॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥৫॥
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
নগ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তি স্ত্রিমূর্ত্তিংতমীড়ে ॥৬॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাংশিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥৭॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥৮॥
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥৯॥
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥১০॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
তয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥১১॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং বেদসার-শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অসিত কৃত শিব স্তোত্রম্।

জগদ্‌গুরো নমস্তুভ্যং শিবায় শিবদায় চ।
যোগীন্দ্রাণাঞ্চ যোগীন্দ্র গুরূণাং গুরবে নমঃ ॥১॥
মৃত্যোর্মৃত্যুস্বরূপেণ মৃত্যুসংসারখণ্ডন।
মৃত্যোরীশ মৃত্যুবীজ মৃত্যুঞ্জয় নমোঽস্তু তে ॥২॥
কালরূপ কলয়তাং কাল কালেশ কারণ।
কালাদতীত কালস্থ কালাকাল নমোঽস্তু তে ॥৩॥
গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক।
গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরবে নমঃ ॥৪॥
ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মাজ্ঞ ব্রহ্মভাবে চ তৎপর।
ব্রহ্মবীজস্বরূপেণ জগদ্বীজ নমোঽস্তু তে ॥৫॥

(১১)

শিবাষ্টক স্তোত্রম্।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীনমহীশ-গণাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিতদুর্জ্জয়দত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥১॥

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনুনিন্দিত-রাজিত ভূমিধরম্ ।
বিধিবিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥২॥

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিতসন্মুকুটং কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্ ।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।৩॥
নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং মুখপদ্ম-বিনিন্দিত-কোটিবিধুম্ ।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৪॥
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং গরলাশনমার্ত্তিবিনাশকরম্ ।
বরদাভয়-শূল-বিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৫॥
মকর-ধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং করিচর্ম্মবিলাস-বিশেষকরম্ ।
স্ফুরদদ্ভুতকীকস-মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৬॥
জগদুদ্ভব-পালননাশকরং করুণেশ গুণত্রয়রূপধরম্ ।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭॥
প্রমথাধিপসেবক-রঞ্জনকং মুনি-যোগি-মনোঽম্বুজ-ষট্পদকম্ ।
ভজতোঽখিল-দুঃখ সমৃদ্ধিহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৮॥

(১২)

শ্রীশ্রীশঙ্করাষ্টকম্ ।

শীর্ষজটাগণভারং গরলাহারং সমস্তসংহারম্ ।
কৈলাসাদ্রিবিহারং পারং ভববারিধেরহং বন্দে ॥১॥
চন্দ্রকলোজ্জ্বলভালং কণ্ঠব্যালং জগত্রয়ীপালম্ ।
কৃতনরমস্তকমালং কালং কালস্য কোমলং বন্দে ॥২॥

কোপেক্ষণ-হৃতকামং স্বাত্মারামং নগেন্দ্রজাবামম্।
সংহৃতিশোকবিরামং শ্যামং কণ্ঠেন কারণং বন্দে ॥৩॥
কটিতটবিলসিত-নাগং খণ্ডিতযাগং মহাদ্ভুতত্যাগম্।
বিগতবিষয়রসরাগং ভাগং যজ্ঞেষু বিভ্রতং বন্দে ॥৪॥
ত্রিপুরাদিক-দনুজান্তং গিরিজাকান্তং সদৈব সংশান্তম্।
লীলাবিজিতকৃতান্তং ভান্তং স্বান্তেষু দেহিনাং বন্দে ॥৫॥
সুরসরিদাপ্লুতকেশং ত্রিদশকুলেশং হৃদালয়াবেশম্।
বিগতাশেষক্লেশং দেশং সর্ব্বেষ্টসম্পদাং বন্দে ॥৬॥
করতলকলিত পিনাকং বিগত-জরাকং সুকর্ম্মণাং পাকম্।
পরপদ-বীতবরাকং নাকঙ্গম-পূগবন্দিতং বন্দে ॥৭॥
ভূতিবিভূষিতকায়ং দুস্তরমায়ং বিবর্জ্জিতাপায়ম্।
প্রমথসমূহসহায়ং সায়ং প্রাতর্নিরন্তরং বন্দে ॥৮॥
যস্তু পদাষ্টকমেতদ্ ব্রহ্মানন্দেন নির্ম্মিতং নিত্যম্।
পঠতি সমাহিতচেতাঃ প্রাপ্নোত্যন্তে শৈবমেব পাদম্ ॥৯॥
ইতি শ্রীমৎপরমহংস-স্বামি-ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতং
শ্রীশঙ্করাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

(১৩)

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গানি।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্ ॥১॥

পরল্যাং বৈজনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্ ।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥২॥
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে ।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুস্থৃণেশং শিবালয়ে ॥৩॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥৪॥

(১৪)

দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ স্তোত্রম্ ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্ ।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥১॥
শ্রীশৈলসঙ্গে বিবুধাতিসঙ্গে তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তং ।
তমর্জ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেকং নমামি সংসার-সমুদ্রসেতুম্ ॥২॥
অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্ ।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকাল-মহাসুরেশম্ ॥৩॥
কাবেরিকা নর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্তমোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥৪॥
পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে সদা বসন্তং গিরিজাসমেতম্ ।
সুরাসুরারাধিত-পাদপদ্মং শ্রী বৈদ্যনাথং তমহং নমামি ॥৫॥
যাম্যে সদঙ্গে নগরেঽতিরম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ ।
সদ্ভক্তি-মুক্তি-প্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥৬॥

মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥৭॥
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং গোদাবরীতীর-পবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥৮॥
সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং স্মরামি ॥৯॥
যং ডাকিনীশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥১০॥
সানন্দমানন্দবনে বসন্তমানন্দকন্দং হৃতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥১১॥
ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্ সমুল্লসন্তঞ্চ জগদ্‌বরেণ্যং।
বন্দে মহোদারতর-স্বভাবং ঘৃণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥১২॥
জ্যোতির্ম্ময়-দ্বাদশ-লিঙ্গকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা
ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ ॥১৩॥

১৫। - দারিদ্র্যদহন স্তোত্রম্।

বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় কর্ণামৃতায় শশিশেখর-ধারণায়।
কর্পূরকান্তিধবলায় জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥১॥
গৌরীপ্রিয়ায় রজনীশকলাধরায় কালান্তকায় ভুজগাধিপকঙ্কণায়
গঙ্গাধরায় গজরাজ-বিমর্দ্দনায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥২॥

ভক্তিপ্রিয়ায় ভবরোগভয়াপহায় উগ্রায় দুর্গভবসাগর-তারণায় ।
জ্যোতির্ম্ময়ায় গুণনামসুনর্ত্তকায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

চর্ম্মাম্বরায় শবভস্মবিলেপনায় ভালেক্ষণায় মণিকুণ্ডলমণ্ডিতায় ।
মঞ্জীরপাদযুগলায় জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চাননায় ফণিরাজবিভূষণায় হেমাংশুকায় ভুবনত্রয়মণ্ডিতায় ।
আনন্দভূমিবরদায় তমোহরায়
দারিদ্র্যদুঃখহরণায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

ভানুপ্রিয়ায় ভবসাগরতারণায় কালান্তকায় কমলাসনপূজিতায় ।
নেত্রত্রয়ায় শুভলক্ষণলক্ষিতায়
দারিদ্র্যদুঃখহরণায় নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

রামপ্রিয়ায় রঘুনাথবরপ্রদায় নাগপ্রিয়ায় নরকার্ণবতারণায় ।
পুণ্যেষু পুণ্যভরিতায় সুরার্চ্চিতায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

মুক্তীশ্বরায় ফলদায় গণেশ্বরায় গীতপ্রিয়ায় বৃষভেশ্বরবাহনায় ।
মাতঙ্গচর্ম্মবসনায় মহেশ্বরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৮॥

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায় পঞ্চাননায় শরণাগতরক্ষকায় ।
সর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৯॥

বশিষ্ঠেন কৃতং স্তোত্রং সর্ব্বরোগনিবারণম্ ।
সর্ব্বসম্পৎকরং শীঘ্রং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্ ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স হি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥১০॥

ইতি বশিষ্ঠবিরচিতং-দারিদ্র্যদহন-স্তোত্রম্ ।

১৬। শিবষড়ক্ষর-স্তোত্রম্।

ওঙ্কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব ওঁ-কারায় নমো নমঃ॥ ১॥
ন-কারং নৈব সংযুক্তং নাশো যস্য ন বিদ্যতে।
নমন্তি দেবতাঃ সর্ব্বা ন-কারায় নমো নমঃ॥ ২॥
মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং ম-কারায় নমো নমঃ॥ ৩॥
শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারিণম্।
শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমো নমঃ॥ ৪॥
বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকির্যস্য ভূষণম্।
বামে শক্তিধরং দেবং বা-কারায় নমো নমঃ॥ ৫॥
যত্র তত্র স্থিতং দেবং জগদব্যাপিনমীশ্বরম্।
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথো য়-কারায় নমো নমঃ॥ ৬॥
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৭॥
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শিবষড়ক্ষর-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

১৭। অথ শ্রীশিব কবচম্।

শ্রীপার্ব্বতী উবাচ।

দেবদেব মহাদেব লোকানুগ্রহকারক।
মহাদেবস্য কবচং কথয় ত্বং ময়ি প্রভো॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ওঙ্কারস্তু মুখে পাতু ন-কারঃ পাতুকর্ণয়োঃ।
নাসিকায়াং ম-কারস্তু শি-কার হৃদয়ে মম ॥ ২ ॥
বা-কারো নেত্রযুগ্মে চ য়-কার বাহুযুগ্মকে।
ন-কারঃ পাতু শিরসি ম-কারঃ পাতু নাভিকে ॥ ৩ ॥
বিন্দুরূপঃ প্রদেশেচ পঞ্চার্ণঃ পাতু সর্ব্বতঃ।

ইতি শ্রীউড্ডীশে মহাতন্ত্রে শবকবচং সমাপ্তম্।

১৮। শিবাষ্টকম্।

তস্মৈ নমঃ কারণকারণায়
দীপ্তোজ্জ্বল-জ্বলিত-পিঙ্গললোচনায়।
নাগেন্দ্রহারকৃতকুণ্ডলভূষণায়
ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণু-বরদায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥
শ্রীমৎপ্রসন্নশশিপন্নগভূষণায়
শৈলেন্দ্রজা-বদন-চুম্বিত-লোচনায়।
কৈলাসমন্দর-মহেন্দ্র-নিকেতনায়
লোকত্রয়ার্ত্তিহরণায় নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥
পদ্মাবদাত-মণিকুণ্ডল-গোবৃষায়
কৃষ্ণাগুরু প্রচুরচন্দনচর্চ্চিতায়।
ভস্মানুষক্ত-বিকচোৎপল-মল্লিকায়
নীলাব্জকণ্ঠসদৃশায় নমঃ শিবায় ॥৩ ॥
লম্বৎ সপিঙ্গল জটামুকুটোৎ করায়
দংষ্ট্রা করাল বিকটোৎকট ভৈরবায়

ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরায় মনোহরায়
ত্রৈলক্যনাথ-নমিতায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥
দক্ষপ্রজাপতি–মহামখ–নাশকায়
ক্ষিপ্রং মহাত্রিপুর-দানব–ঘাতনায় ।
ব্রহ্মোর্জ্জিতোর্দ্ধগ-করোটি-নিকৃন্তনায়
যোগায় যোগনমিতায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥
সংসারসৃষ্টি-ঘটনাপরিবর্ত্তনায়
রক্ষঃ পিশাচগণ-সিদ্ধ-সমাকুলায় ।
সিদ্ধোরগগ্রহ-গণেন্দ্রনিষেবিতায়
শার্দ্দূলচর্ম্মবসনায় নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥
ভস্মাঙ্গরাগ-কৃতরূপমনোহরায়
সৌম্যাবদাত–বনমাশ্রিতমাশ্রিতায় ।
গৌরীকটাক্ষ-নয়নার্দ্ধ-নিরীক্ষণায়
গোক্ষীরধারধবলায় নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥
আদিত্য-সোমবরুণানিল–সেবিতায়
যজ্ঞাগ্নিহোত্র-বরধূম-নিকেতনায়
ঋক্‌সামবেদ-মুনিভিঃ স্তুতিসংযুতায়
গোপায় গোপনমিতায় নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥
শিবাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শিবাষ্টকং
সম্পূর্ণম্ ।

১৯। শ্রীশ্রীরুদ্রাষ্টকম্

নমামীশমীশান-নির্ব্বাণরূপং
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপম্ ।
অজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং
চিদাকারমাকাশবাসং ভজেঽহম্ ॥ ১ ॥
নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ং
গিরা জ্ঞানগাতীতমীশং গিরীশম্ ।
করালং মহাকালকালং কৃপালং
গুণাগার-সংসার-পারং নতোঽহম্ ॥ ২ ॥
তুষারাদ্রিসংকাশগৌরং গভীরং
মনোভূতকোটিপ্রভাসীশরীরং ।
স্ফুরন্মৌলি-কল্লোলিনীচারুগঙ্গা-
লসদ্ভাল-বালেন্দুঃ কণ্ঠে ভুজঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥
চলৎকুণ্ডলং শুভ্রনেত্রং বিশালং
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্ ।
মৃগাধীশচর্ম্মাম্বরং মুণ্ডমালং
প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথং ভজামি ॥৪॥
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্‌ভং পরেশ-
মখণ্ডং ভজে ভানুকোটিপ্রকাশম্ ।
ত্রয়ীশূলনির্মূলনং শূলপাণিং
ভজেঽহং ভবানীপতি-ভাব গম্যম্॥৫॥

কলাতীত-কল্যাণ-কল্পান্তকারী
সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারিঃ।
চিদানন্দ-সন্দোহ-মোহাপহারী
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারিঃ ॥৬॥
ন যাবদুমানাথ-পদারবিন্দং
ভজন্তীহলোকে পরে বা নরাণাম্।
ন তাবৎ সুখং শান্তি সন্তাপনাশং
প্রসীদ প্রভো সর্ব্বভূতাধিবাস॥ ॥
ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং
নতোঽহং সদা সর্ব্বদা দেব তুভ্যম্।
জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানং
প্রভো পাহি পাপান্নমামীশ শম্ভো ॥৮॥
রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতুষ্টয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি ॥
ইতি—শ্রীগোস্বামী তুলসীদাসকৃতং রুদ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

২০। শ্রীপশুপত্যষ্টকম্

ধ্যানম্

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

স্তোত্রম্—

পশুপতিং দ্যুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিঞ্চ সতীপতিম্।
প্রণতভক্তজনার্ত্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥১॥

ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনয়ো ন চ ভূরিবলং কুলম্।
অবতি কোঽপি ন কালবশংগতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥

মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্য-বিলক্ষণং মধুর-পঞ্চমনাদ-বিশারদম্।
প্রমথ-ভূতগণৈরপি সেবিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥

শরণদং সুখদং শরণান্বিতং শিব শিবেতি নুতং নৃণাম্।
অভয়দং করুণা-বরুণালয়ং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৫॥

মখবিনাশকরং শশিশেখরং সততমধ্বরভাজি ফলপ্রদম্।
প্রলয়দগ্ধ-সুরাসুর-মানবং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৬॥

মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্ম-জরাভয়-পীড়িতম্।
জগদুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৭॥

হরি-বিরিঞ্চি-সুরাধিপ-পূজিতং যম-জনেশ-ধনেশ-নমস্কৃতম্।
ত্রিনয়নং ভুবনত্রিতয়াধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥৮॥

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতিসূরিণা।
পঠতি সংশৃণুতে মনুজঃ সদা শিবপুরীং বসতে লভতে মুদম্ ॥৯॥

ইতি—শ্রীপৃথিবীপতি সূরীবিরচিতং
শ্রীপশুপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

২১। শিব তাণ্ডব স্তোত্রম্

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহপাবিত-স্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্-ডমন্নিনাদবড্ ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ॥১॥
জটাকটাহ-সম্ভ্রম-ভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী-
বিলোলবীচিবল্লরী-বিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগ-জ্জ্বলল্ললাট-পট্টপাবকে
কিশোর-চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥২॥
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী-বিলাস-বন্ধু-বন্ধুর
স্ফুরদ্দিগন্ত-সন্ততি-প্রমোদমান-মানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণী-নিরুদ্ধদুর্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥৩॥
জটা-ভুজঙ্গ-পিঙ্গল-স্ফুরৎফণামণিপ্রভা-
কদম্ব-কুঙ্কুমদ্রব-প্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধ-সিন্ধুর-স্ফুরত্বগুত্তরীয়-মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি ॥৪॥
সহস্রলোচন-প্রভৃত্যশেষলেশ-শেখর
প্রসূন-ধূলি-ধোরণী-বিধূসরাঙ্ঘ্রি পীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ॥৫॥

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়-স্ফুলিঙ্গভা—
নিপীত-পঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্ ।
সুধাময়ূখলেখয়া বিরাজমান-শেখরং
মহাকপালিসম্পদে শিরোজটালমস্তু নঃ ॥৬॥

করাল-ভাল-পট্টিকা-ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতিকৃত-প্রচণ্ডসায়কে ।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী-কুচাগ্রচিত্র-পত্রক-
প্রকল্পনৈক-শিল্পিনি ত্রিলোচনে রতির্মম ॥৭॥

নবীনমেঘমণ্ডলী-নিরুদ্ধদুর্ধরস্ফুরৎ
কুহূনিশীথিনী-তমঃ-প্রবন্ধ-বদ্ধ-কন্ধরঃ ।
সিন্ধুরঃ
নিলিম্পনির্ঝরী-ধরস্তনোতু কৃত্তিসুন্দরঃ
কলানিধান-বন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥৮॥

প্রফুল্লনীলপঙ্কজ-প্রপঞ্চকালিম-প্রভা-
বলম্বিকণ্ঠ-কন্দলী-রুচি-প্রবদ্ধ-কন্ধরম ।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদন্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥৯॥

অখর্ব্ব-সর্ব্বমঙ্গলা-কলা-কদম্ব-মঞ্জরী-
রস-প্রবাহমাধুরী-বিজৃম্ভণা-মধুব্রতম্ ।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ॥১০॥

জয়ত্বদভ্রবি-ভ্রম-ভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বস-
দ্বিনির্গতক্রম-স্ফুরৎ-করাল-ভাল-হব্যবাট্ ।

ধিমদ্ধিমিদ্ধিমিদ্ ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রম-প্রবর্ত্তিত-প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥১১॥

দৃষদ্বিচিত্র-তল্পয়োর্ভুজঙ্গ-মৌক্তিকস্রজো-
র্গরিষ্ঠ-রত্নলোষ্ঠয়োঃ সুহৃদ্‌বিপক্ষ-পক্ষয়োঃ।
তৃণারবিন্দ-চক্ষুষোঃ প্রজামহী-মহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকং কদা সদা শিবং ভজাম্যহম্ ॥১২॥

কদা নিলিম্প-নির্ঝরী-নিকুঞ্জ-কোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্মতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিলোল-লোল-লোচনো ললাম-ভাল-লগ্নকঃ
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ কদা সুখী ভবাম্যহম্ ॥১৩॥

ইমং হি নিত্যমেব মুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্ স্মরন্ ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধিমেতিসন্ততম্।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্ ॥১৪॥

পূজাবসান-সময়ে দশবক্ত্রগীতং
যঃ শম্ভুপূজনপরং পঠতি প্রদোষে।
তস্য স্থিরাং রথ-গজেন্দ্র-তুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শম্ভুঃ ॥১৫॥

ইতি—রাবণকৃতং শিবতাণ্ডব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অথ শিব স্তোত্রম্

ধরাপোঽগ্নি র্মরুদ্ব্যোম-মখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ ॥১॥
শ্রুত্যন্তঃকৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজন্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥২॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভবসম্ভূতদুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে ॥৩॥
তর্কমার্গাদিভূতায় তপসাং ফলদায়িনে।
চতুর্ব্বর্গবদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥৪॥
আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ ॥৫॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে।
কন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমো নমঃ ॥৬॥
বিষাশনায় বিহরদ্বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্ধাম-সমাবদ্ধ-কপর্দ্দায় নমো নমঃ ॥৭॥
শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমো নমঃ ॥৮॥
তুষ্টায় নিজভক্তানং ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনে।
বিবাসসেঽনিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ ॥৯॥
ত্রিমূর্ত্তে মূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদিশম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মাঘ্নায় নমো নমঃ ॥১০॥

দেবাসুরশিরোরত্ন-কিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দর্ত্তাদ্ধায় নমো নমঃ ॥১১॥
স্তোত্রেণানেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্জগতঃ পতিম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্॥১২॥
তস্যাসাধ্যং ত্রিভুবনে ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
ঐহিকং কিং ফলং তত্র মুক্তিরেব করে স্থিতা ॥১৩॥
ইতি শিবস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥

অথ শিবস্য কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—
ভগবন্ দেব দেবেশ সর্ব্বাম্নায়-প্রপূজিতঃ।
সর্ব্বং মে কথিতং দেব কবচং ন প্রকাশিতম্ ॥১॥
প্রাসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়।
সর্ব্বরক্ষাকরং দেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।
প্রাসাদ-মন্ত্র-কবচস্য বামদেব-ঋষিঃ স্মৃতঃ।
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ দেবেশি সদাশিবোঽত্র দেবতা।
সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩॥
ওঁ শিবো মে সর্ব্বদা পাতু প্রাসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ ॥৪॥
ষড়ক্ষরস্বরূপো মে বদনন্তু মহেশ্বরঃ।
অষ্টাক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুষী মে সদাবতু ॥৫॥

পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু।
মৃত্যুঞ্জয় স্ত্রিবীজাত্মা আয়ূরক্ষতু মে সদা ॥৬॥
বটমূলে সমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যয়ঃ।
সদা মাং সর্ব্বতঃ পাতু ষট্ত্রিংশার্ণস্বরূপধৃক্ ॥৭॥
দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষিং মে পরিরক্ষতু।
ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা ॥৮॥
চিন্তামণি বীজরূপশ্চার্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ।
সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়কঃ ॥৯॥
একাক্ষর-স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ।
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু ॥১০॥
তুম্বুরাখ্যো মহাবীজ-স্বরূপস্ত্রিপুরাত্মকঃ।
সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ ॥১১॥
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা।
দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোঽব্যান্মে গিরিনায়কঃ ॥১২॥
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু।
বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু।
উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাত-স্বরূপধৃক্ ॥১৩॥
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবতুর্লভম্।
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৪॥
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং সাধকোত্তমঃ।
কীর্ত্তিশ্রীকান্তিমেধায়ুর্ব্বৃংহিতো ভবতি ধ্রুবম্ ॥১৫॥

কণ্ঠে ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্ ।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ ॥১৬॥
কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে ।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥১৭॥
কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্ যতমানসঃ ।
করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥১৮॥
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্ ।
রজতোদর সংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ ॥১৯॥
সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদ্দেহরূপধৃক্ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥২০॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ॥২১ ॥
তবস্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম্ ।
ন দেয়ং কস্যচিদ্ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥২২॥
যোঽর্চ্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কবচং মন্মুখোদিতং ।
তেনার্চ্চিতা মহাদেবি সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ ॥২৩॥

ইতি—ভৈরবতন্ত্রে সদাশিব-
কবচং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীশিব স্তোত্রম্

শ্রীশ্রীব্রহ্মোবাচ।

শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব ॥৩০॥
মন্ত্রস্য কীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যাসে সমরে জয়ম্।
নমস্তে দেব দেবেশ সুরাসুর নমস্কৃতঃ ॥৩১॥
ভূতভব্যো মহাদেবো হরিঃ পিঙ্গললোচনঃ।
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্র্য বসনচ্ছদঃ ॥৩২॥
অর্চ্চনীয়োঽসি দেবত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ।
হরো হরিত নেমী চ যুগান্ত দহনোঽনলঃ ॥৩৩॥
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ লোকপালো মহাভূজঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রো মহাভুজঃ ॥৩৪॥
কালশ্চ বলরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তগস্তপোন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥৩৫॥
শূলপাণি বৃষঙ্কেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী চ লকুটী চ মহাযশাঃ ॥৩৬॥
ভুতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বহারী চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥৩৭॥
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিনাকী ধূর্জটিস্তথা।
মাননীয়শ্চার্হনীয়ো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥৩৮॥
মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিযাত্রশ্চ সুব্রতঃ।
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণা-পণব-তূণবান্ ॥৩৯॥

অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা।
শ্মশানবাসী ভগবানুমাপতিররিন্দমঃ ॥৪০॥
ভগস্যাক্ষি নিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ।
স্মরহর্ত্তা পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ ॥৪১॥
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো বিশাম্পতিঃ।
উন্মাদো বেপনকরঃ সমর্থো লোকসত্তমঃ ॥৪২॥
বামনো বামদেবশ্চ প্রাক্‌প্রদক্ষিণবামনঃ।
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ ত্রিজটী কুটিলঃ স্বয়ম্ ॥৪৩॥
শক্রহস্তপ্রতিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা।
ঋতু ঋতুকরঃ কালো মধুর্মধুকলোচনঃ ॥৪৪॥
বানস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ।
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥৪৫॥
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিধর্ম্মা ভূতভাবনঃ।
ত্রিনেত্রো বহুরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ ॥৪৬॥
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা।
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥৪৭॥
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সর্ব্বজীবভয়স্তথা।
সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্ব্ববন্ধবিমোচকঃ ॥৪৮॥
মোহন বন্ধনশ্চৈব সর্ব্বদা নিধনোত্তমঃ।
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্ব্বহরস্তথা ॥৪৯॥
হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ স্থাণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥৫০॥

ময়াপ্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্ ॥৫১॥
ইতি শ্রীমদ্রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মাকৃতশিবস্তোত্রম্.
প্রাণাত্যয়ে জপ্তব্য ।

শ্রীশিব শতনাম স্তোত্রম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব-তারক ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনং সর্ব্বং শ্রুতং তব মুখাৎ প্রভো ॥
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবস্য শতনামকম্ ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥
সারাৎসারং মহাদেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাতুং পরিপৃচ্ছসি ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥
অতিগুহ্যং মহৎপুণ্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং যথা তথা ॥
মম নাম পরার্দ্ধঞ্চ সারাৎসারং পরাপরম্ ।
তত্র সারং সমুদ্ধৃত্য কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥
মম নামশতঞ্চৈব কলৌ পূর্ণফলপ্রদম্ ।
কেবলং স্তবপাঠেন মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥

পীঠাদিনামসংযুক্ত-মৃষ্যাদিনামপুর্ব্বকম্ ।
দেবতা-বীজসংযুক্তং শৃণুষ্ব পরমাদ্ভুতম্ ॥
নারদোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ।
সদাশিবো মহেশানি দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ষড়ক্ষরং মহাবীজং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালীযুতঃ সদা ।
দেহমধ্যে মহেশানি লিঙ্গাকারেণ বেষ্টিতঃ ॥
মূলাধারে স্বয়ম্ভুশ্চ কুণ্ডলীশক্তিসংযুতঃ ।
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যপালকঃ সদা ॥
মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ ।
অনাহতে ঈশ্বরোঽহং সর্ব্বদেবনিষেবিতঃ ॥
বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শাব্জে সদাশিব ইতি স্মৃতঃ ।
আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাৎ চিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে ।
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥
বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরো হ্যহম্ ।
কৈলাসে জ্যোতিরূপেণ কৈলাসেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥
হিমালয়ে মহেশানি পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভঃ ॥
কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর স্তথৈব চ ॥
শম্ভুনাথশ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে ।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ ॥

নেপালে চ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ।
হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথ স্তথোদ্বৃতঃ।
দ্বারকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ।
হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্থিতঃ॥
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যে চ কেশবঃ।
গোকুলে গোপিনীপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ॥
মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্ধরঃ।
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ॥
কাঞ্চীনগরমধ্যে তু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ।
চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্য-পর্ব্বতে॥
বাণলিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা।
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ॥
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথীনদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি।
নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ॥
অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতি স্মৃতঃ।
উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহং কলৌ॥
নীলাচলারণ্যমধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ।
লক্ষ্মীকান্তো মহেশানি সদা শ্রীশৈলপর্ব্বতে॥

ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ।
বদরিকাশ্রমমধ্যে তু কপিনাথশ্বয়ো হ্যহম্ ॥
স্বর্গলোকে দেবদেবো মর্ত্ত্যলোকে সদাশিবঃ।
পাতালে বাসুকীনাথো যমরাট্ কালমন্দিরে ॥
নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলকে হরিহরস্তথা।
গন্ধর্ব্বলোকে দেবেশি পুষ্পদন্তেশ্বরো হ্যহম্ ॥
শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহে চৈব জগদ্গুরুঃ।
অবতারে শঙ্করোঽহং বিরূপাক্ষ স্তথৈব চ ॥
কামিনীজনমধ্যে তু কামেশ্বর ইতি স্থিতঃ।
চক্রমধ্যে কুলেশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ ॥
আশুতোষো ভক্তমধ্যে শত্রূণাং ত্রিপুরান্তকঃ।
শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমোগুরুঃ ॥
চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ভানুর্ভানুমণ্ডলে।
ত্রৈলোক্যে লোকনাথোঽহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ ॥
সমুদ্রমন্থনে কালে নীলকণ্ঠ স্ত্রিলোকজিৎ।
জম্বুদীপে জগৎকর্ত্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ ॥
কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ।
মীনদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে শশীধরঃ ॥
অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ।
দেবমধ্যে বাসুদেবো গুরুমধ্যে নিরঞ্জনঃ ॥
পুরাণে পরমেশানি ব্যাসেশ্বর ইতীরীতঃ। ইতীরিতঃ
আগমে নাগভট্টশ্চ নিগমে নাদরূপধৃক্ ॥

সর্ব্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে।
দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তথৈব চ॥
রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপাণাং নগনন্দিনি।
পরং ব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনলোঽস্মি ধরাতলে॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে।
ইতি তে কথিতং দেবি মম নামশতোত্তরম্॥
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব মহাপাতককোটয়ঃ।
নশ্যন্তি তৎক্ষণাদ্দেবি সতাং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
বহু কিং কথ্যতে দেবি শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং স্তবস্যাস্যপ্রসাদতঃ॥
অহঞ্চ জগদাধারো মমাধার স্তমেবহি।
তৎসমাপ্রকৃতির্নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ॥
তব যোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহম্।
এতজ্‌জ্ঞানং মহেশানি পাষণ্ডে মা বদেৎ ক্বচিৎ॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় শিববিষ্ণুপরায় চ।
শতনাম-মহাস্তোত্রং তস্মৈ দেয়ং মহেশ্বরি॥

ইতি লিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে শ্রীপার্ব্বতীসংবাদে পীঠাদিক্রমেণ
শিবশতনামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শিব আরত্রিক

একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং হর সর্ব্বাধিষ্ঠানম্।
নিষ্কল.নির্ম্মলদেবং নিষ্কল নির্ম্মলদেবং বন্দে সর্ব্বেশম॥

সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণং হর চৈতন্যাভরণম্।
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং সর্ব্বান্তরভূতম্।
ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ১ ॥

চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্দ্রঃ শীতাংশুর্বায়ুঃ হর শীতাংশুর্বায়ুঃ।
অগ্নির্মৃত্যুদেবা, অগ্নির্মৃত্যুদেবা—ভীতাস্তব শম্ভো॥
তং তং স্বং স্বং সর্ব্বং ব্যাপারং কর্ত্তুম্ হর ব্যাপারং কর্ত্তুম্।
অনিদ্রাস্তে নিত্যং অনিদ্রাস্তে নিত্যং—বর্ত্তন্তে নীতৌ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুঃ সাহঙ্কারৌ উর্দ্ধামধো যাতৌ হর উর্দ্ধমধোযাতৌ।
ঐশ্বর্য্যং তদ্গন্তুং ঐশ্বর্য্যং তদ্গন্তুং শীঘ্রং তে শম্ভো ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ, হর পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ—শরণং তে যাতৌ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥৩॥

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুর্নেত্রং তে পাদে ধৃত্বা হর তে পাদে ধৃত্বা।
ত্রৈলোক্যস্য বৃত্তং ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং সাম্রাজ্যং ভজতে ॥
অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা পৌলস্ত্যোমানী—হর পৌলস্ত্যোমানী।
গীর্ব্বাণানাংব্রাতং, গীর্ব্বাণানং ব্রাতং—স্বাধীনং কুরুতে ॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥৪॥

দেবা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাদ্যা লোকে চানন্তা হর লোকে চানন্তাঃ।
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য, ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য—সানন্দীভূতাঃ॥

শুদ্ধো বুদ্ধো মুক্তো নিত্যস্ত্বং দেব—হর নিত্যস্ত্বং দেব।
অর্ব্বাচীনং যত্তদ্ অর্ব্বাচীনং যত্তদ্—সর্ব্বং ত্বং ভাসি॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥৫॥

ভূতেশ স্তবমেতং সায়ং যোঽধীতে—হর সায়ং যোঽধীতে।
ধর্ম্মার্থং শুভকামং, ধর্ম্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভজতে॥
ভক্তিশ্রদ্ধানিষ্ঠা-বাহ্যান্তরভূতং হর বাহ্যাভ্যন্তরভূতম্।
দেবাদীনামিষ্টং দেবাদীনামিষ্টং—সম্বিৎ গিরিগীতম্॥
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

———

শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—১॥০, ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী —(১ম প্রকরণ ১ম ভাগ)—১৸০ ; ৩। শ্রীশ্রীনামমহিমা-মৃত—১॥০, ৪। ক্ষেপার ঝুলি (১ম খণ্ড)—১॥০, ৫। ঐ (২য় খণ্ড)—১॥০ ; ৬। শ্রীশ্রীতুলসীমহিমামৃত—১॥০, ৭। পাগলের খেয়াল (৪র্থ সং)—১।০, ৮। মহারসায়ন (৪র্থ সং)—১৲ ; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা (৩য় সং)—১৲ ; ১০। শ্রীশ্রীনাম-রসায়ন (২য় সং)—১৲ ; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲ ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (গুণ্টুর পত্র)—॥৶০ ; ১৩। পুষ্পচন্দন—॥০ ; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—॥০ ; ১৫। সুধার ধারা (৩য় সং)—॥০ ১৬। কথা রামায়ণ (১ম খণ্ড)—৩৲ ; ৩॥০ ; ১৭। ঐ (২য় খণ্ড) যন্ত্রস্থ ; ১৮। অভয় বাণী (২য় সং)—।৶০ ১৯। শ্রীশ্রীরাম-নাম লিখন মহিমা—।০ ; ২০। ত্রৈকালিক স্তবমালা (৪র্থ সং)—।০ ; ২১। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—।০ ; ২২। ভক্তি দর্শন (শাণ্ডিল্য সূত্র)—১।০ ; ২৩। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৸০ ; ২৪। শত পঞ্চ চৌপাই ২৫। গণেশের সন্ধ্যা ; ২৬। শ্রীশ্রীগোপীগীতা, ২৭। আঁধারে আলো—৶১০, ২৮। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম, ২৯। মহাব্রত, ৩০। দাস্য মধুর—২৲, ৩১। পত্রাবলী (১ম খণ্ড)—৸০, ৩২। বাণীমালা (১ম খণ্ড, ২য় সং) —॥৶০ ; ৩৩। যুগবাণী (২য় সং)—৶০, ৩৪। পূজার ফুল,

৩৫। ফুলমালা, ৩৬। কলির পথ—।০ (২য় সং) ৩৭। শ্রীশ্রী ওঙ্কারসহস্রগীতি—১৲, ৩৮। শিব-বিবাহ—১।০, ৩৯। ছুটী কথা—।৵০, ৪০। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য—৸০, ৪১। শ্রীশ্রীনাদ-লীলামৃত—৪৲, ঐ (বাঁধাই)—৪॥০, ৪২। মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য —৵০ ৪৩। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর—২৲, ২॥০, ৪৪। গুরু-রত্নম্—৵০, ৪৫। হরিরত্নম—৵০, ৪৬। রামসহস্রনাম—৵০, ৪৭। মুমুক্ষু শ্রীরামানন্দীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রাতঃকৃত্য—৵০, ৪৮। শাক্ত ও শৈব মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য প্রকরণ—(যন্ত্রস্থ), ৪৯। মাতৃপূজা—১৸০, ৫০। প্রপন্ন পথিক—২৲, ২॥০, ৫১। শ্রীশ্রী শিবনামামৃত লহরী ২॥০, ৩৲; ৫২। শ্রীগীতা, ৫৩। নারদীয় ভক্তি-সূত্র (যন্ত্রস্থ) ৫৪। বিরক্ত পূজা (যন্ত্রস্থ), ৫৫। বড় অতিথি —।০, ৫৬। সই—৵০ ৫৭। শ্রীউদ্ধবগীতা (যন্ত্রস্থ), ৫৮। ব্রহ্মা-নুসন্ধান—১ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৫৯। শিব-সহস্রনাম—।০, ৬০। মাতৃগাথা (যন্ত্রস্থ), ৬১। সীতারাম সহস্রনাম; ৬২। শ্রীশ্রী কৃষ্ণনাম মহিমা; ৬৩। প্রেমামৃত—।৵০।

সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—॥০; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি) কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ—১॥০; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ, ৪। নামের জয়—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—৵০। ৫। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারলীলা—কিঙ্কর গোবিন্দ

দাস—৸৹ ; ৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—(২য় প্রবাহ) শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত—৪৲ ; ৭। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম-দাসওঙ্কারনাথ—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲ ; ৮। পরিচিতি—শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী, এম্-এ, এল্-এল-বি, (আই-পি)—৶৹ ; ৯। ঐ হিন্দী (পরিচয়)—৶৹। ১০। ঐ (উর্দ্দু)—৶৹ ; ১১। ঐ (গুজরাটী)—।৹ ; ১২। ঐ (মারাঠী) ; ১৩। The Saint of Omkareswar—N. K. Chowdhury, M. A. L-L-B. ১৪। অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী (উড়িয়া)—।/৹ ; ১৫। A short Biography of Sri Sitaram—S. Sil (অনূদিত), ১৬। ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম—কিঙ্কর আত্মানন্দ—।৹ ; ১৭। দিব্যজীবন—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চি—১৲ ১৮। Our Master by Prof. Sadananda Chakraborty (in the Press) ১৯। দয়াল গাথা।

অনুবাদ

১। (Road to Life Divine) (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲, ২। Pages from a Crazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি)—S. Sil—১॥৹, ৩। মহারসায়ন (হিন্দী) নূতন ২য় সংস্করণ—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্-এ—॥৹, ৪। ঐ (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—১৲, ৫। (উড়িয়া)—১৲ অভয় বাণী (হিন্দী)

।০, ৭। ঐ (মারাঠি) ৶০, ৮। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—॥৶০, ৯। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ, ১০। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী)—শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী, ১১। ঐ (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ, ১২। বাণীমালা (হিন্দী)—॥০, ১৩। ঐ (উড়িয়া)—॥০, ১৪। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ, ১৫। ঐ (উড়িয়া)—শ্রীমহেশ্বর মিত্র—৸৹, ১৬। আঁধারে আলো (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী—৵১০ ১৭। ঐ (মারাঠী) ৵০।

